

দশম খণ্ড  
অজুর্বেদীয়া  
তত্ত্বোপনিষৎ

শাকরভাষ্য-সমেত ।

( দ্বিতীয় ভাগ )

NOT TO BE LENT OUT

মহামহোপাধ্যায়-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-

কঙ্ক

অনুদিত ও সম্পাদিত ।



প্রকাশক

শ্রীকীর্ত্তন চন্দ্র মজুমদার ।

১১১ বামাপুকুর লেন, কলিকাতা ।

সন ১৩৩২ সাল ।

---

Printed by A. T. Majumdar, at the B. P. M's Press,  
22/5 B, Jhamapooker Lane, Calcutta, 1925.

## ভূমিকা ।

ভগবৎকৃপার আজ অনেক দিন পর তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ; এবং এই খণ্ডেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ সমাপ্ত হইল । প্রকাশকের পরিবর্তনই এরূপ অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটবার প্রধান কারণ । পূর্বে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপনিষদের প্রকাশক ছিলেন, এখন তাঁহার নিকট হইতে স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক শ্রীযুক্ত আগুতোষ দেব মহাশয় উপনিষদ্ প্রকাশের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন । এখন হইতে তিনিই অবশিষ্ট উপনিষদগুলির মুদ্রণ ও প্রকাশ কার্য্য সম্পাদন করিবেন । আশা করি, সচ্চদয় পাঠকবর্গ এখনও পূর্বের ভায়, উপনিষৎপাঠে অগ্ররাগ-প্রদর্শনপূর্বক আশাদের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে কৃপণতা করিবেন না । ইহার পর আমরা যেতাত্তর উপনিষদ্ প্রকাশ করিব ।

আলোচ্য তৈত্তিরীয় উপনিষদখানি কৃষ্ণচতুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত ব্রাহ্মণোপনিষদ্ । একই যজুর্বেদ যে, শুক্ল কৃষ্ণভেদে দ্বিবিদ, তাহা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকা-মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছি ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদখানি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । সেই ভাগগুলি বলী নামে অভিহিত । তন্মধ্যে প্রথম ভাগের নাম শীকাবলী, দ্বিতীয় ভাগের নাম একানন্দবলী, তৃতীয় ভাগের নাম ভৃগুবলী । শীকাবলীতে প্রধানতঃ বর্ণাদির উচ্চারণ প্রণালী, উদাত্তাদি স্বরচিত্তা, এবং বর্ণাদি-উচ্চারণের অগুরুণ কর্ত্তা অনুষ্ঠান স্থানগত প্রযুক্ত-নিষেধ ও তদুপযোগী আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । পাঠকগণ নবন করিতে পারেন যে, উপনিষদ্ শাস্ত্র-অর্থ-প্রধান ; স্মরণ্য ভবিষ্যেই মনোনিবেশ করা আবশ্যিক ; উপনিষদ শব্দোচ্চারণ যে-কোন প্রকারে করিলেই চলিতে পারে, সেই ভ্রান্ত-ধারণা দূরীকরণার্থই উপনিষদের মধ্যে এই শীকাবলীর সমাবেশ করা আবশ্যিক হইয়াছে । বৃথিতে হইবে, সংহিতা-ভাগের ভায় উপনিষদ্ভাগেরও শব্দোচ্চারণের পারিপাট্য পরিজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যিক ; নচেৎ শব্দ-শক্তি কখনও তাহার নিকট আসন্ন প্রকাশ করে না । এইজন্যই প্রথমে শিক্ষাবিষয়ক উপদেশ পরিসমাপ্ত করিয়া, তৃতীয় অধ্যায় হইতে অধিন্যাস-ভেদে সমুদ্র একনিষয়ক বিবিদ উপাসনা প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে ।

দ্বিতীয় একানন্দবল্লীতে প্রধানতঃ সৰ্বানর্থের নিদানভূত অজ্ঞান নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সৰ্বোপাধিবিনিশ্চুক্ত আত্মদর্শনের কথা উত্তমরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। অধিকন্তু, অন্নয় প্রভৃতি যে পঞ্চ কোশে আবৃত থাকায় নিত্যনিরাময় চিহ্নানন্দ একবরূপ আত্মাও আপনার স্বরূপ পরিজ্ঞানে বিষৃষ্ট হইয়া আছে, সেই পঞ্চ কোশের স্বরূপ ও স্বভাবাদি প্রদর্শনপূর্বক বিবেক-জ্ঞানের পথ নিষ্কটক-ভাবে উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

অতঃপর, ভৃগুবল্লী নামক তৃতীয় অধ্যায়ে পিতা-পুত্রের উপাখ্যানচ্ছলে এক-বিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। একজিজ্ঞাসু পুত্র ভৃগু নিজের পিতা বরুণের নিকট যাইয়া একতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং পুত্রবৎসল পিতা বরুণ আপনার প্রিয়-পুত্রকে যথাযথভাবে একবিজ্ঞার স্বরূপ ও রহস্ত অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া-ছেন। আখ্যায়িকাচ্ছলে বিবৃত হওয়ায় বিষয়ের জটিলতা অপেক্ষাকৃত মন্দী-ভূত হইয়াছে, এবং অপরূপের জিজ্ঞাসুগণের পক্ষেও একবিজ্ঞা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

উপনিষদের মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ অনতিবিস্তীর্ণ হইলেও সারবান্ ও প্রামাণিক গ্রন্থ। জগদগুরু শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহাকে অবিসংবাদিত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিষয়-সংকলন-প্রণালী অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। যেসকলভাবে বহুবিধ বিষয় বর্ণনা করিলে জিজ্ঞাসুগণ অনায়াসে সন্দেহভ্রম করিতে পারে, এই উপনিষদে ঠিক সেট ভাবেই বিষয়গুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহার ফলে এতের উপদেশতা ও লোকপ্রিয়তা সমাপিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার উপর ভাষ্য-ব্যাখ্যা রচনা করিয়া ইহাকে আরও উজ্জ্বল ও গৌরবময় করিয়াছেন। সন্দেহ পাঠকগণ নিজেরাই একবার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে আনার আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি—

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

৩বানীপুর, ভাগবত চতুশাঠী।

৩৩ আষাঢ়—১৩৩২।

# তৈত্তিরিয়ার উপনিষদের বিষয়-সূচী ।

## শীকাবন্দী ।

বিষয়	পত্র । পৃষ্ঠা
১। মঙ্গলাচরণ ...	৯১২
২। শিক্ষার ব্যাখ্যা—বর্ণ ও স্বরাদি কথন ...	১৩১২
৩। সংহিতায় উপনিষদ্ কথন ...	১৩১২
৪। জ্যোতিঃ, বিজ্ঞা, প্রজ্ঞা ও অধ্যাত্মাদি উপাসনা নির্দেশ ...	১৯১২
৫। ত্রী ও মেধাবর্ধক কপনীর কতিপয় মন্ত্র প্রদর্শন ...	২২১২
৬। স্বারাজ্য ফলের জন্ত ব্যাহ্তিরূপে ত্র্যক্ষোপসনা ...	৩০১২
৭। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ত্র্যক্ষোপলঙ্কির স্থান—হৃদয়াকাশের বিষয় বর্ণন ...	৩৭১২
৮। ব্যাহ্তিরূপী ত্র্যক্ষের পট্টিত-পৃথিব্যাদিরূপে উপাসনা কথন ...	৪৩১২
৯। সর্কোপাসনার অঙ্গভূত প্রণবোপাসনার বিধান ...	৪৭১২
১০। পূর্কোক্ত উপাসনার অসমর্থ বা অকৃতকার্য ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য অবলম্বনীয় কর্ণের বিধান ...	৫০১২
১১। পূর্কোক্ত সাধনামুষ্ঠানে নিতান্ত অসমর্থের পক্ষে অবশ্য পঠনীয় মন্ত্র কথন ...	৫৪১২
১২। এক-জ্ঞান লাভের পূর্কে সমাবর্তনান্ভিলাষী শিষ্যের প্রতি আচার্য্যকর্তৃক অবশ্য পালনীয় কতিপয় কার্যের উপদেশ ...	৫৭১২

## ত্র্যক্ষানন্দবন্দী ।

১। মঙ্গলাচরণ ...	৭৯১২
২। নিকৃপাবিক আত্মদর্শনের উপদেশ এবং উচ্ছদেগ্রে আকাশাদি সৃষ্টিক্রম বর্ণনা ও পুঙ্খ এক্ষের স্বরূপ নির্দেশ ...	৮১১৮
৩। অন্নময়াদি পঞ্চকোশের সহযোগে পক্ষিরূপে আত্মনির্দেশ ...	১০৭১২
৪। জগতের সৃষ্টিপূর্ককালীন অবস্থা-নির্দেশপূর্কক এক্ষের সর্কী-প্রয়ত্ন কথন ...	১৪৯১২
৫। এক্ষের সর্কনিয়ন্তৃত্ব কথন এবং সর্কান্তিশর আনন্দরূপতা জ্ঞাপন ...	১৫৩১২
৬। এক্ষের অজেরতা কথন ...	১৭৯১৫

## ভৃগুবন্দী ।

১। মঙ্গলাচরণ ও ভৃগু-বর্ষণ সংবাদ—ত্র্যক্ষেরতটস্থ লক্ষণ নির্দেশ ...	১৮৪১২
২। তপস্তার ত্র্যক্ষজ্ঞানসাধনতা ও তপঃপ্রভাবে অন্ন-প্রাণাদিরূপে ভৃগুর ত্র্যক্ষবিজ্ঞান লাভ ...	১৮৯১২
৩। অন্ননিন্সার দোষ কথন এবং অন্নসঞ্চয়ের উপযোগিতা ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা প্রদর্শন ...	১৯৫১২
৪। অতিপি-সংকার ও অতিপিকে অন্নদানের প্রণয়সা ...	১৯৯১২
৫। বাক্ প্রভৃতিতে কেমাদিত্যবে ত্র্যক্ষচিত্তার উপদেশ ...	২০২১৫
৬। 'নম' ইত্যাদিরূপে ত্র্যক্ষোপাসনা ও তাহার ফল কথন ...	২০৬১৩
৭। অন্ন ও অন্নাদরূপে আত্মচিন্তা ও তাহার নতিমা কথন ...	২১৩১৯

# বর্ণক্রমানুসারে মন্ত-সূচী ।

অ		ড	
অপাধিক্যোতিসং	... ১২	ভীষাস্মদাতঃ	... ১৫৬
অপাধিবিভ্যং	... ১২	ভূর্ভুবঃ স্ৱরিতি	... ৩০
অপাধিপ্রজং	... ১২	ভৃগুর্গৈ বাকৃণিঃ	... ১৮৪
অপাধ্যাক্ষম্ ...	... ২০	ম	
অন্নং ন নিল্যাং	... ১২৫	মনোব্রজ্যেতি ব্যজ্ঞানাং	... ১২১
অন্নং ন পরিচকীত	... ১২৭	মহ ইতি ব্রহ্ম ...	... ৩১
অন্নং বহু কুর্ন্বীত	... ১২৮	মহ ইত্যাদিত্যঃ	... ৩১
অন্নং ব্রজ্যেতি ব্যজ্ঞানাং	... ১৮২	ষ	
অন্নোই প্রজাঃ	... ১০৬	য এবংবেদ ...	... ২০২
অসদা ইদমগ্ৰ আসীং	... ১৪২	যতো বাচো নিবর্তন্তে	... ১১২
অসন্নৈব স ভবতি	... ১৩০	যতো বাচো নিবর্তন্তে	... ১৭২
অহংবৃক্ষস্ত যেরিবা	... ৫৪	যশ ইতি পশুসু	... ২০৪
অহমন্নমহমন্নম্	... ২১৩	যশো জনেহসানি	... ২৭
আ		যশ্চন্দসামৃষভো	... ২২
আনন্দো ব্রজ্যেতি ব্যজ্ঞানাং	১২৩	যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্ন্যসিনঃ	৬৩
আবহতী বিতথানা	... ২৫	ব	
আমায়ন্ত ...	... ১৬	বিজ্ঞানং ব্রজ্যেতি	... ১২১
ঈ		বিজ্ঞানং যজ্ঞং তদ্বতে	... ১২৩
ঈতং চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে	... ৪২	বেদমনুচ্যার্চ্যো	... ৫৭
ঊ		শ	
ঊষতি এক ...	... ৪৭	শং নো যিত্রঃ	... ২৭
উ		শং নো যিত্রঃ	... ৭৭
উন্নম ইত্থাপাসীত	... ১০৬	শীকং ব্যাধ্যাত্মাঃ	... ১৩
ঋ		শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত	... ১৫৭
ঋন-পিতৃকর্গ্যাত্মাঃ	... ৬১	" "	... ১৫৭
ঌ		স	
ঌ কংচন বসভো	... ১২২	স একো মনুষ্যগুরুকর্গাণা	... ১৫৬
ঐ		স য এবংবিদ্ ...	... ২১০
ঐথিব্যাক্তরিকং	... ৪৩	স য এবোহস্তর্কদয়	... ৩৭
ঐশ্বর্যদেবো মনুপ্রাপতি	... ১১৩	স যচ্চায়ং পুরুষে	... ১৫৭
প্রাণো ব্রজ্যেতি	... ১২০	সহ নাববভু ...	... ৭২
ঋ		সহ নো বশঃ	... ১৬
ঋকবিদ্যোতিগরং	... ৮১	স্ববিত্যাদিত্যো	... ৩২

মন্তসূচী সমাপ্তা ।

বিশিষ্ট আনন্দময় আত্মা যখন প্রত্যক্ষতাই অমৃতবগোচর, তখন তব্বিরে 'ব্রহ্ম' নাই বলিয়া কোন আশঙ্কাই আসিতে পারে না ; সুতরাং আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য -- 'কোন লোক বদ এককে অসং বলিয়া জানে, তবে সে নিজেই অসং হইয়া পড়ে ; [ কারণ, ব্রহ্মই ত আত্মা ]' এই মন্ত্রের উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না । তাহার পর, 'ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ' এই বাক্যে ব্রহ্মের যে, প্রতিষ্ঠারূপে পূর্ণক উল্লেখ, তাহাও বুদ্ধিসঙ্গত হয় না । অতএব এই আনন্দময় পদার্থ বস্তুতঃ কার্য্যশ্রেণীরই অন্তর্গত, ঠিক পরমাত্মা নহে । ৩

উপাসনা ও কন্দের ফল স্বরূপ যে, আনন্দ, তাহারই বিকার বা পরিণাম হইতেছে আনন্দময় । সেই আনন্দময় কোণটি বিজ্ঞানময় কোণেরও অভ্যন্তর-বর্তী ; কেন না, ক্রটিতে বিজ্ঞানময়কে যজ্ঞাদি কন্দের হেতু বলা হইয়াছে ; কাজেই কর্ম্মফল আনন্দের বিকারভূত আনন্দময় কোণটি বিজ্ঞানময়েরও অন্তর হওয়াই উচিত । কেন না, জ্ঞান ও কন্দের ফল সাধারণতঃ ভোক্তার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে ; সুতরাং ভোক্তা সর্বাংগে পরবর্তী, অতএব আনন্দময় আত্মাও পূর্ববর্তী সমস্ত কোণ অপেক্ষা অন্তরতম । বিশেষতঃ প্রিয়মোদাদির লাভট বিজ্ঞা ও কর্ম্মের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন । প্রিয়াদি প্রাপ্তির আশায়ই উপাসনা ও কন্দের অমুষ্ঠান হইয়া থাকে । এষ্ট কারণে প্রিয়াদি ফলসমূহ স্বভাবতঃ আত্মার সন্নিহিত অর্থাৎ প্রিয়াদি ফলের সঙ্গে আত্মারই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, কাজেই ফল-সম্বন্ধ থাকায় বিজ্ঞানময় অপেক্ষাও উচর ( আনন্দময়ের ) অভ্যন্তরবর্তী উপপন্ন হয় । কারণ, স্বপ্নসময়ে প্রিয়মোদাদি বিষয়ক সংস্কারবিশিষ্টরূপেই এই আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময় কোণে আশ্রিত বলিয়া অমৃতভূত হইয়া থাকে । ৪

অভ্যন্তরীণ পুত্রাদি-সম্বন্ধে জানিত যে, প্রিয় ( আনন্দ বিশেষ ), তাহাই উক্ত আনন্দময় আত্মার শিরঃ অর্থাৎ মস্তকস্থানীয়, কেন না, [ আনন্দের মধ্যে ] উহাই প্রথম । প্রিয় বস্তু লাভে যে, ঐ উপস্থিত হয়, তাহার নাম মোদ । [ তাহা তাহাব দক্ষিণ পক্ষ ] । উক্ত চর্চই যখন [ প্রিয়সম্বন্ধ উপভোগ দ্বারা ] উৎকর্ষ লাভ কবিয়া থাকে, তখন প্রমোদ নামে অভিহিত হয়, 'তাচাঃ উচর' উক্ত পক্ষ । আনন্দ অর্থ সাধাবণ সুখমাত্র । তাহাঃ প্রিয় প্রভৃতি সুখাংশসমূহের আত্মা, কেন না, উহা সমস্ত স্তরেই অমুখ্যত ( নিরত সম্বন্ধ ) রহিয়াছে । আনন্দ অর্থ পরব্রহ্ম ; কারণ, শুভ কর্ম্মের ফলে, পুত্রমিত্রাদি বিভিন্ন বিষয়ে উপর উক্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন । অন্তঃকরণের বৃত্তিষ্ট, বাবল্লবকল্পে 'সুখ' বলিয়া প্রসিদ্ধ । স্বকৃত কর্ম্মই উক্তবিধ আনন্দ

বিষয়ে বৃত্তিসমুৎপাদক ; সেই কর্ম সাধারণতঃ অনবস্থিত অর্থাৎ কণিক ; এই কারণে তদন্তুগত সুখও কণিক ( অনিত্য ) । তন্মোক্ষণের নিবারক তপস্বী, বিদ্যা ( উপাসনা ), ব্রহ্মবর্চস ( ব্রহ্মণ্য ভেজঃ ) ও শ্রদ্ধাদ্বারা সেই অন্তঃকরণ যে সময় নির্মলতা প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ই সেই বিস্তৃত অন্তঃকরণে কোন কোন আনন্দ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিপুলতা প্রাপ্ত হয় । এই উপনিষদেও পরে বলিবেন যে, 'তিনি রসস্বরূপ ; এই জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয় । এই রসই অপরকে আনন্দিত করে ; অপর সমস্ত ভূত ( প্রাণী ) এই আনন্দেরই অংশমাঞ্জ উপভোগ করিয়া থাকে' ইতি । এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারেই কামপ্রণমনের উৎকর্ষানুসারে উত্তরোত্তর আনন্দেরও পতন্ত্বে উৎকর্ষ বলা হইবে ( ১ ) ।

এই ভাবে আপেক্ষিক উৎকর্ষসম্পন্ন আনন্দময় আত্মা অপেক্ষাও উক্ত ব্রহ্ম পর ( শ্রেষ্ঠ ) , যে এক ইতঃপূর্বে 'সত্য জ্ঞান ও অনন্ত লক্ষণাবিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যাহার বোধ-সৌকর্য্যার্থ অল্পময় প্রভৃতি পাঁচটা কোষ উল্লিখিত হইয়াছে ; যাহা সেই পক্ষ কোষ অপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ ছবিত্ত্বের, এবং যাহা দ্বারা সেই কোষ সমূহ আচ্ছবান্ হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মই পৃচ্ছ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা । সেই ব্রহ্মই অবিচ্ছিন্ন সমস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চের অবসানস্থান । সেখানে আপ দ্বৈত সম্বন্ধ নাই সেই অষ্টৈত ব্রহ্মই সকলের প্রতিষ্ঠা । কেন না, আনন্দময় আত্মাও ই স্থানেই অভিন্নরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে । অবিচ্ছিন্ন সমস্ত দ্বৈত ভ্রগতের অবসান স্থান এক অধিতীয় প্রতিষ্ঠা পৃচ্ছ স্বরূপ সেই এক নিশ্চয়ই আছেন । সে বিষয়েও এই একটা শ্লোক আছে— ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দব্রহ্মী পঞ্চমামুখ্যাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥

( ভাষণ— এই ব্রহ্মানন্দব্রহ্মীর অষ্টম অনুবাকে "তেন যে ১০০ মামুখ্য আনন্দ, স একে মমুখ্যগচ্ছাণামানন্দঃ" ইত্যাদি বাক্যে, মমুখ্যের এক পত আনন্দে মমুখ্য-গচ্ছাণগণের একটীয়া আনন্দ অর্থাৎ মমুখ্য ইহঁতে যাহা গচ্ছাণতাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আনন্দ মমুখ্য অপেক্ষ পতন্ত্বে অধিক । এই প্রকার মমুখ্যগচ্ছাণের আনন্দ অপেক্ষা দেবগচ্ছাণগণের আনন্দ পতন্ত্বে অধিক প্রদর্শিত হইয়াছে।



## ষষ্ঠোহনুবাচঃ ।

অসম্ভব স ভবতি । অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদেদ । সমুদ্যমেনং ততো বিদ্যুতি ।

তৈশ্চৈব এষ শরীরঃ আত্মা, যঃ পূৰ্ণস্ত । অথাতোহনুপ্রশ্নাঃ,—  
উতাবিদ্যানমুং লোকং প্রেত্য । কশ্চন গচ্ছতী ৩ । আহো  
বিদ্যানমুং লোকং প্রেত্য । কশ্চিৎ সমগ্নুতা ৩ উ ।  
সোহকাময়ত ।—বহু স্মাং প্রজায়েয়েতি । স তাপোহতপাত ।  
স তপস্তপ্তা । ইদং সৰ্ব্বগম্যজত । যদিদং কিঞ্চ । তৎ সৃষ্টা ।  
তদেবানুপ্রাবিশুং । তদনুপ্রবিশু । সচ্চ ত্যচ্চাত্বৎ ।  
নিরুক্তানিরুক্তঞ্চ । নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ ।  
সত্যঞ্চানুতঞ্চ সত্যগভবৎ । যদিদং কিঞ্চ । তৎ সত্যস্মিত্যা-  
চকতে । তদপোষ শ্লোকো ভবতি ॥১ ॥৩৩ ॥

সব্রহ্মসংখ্যে—চেৎ যদি [ কশ্চিৎ ] ব্রহ্ম অসৎ, অবিদ্যমানম্ আকাশ-  
কুসুমতুলাং ) ইতি বেদ ; [ তদা ] সঃ ( জ্ঞাতা ) এব অসন্ ( অবিদ্যমানমঃ )  
ভবতি, [ আত্মনঃ বদ্ধস্বরূপত্বাৎ ] । তথা, চেৎ ( যদি ) ব্রহ্ম অস্তি ( সৎ—  
বিদ্যমানম ) ইতি বেদ, ততঃ এনং ( সমুদ্যমবিদ্যানাদেব ব্রহ্মসম্বৎসরিনং ) সমুদ্য-  
( বিদ্যমানং সত্যরূপিণং ) বিদ্যুঃ ( বিজ্ঞানীয়ুঃ ) ইতি । যঃ ( আনন্দময়ঃ ), এষঃ এব  
তস্ম পূৰ্ণস্ত ( বিজ্ঞানময়স্ত ), শরীরঃ ( শরীরে—বিজ্ঞানময়ে ভবঃ ) আত্মা । অতঃ  
( ব্রহ্মাদেবং, তস্মাৎ ), অপ ( শিষ্যশিক্ষায়া অনন্তরম্ ) অনু ( আচার্য্যোক্ত্য-  
নন্তরম্ ) প্রশ্নাঃ ( ব্রহ্মমানলক্ষণাঃ ভবন্তি )—কশ্চন ( কশ্চিৎ ) অবিদ্বান্  
( অনাস্বজ্ঞঃ ) উত ( অপি ) প্রেত্য ( মুখ্য ) অনুং লোকং ( পরমাঙ্গানং ) গচ্ছতী  
গচ্ছতি, প্রশ্নার্থা পুতিঃ ( অথবা ন গচ্ছতি ? ) ; আতো ( অথবা ) কশ্চিৎ  
বিদ্বান্ উত ( প্রশ্ন ) প্রেত্য অনুং লোকং ( পরমাঙ্গানং ) সমগ্নুতা ( সমগ্নুতে  
বৃষ্টে ) ? [ অথবা ন ? ] ।

[ এতদ্ব্যন্তরার্থমুপক্রমতে 'সোহকাময়ত' ইত্যাদিভিঃ ] । সঃ ( পরমাঙ্গানং )

অকানয়ত (ঐচ্ছং), [অহং] বহু (প্রভৃৎ), জ্ঞাম্ (ভবেয়ম্), প্রজ্ঞায়ৈষ্য  
(উৎপন্নো ভবেয়ম্) ইতি। [অনন্তরং] সঃ (পরমাত্মা) তপঃ (জ্ঞানং)  
অতপ্যত (সৃষ্ট্যুপযোগিনং সংকল্পং) কৃতবান্ আলোচিতবানিত্যর্থঃ)। সঃ  
তপঃ তপ্ত। (পূর্বোক্তরূপম্ আলোচ্য ইদং সর্বম্ অসৃজত (উৎপাদিতবান্)।  
[ কিং তৎ ? ] ইদং (চরাচরং) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি), তৎ সর্বম্ অসৃজত  
ইত্যর্থঃ)। তৎ (চরাচরং জগৎ) সৃষ্টা, তৎ এব অমুপ্রাবিশৎ (তত্রৈব প্রবিবেশ)।  
তৎ অমুপ্রবিষ্ট সৎ (মূর্ত্তং আকৃতি বিশিষ্টং) চ, তাত্ (অমূর্ত্তং আকৃতিরহিতং) চ,  
নিক্কন্তং (দেশ-কালাদি বিশিষ্টতয়া ইদনিগমিতি ষ্টুতং) চ, অনিক্কন্তং (তদ্বিপ-  
রীতং) চ, নিলয়নং (আশ্রয়স্থানং) চ, অনিলয়নং (তদ্বিপরীতং) চ বিজ্ঞানং  
(বিশেষণ জ্ঞানবৎ) চ অবিজ্ঞানং অচেতনং) চ, সত্যং (ব্যবহারিকং সত্যং)  
চ অন্তত্ (অসত্যং) চ [ কিং বচনা, ] সৎ ইদং কিঞ্চ, তৎ সর্বং [ যস্মাৎ ]  
সত্যং (সত্যাপ্যং একম্) অভবৎ, [ তস্মাৎ ] তৎ ব্রহ্ম। সত্যম্ ইতি আচকতে  
(কথয়ন্তি) [ একবিদঃ ]। তৎ তস্মিন্ বিষয়ে অপি এবঃ শ্লোকঃ  
ভবতি ॥ ১১৩৩॥

মূলোন্মুলাদ। যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ (অসত্য) বলিয়া  
জানে, তবে সে লোক নিজেই অসৎ (অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন)  
হয়; [ কারণ, ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু; সুতরাং ব্রহ্ম অসৎ হইলে,  
আত্মাই অসৎ হইয়া পড়ে ]। আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া  
জানে, তবে তাঁহাকেও পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়াই জানেন। এই আনন্দ-  
ময় কোশই পূর্বোক্ত ‘বিজ্ঞানময়ের’ শরীরাস্থিতি আত্মা।

[যেহেতু আত্মাই সত্য ব্রহ্ম;] সেইহেতু অতঃপর, আচার্য্য-  
প্রদত্ত উপদেশের পর শিষ্যগণের এই প্রকার প্রশ্ন হইয়া থাকে।—  
অবিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়? কিংবা প্রাপ্ত  
হয় না? অথবা বিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে লাভ  
করে? কিংবা করে না? [এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ ভূমিকা  
করিতেছেন—]।

সেই পরমাত্মা কামনা করিলেন অর্থাৎ আলোচনা করিলেন—  
‘আমি বহু অনেক প্রকাব হইব, এবং আমি উৎপন্ন হইব। তাহার

পুর, তিনি তপস্যা করিলেন ; (তপস্যা অর্থ ই জ্ঞান বা চিন্তা ।) তিনি তপস্যা করিয়া এই চরাচর যাহা কিছু, তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন । তিনি সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সং (মূর্ত্তিবিশিষ্ট) ও অসং (মূর্ত্তিহীন) হইলেন ; এবং নিরুক্ত (দেশকালাদি পরিচ্ছিন্নরূপে কথিত) ও অনিরুক্ত (পূর্ব্ববিপরীত), নিলয়ন (আশ্রয়স্থান) ও অনিলয়ন (অনাশ্রয় বস্তু), বিজ্ঞাম (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন), সত্য (ব্যবহারিক সত্য) ও অসত্যাদি এই যাহা কিছু, সেই সত্য ব্রহ্ম তৎসমুদয়রূপে প্রকটিত হইলেন । ব্রহ্ম এই সমস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছেন বলিয়াই, ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে ‘সত্য’ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন । উক্ত বিষয়েও এইরূপ শ্লোক (মন্ত্ৰ) আছে ॥১৮৩৩॥

হতি ব্রহ্মানন্দবল্লীঃ সঠানুবাক-বাখা ॥৫॥

শাস্ত্র-ভাষ্যম্ । অসংসর্গ অসংসর্গ এব ; যথা অসন অপুণ্ডরীকসদৃশী, এবং স ভবতি অপুণ্ডরীকসদৃশী । কোহসৌ স যঃ অসং অবিজ্ঞানঃ এক ইতি বেদ বিজ্ঞানাত্তি, চেদ বদি । তদ্বিপর্যায়েন যৎ সর্গবিকল্পস্বপ্নং সর্গপ্রতিবীক্ষ্য সর্গবিশেষপ্রত্যয়নিতনপি অস্তি তদ্বজ্জেতি বেদ চেৎ । কৃতঃ পুনরাশঙ্ক্য তন্না-স্তিত্বৈ ? ব্যবহাবাতীতত্বং ব্রহ্মণ ইতি কথং । ব্যবহাববিষয়ে হি বাচ্যবস্তুর-মাত্রৈ অস্তিত্বভাবিতবুদ্ধিঃ তদ্বিপরীতে ব্যবহাবাতীতে নাস্তিত্বমপি প্রতিপত্ততে । যথা ‘ষট্টিদ্যব্যবহারবিষয়তয়োপপন্নঃ—সন, তদ্বিপরীতঃ অসন’ ইতি প্রসিদ্ধম্, এবং তৎসানান্নাদিহাপি স্তাৎ ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং প্রত্যাশঙ্ক্য । তস্মাদচ্যতে—অস্তি বজ্জেতি চেৎসেদতি ।

কিং পুনঃ স্তাৎ তদন্তীতি বিজ্ঞানতঃ ? তদাত্ত—সদ্বৎ বিজ্ঞানং ব্রহ্মস্বরূপেণ পদমার্গসদাশ্রয়ম্ এনম্ এবংসিদ্ধং নিতঃ একনিদঃ । ততঃ তস্মাদন্তিত্ববেদনাতঃ সঃ অতোবাৎ একবদ্বিজ্ঞাতো ভবতীত্যর্থঃ । অথবা যো নাস্তি বজ্জেতি মজ্জতে, স সর্গশ্চৈব সন্মার্গস্ত বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থালক্ষণস্ত নাস্তিত্বং প্রতিপত্ততে ; ব্রহ্মপ্রতি-পত্ত্যর্থমাত্তত্ব । অতো নাস্তিকঃ সঃ অসন্ অসাধুকচ্যতে লোকে । তদ্বিপরীতঃ সন যঃ অস্তি বজ্জেতি চেৎসেদ, স তদ্বজ্জপ্রতিপত্তিহেতুং সন্মার্গং বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থা-



গৃহতে ; যথা ঘটাদি । যন্ত্রাশ্চি, তন্নোপলভ্যতে ; যথা শশবিবাণাদি ।  
তথা নোপলভ্যতে এক , তন্মাষিশেষতোঃগ্রহণাৎ নাত্তৌতি । তন্ন ;  
আকাশাদিকারণহান্ একগণ : , ন নাত্তি ব্রহ্ম । কথং ? আকাশাদি হি সৰ্বং  
কার্য্যং ব্রহ্মণো জাতং গৃহতে ; যন্ত্রাচ্চ জায়তে কীদৃশং, তদন্তৌতি দৃষ্টং লোকে ;  
যথা ঘটাদিকারণং মৃদীজাদি ; তন্মাধাকাদিকারণহানতি ব্রহ্ম ।  
ন চাসত্তো জাতং কিঞ্চিদ্ গৃহতে লোকে কাযাম্ । অসতশ্চেৎ নামরূপাদি কার্য্যাম্,  
নিরাশ্রয়কস্যান্নোপলভ্যতে ; উপলভ্যতে তু ; তন্মাদন্তি এক । অসতশ্চেৎ কাযাম্  
গৃহমাণমপি অসদযিতমেব জ্ঞাতং ; নচৈবম্ ; তন্মাদন্তি এক । তত্র "কথমসতঃ  
সজ্জায়তে" ইতি শ্রুত্যান্তরম্ অসতঃ সজ্জন্মাসম্ভবমধাচষ্টে জ্ঞায়তঃ । তন্মাৎ সদেব  
ব্রহ্মেতি যুক্তম্ ৷৬

তদ যদি মৃদীজাদিবেৎ কারণং জ্ঞাতং, অচেতনং তচ্চি । ন ; কামরিত্ত্বজ্ঞাতং । নচি  
কামরিত্ত্ব অচেতনমন্তি লোকে । সৰ্ব্বত্রং চি একৈক্যতাবোচাম ; অতঃ  
কামরিত্ত্বোপপত্তিঃ । কামরিত্ত্বজ্ঞানদ্বাদানন্দনাপ্তকামমিতি চেৎ ; ন, স্বাতন্ত্র্যাতং ।  
যথা অগ্নী পরবশীকৃত্য কামা দমোষাঃ প্রবর্তয়ন্তি, ন তথা একগণঃ প্রবর্তকাঃ  
কামাঃ । কথং তচ্চি ? সত্যজ্ঞানলক্ষণাঃ স্বাস্বভূতস্বাধিপত্যাঃ । ন তৈর্লক্ষ  
প্রবর্ত্যতে , তেষাম্ তৎপ্রবর্তকং এক প্রাণিকস্বাপেক্ষয়া । তন্মাৎ স্বাতন্ত্র্যং  
কামেষু একগণঃ ; অতো ন অনাপ্তকামং এক । সাধনাস্তরানপেক্ষস্বাচ্চ । যথা  
অগ্নেবামনাস্বভূতা ধম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাঃ কামাঃ স্বাস্বব্যতিরিক্ত-কাযাকারণ-  
সাধনাস্তরানপেক্ষাচ্চ, ন তথা একগণঃ । কিং তচ্চি ? স্বাস্বনোনন্ত্যাঃ । তদেতদাচ্চ—  
সৌকামস্বতঃ ৷৭

স আশ্চা, যন্ত্রাদিকারণঃ সম্ভূতঃ, অকামরিত্ত্ব কামিতবান্ । কথম্ ? বহু প্রভূতং  
জ্ঞাতং ভবেয়ম্ । কথমেকস্তার্থাস্তরানন্তু প্রবেশে বহুত্বং জ্ঞাদিতি ? উচ্যতে—প্রজারেষ  
উৎপত্তেয় । নচি পুঞ্জোৎপত্তেরিবার্থাস্তরবিষয়ং বহুভবনম্ । কথং তচ্চি ?  
আশ্চান্ধানভিব্যক্ত-নামরূপাভিব্যক্তা । যদা আশ্চন্তেহ্নভিব্যক্তে নামরূপে ব্যাক্র  
য়েত, তদা আশ্চরূপাপরিত্যাগেনৈব ব্রহ্মণোঃ প্রবিষ্টকুদেশকালে সৰ্ব্বাবস্থা  
ব্যাক্রিয়েত । তদেতদ্বানামরূপব্যাকরণ একগণো বটুভবনম্ । নাগুণা নিবনবন্ত  
ব্রহ্মণো বহুত্বাপত্তিরূপপত্ততে অল্পত্বং বা, যথা আকাশস্তান্নত্বং বহুত্বকং বহুস্তরকৃত  
মেব । অতঃ তদ্বারেনৈবাস্বা বহু ভবতি । নচি আশ্চনোঃশ্রুতদনাস্বভূতং  
তৎপ্রবিষ্টকুদেশকালং স্বল্পং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদৃশিবাস্বা এক  
বিস্ততে । অতো নামরূপে সৰ্ব্বাবস্থে একগণেবাস্ববতঃ ; ন এক তদাস্বকর্ম । তে

তৎপ্রত্যাখ্যাণে ন স্ত এবতি তদাঙ্কে উচ্যেতে । তাভ্যাংকোপাধিত্যাং  
জাতুজয়-জ্ঞানলকার্ধ্যাদি-সর্বসংব্যবহারভাগ্ ব্রহ্ম ৮

স আত্মা এবংকামঃ সন্ তপোহুতপ্যত । তপইতি জ্ঞানমুচ্যতে, “বস্ত  
জ্ঞানময়ং তপঃ” ইতি শ্রুতান্তিরাং । আশুতপ্যত ইত্যন্তাসম্ভব এব তপসঃ ।  
তৎ তপঃ অতপ্যত তপ্তবান্, স্বজ্ঞানানুগম্বচনাদিবিষয়ামালোচনামকরো-  
দাশ্চেত্যর্থঃ । স এবমালোচ্য তপস্তপ্তঃ । প্রাণিকশ্মাদিনিমিত্তানুগমমিদং  
সর্বং জগৎ দেশতঃ কালতো নান্না রূপেণ চ যথাহুতবৎ সৰ্বৈঃ প্রাণিভিঃ  
সৰ্বাবহৈরহুতুমানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্ । যদিদং • কিঞ্চ-বৎ কিঞ্চেনমবিশিষ্টম্,  
তদিদং জগৎ সৃষ্টা কিমকরোদিতি ? উচ্যেতে, তদেব সৃষ্টং জগৎ অহু-  
প্রাবিশদিতি ।•

তত্রৈতচ্চিত্ত্যম্ - কণমহুপ্রাবিশদিতি । কিম্, যঃ স্রষ্টা, স তেনৈবাত্মনামহু-  
প্রাবিশৎ ? “উত অন্তেনেতি ? কিংতাবদ্ যতুম্ ? ক্রাপ্রত্যয়প্রবণাৎ, যঃ স্রষ্টা,  
স এবাহুপ্রাবিশদিতি । নহু ন যতুম্ মুষচেৎ কারণং ব্রহ্ম, তদাঙ্ককৃত্যং  
কার্য্যস্ত । কারণমেব হি কার্য্যাত্মনা পরিণমতে, অতোহপ্রবিষ্টেইব কার্য্যেৎ  
পত্তেরূপং পূৰ্ণকারণস্ত পূৰ্ণঃ প্রবেশোহনুপপত্তঃ । ন হি ঘটপরিণামব্যাতির-  
কেণ যদো ঘটে প্রবেশোহস্মি । যথা ঘটে চূর্ণাত্মনা যদোহনুপ্রবেশঃ,  
এয়মনাত্মনা নামরূপকার্য্যো অনুপ্রবেশ আত্মন ইতি চেৎ ; শ্রুতান্তরাচ্চ  
“অনেন জীবনাত্মনামহুপবিশ্ত” ইতি নৈবং যতুম্, একত্বাচ্চুপপত্তঃ । যদাত্মনস্ত  
অনেকত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ যতুম্ ঘটে যদনুচূর্ণাত্মনা অনুপ্রবেশঃ, যদনুচূর্ণস্ত অপ্রবিষ্ট-  
দেশত্বাচ্চ । ন ত্বাত্মন একত্বে সতি নিরবয়বত্বাদপ্রবিষ্টদেশাভাবাচ্চ  
প্রবেশ উপপদ্যেতে । কণং তহি প্রবেশঃ স্তাৎ • যতুম্চ প্রবেশঃ, শ্রুতত্বাৎ-  
“তদেবাহুপ্রাবিশৎ” ইতি ।•

সাবয়বমেবাস্ত তহি ; সাবয়বত্বাৎ যদেব হস্তপ্রবেশনং নামরূপকার্য্যো জীবাত্ম-  
নামহুপ্রবেশো যতুম্ এবতি চেৎ, ন ; অশ্রুতদেশত্বাৎ । নচ কার্য্যাত্মনা পরিণতস্ত  
নামরূপকার্য্যাদেশব্যাতিরেকেণাশ্রুতঃ পাদশোহস্মি, যঃ প্রবিশেজ্জীবাত্মনা ।  
কারণমেব চেৎ প্রবিশেৎ, জীবাত্মনঃ জহাৎ, তদা ঘটো যৎপ্রবেশে ঘটত্ব-  
জহাতি । “তদেবাহুপ্রাবিশৎ” ইতি চ শ্রুতেন কারণাহুপ্রবেশো যতুম্  
কার্য্যাত্মনমেব স্তাদিতি চেৎ - তদেবাহুপ্রাবিশদিতি জীবাত্মনঃ কার্য্যং নামরূপ  
পরিণতং কার্য্যাত্মনমেবাপদ্যত ইতি চেৎ ; ন ; বিরোধাতঃ । নহি ঘটো ঘটাত্মনাম-  
পদ্যতে, ব্যতিরেকশ্রুতিবিবোধাতঃ । জীবস্ত নামরূপকার্য্যাদি-রকাহুবাশিতা

ঐতর্য্যো বিক্ৰোধয়ন্; তদাশক্তৌ মোক্ষাসম্ভবাচ্চ । নহি যতো মূঢ়্যমানঃ,  
তদেবাপত্ততে; নহি পুংখলাপত্তিস্বকৃত্ত তদ্ব্যসাদে: ॥১০

বাহ্যগুণভেদেন পরিণতমিতি চেৎ—তদেব কারণং ব্রহ্ম পরীক্ষাত্মাধারত্বেন  
তদন্তরীণবাস্তবানা আধেয়ত্বেন চ পরিণতম্—ইতি চেৎ; বহিষ্ঠত্ত প্রবেশোপপত্তে: ।  
নহি যো বস্তুভ্যঃস্বঃ, স এব তৎপ্রবিষ্টে উচ্যতে । বহিষ্ঠত্তাত্মপ্রবেশঃ ত্রাৎ,  
প্রবেশশকার্য্যভেদং দৃষ্টেত্বাৎ—যথা গৃহং কুত্বা প্রাবিশদিত । জলস্বর্ধ্যাকাদি-  
প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশঃ স্মারিত ইতি চেৎ । ন, অপরিচ্ছিন্নস্বাদমূর্ত্তত্বাচ্চ । পরিচ্ছিন্নত্ব  
মূর্ত্তত্বাত্তত্ত্বত্র প্রসাদস্বভাবকং জগাদৌ স্বর্ধ্যাকাদিপ্রতিবিম্বোদয়ঃ ত্রাৎ, ন  
স্বাদমনঃ; অমূর্ত্তত্বাৎ, আকাশাদিকারণত্বান্ননো ব্যাপকত্বাৎ তদ্বিপ্লবক্টদেশ-প্রতি-  
বিম্বাধার-বস্তুস্তরাত্মত্বাচ্চ প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশো ন স্মৃত্ত: ॥ ১১

এবং তদ্বি নৈবাস্তি প্রবেশঃ; ন চ গতান্তরমুপলভ্যমহে, 'তদেবাত্মপ্রাবিশৎ'  
ইতি ঐতঃ । ঐতিশ্চ নেহেতৌস্ত্রিয়বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তৌ নিমিত্তম্ ।  
নচান্নাশ্বাকাদ্য প্ৰবৃত্তবতামপি বিজ্ঞানমুৎপত্ততে । ইত্ব তদ্বি অনর্থকত্বানপোহ-  
মেতদ্বাক্যম্ "তৎ সৃষ্টৌ তদেবাত্মপ্রাবিশৎ" ইতি; অন্ত্যর্থত্বাৎ । কিমর্থমহানে  
চর্ক।? প্রকৃত্তো হস্তো বিবক্ষিতোহস্ত বাক্যত্বার্থোহস্তি; স সম্ভব্যঃ—"ব্রহ্মবিদা-  
প্রোতি পরম্ ।" 'সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম' "যো বেদ নিহিতং গুহ্যরাম্" ইতি ।  
তদ্বিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্; প্রকৃত্তং চ তৎ । একস্বরূপাত্মগুণায় চ আকাশান্তরনরাত্ম  
কার্য্যঃ প্রদর্শিতম্; ব্রহ্মাবগমশ্চারণকঃ । তত্র সন্নমগদান্ননোহন্তোহস্তর আত্মা  
প্রাণময়ঃ, তদন্তর্য্যনোমরো বিজ্ঞানময় ইতি বিজ্ঞানগুহ্যত্বাৎ প্রবেশিতঃ; তত্র  
চানন্দমরো বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিতঃ । অতঃ পরমানন্দময়লিঙ্গাধিগমদ্বারেন-  
আনন্দবিবৃদ্ধ্যবসান আত্মা । ব্রহ্ম পূজ্যং প্রতিষ্ঠা সর্ব্বিকল্পান্দো নির্বিকল্পোহ-  
তামেব গুহ্যরামধিপত্ত্বা ইতি তৎপ্রবেশঃ প্রকল্প্যতে ॥১২

নহি অন্তর্য্যোপলভ্যতে ব্রহ্ম, নির্বিশেষত্বাৎ; বিশেষসম্বন্ধে হি উপলব্ধিহেতু-  
দৃষ্টে:—যথা রাহোলক্ষ্যাকর্কবিশেষসম্বন্ধঃ । এবম্ অন্তঃকরণ-গুহ্যত্বসম্বন্ধে  
ব্রহ্মণ উপলব্ধিহেতুঃ, সল্লিকর্ষাৎ, অবভাসাত্মকত্বাচ্চ অন্তঃকরণত্ব । যথা চ  
আলোকবিশিষ্ট-বটাত্ম্যপলব্ধিঃ, এবং বুদ্ধিপ্রত্যয়ালোকবিশিষ্টাত্ম্যোপলব্ধিঃ ত্রাৎ;  
তদ্বাত্ম্যপলব্ধিহেতৌ গুহ্যরাম নিহিতমিতি প্রকৃত্তম্বেব । তদ্বৃত্তিহানৌরে বিহ পুনঃ  
'তৎ সৃষ্টৌ তদেবাত্মপ্রাবিশৎ' ইত্যুচ্যতে । তদেবেদমাকাশাদিকারণ কার্য্য  
সৃষ্টৌ তদ্ব্যপ্রবিষ্টবিবাত্ত গুহ্যত্বাৎ স্মৃত্তে দৃষ্টে প্রোক্তং তদ্ব্য বিজ্ঞানবিত্ত্যবৎ বিশেষকল্পন-

ভ্যতে । স এব তত্ত প্রবেশঃ, তদ্বাদন্তি তৎকারণং ব্রহ্ম । অতঃ  
অন্তিহাদন্তীত্যেবোপলব্ধ্যং তৎ । ১৩

তৎ কার্যমহু প্রবিষ্ট ; কিম্ ? সচ্চ মূর্ত্তং, ত্যচ্চ অমূর্ত্তম্ অভবৎ । মূর্ত্তামূর্ত্তে  
হি অব্যাক্ততে নামরূপে আত্মহে অন্তর্গতেনাচ্ছনা ব্যাক্রিয়েতে মূর্ত্তামূর্ত্তশব্দবাচ্যে ।  
তে আচ্ছনা স্বপ্রবিষ্টদেশকালে ইতি কৃষ্য আত্মা তে অভবদিত্যুচ্যতে । কিঞ্চ,  
নিক্কটকানিক্কটক, নিক্কটং নাম নিক্কট্য সমানাসমানজাতীয়েভ্যঃ দেশকাল-  
বিশিষ্টেভ্য ইদং তদিত্যুক্তম্ ; অনিক্কটং তদ্বিপরীতম্ ; নিক্কটানিক্কটে অপি  
মূর্ত্তামূর্ত্তয়োরেব বিশেষণে । যথা সচ্চ ত্যচ্চ ঐত্বাক-পর্যোকে । তথা নিলয়নং  
চানিলয়নং চ । নিলয়নং নীড়ং আশ্রয়ো মূর্ত্তস্তৈব ধর্ম্মঃ ; অনিলয়নং তদ্বি-  
পরীতম্ অমূর্ত্তস্তৈব ধর্ম্মঃ । তাদনিক্কটানিলয়নানি অমূর্ত্তধর্ম্মাঃ হুপি ব্যাক্ততবিষয়া-  
ণ্যেব, সর্গোত্তরকালভাবশ্রবণাৎ । তাদিতি প্রাণাত্তনিক্কটং তদেবানিলয়নঞ্চ ।  
অতো বিশেষণানি অমূর্ত্তস্ত ব্যাক্ততবিষয়াণ্যেবৈতানি । বিজ্ঞানং চেতনম্ ;  
অবিজ্ঞানং তদ্রহিতমচেতনং পাদাণাদি । ১২

সত্যঞ্চ ব্যবহারবিষয়ম্, অধিকারিণঃ ; ন পরমার্থসত্যম্ ; একমেব হি পরমার্থ-  
সত্যং ব্রহ্ম । ইহ পুনরাবহারবিষয়মাপেক্ষিকং সত্যম্, মৃগাঃ ক্রিকাত্তনুতাপেক্ষয়া  
উদকাদি সত্যমুচ্যতে । অনৃতং চ তদ্বিপরীতম । কিং পুনঃ ? এতৎ সর্গ-  
মভবৎ, সত্যং পরমার্থসত্যম্, কিং পুনস্তৎ ? ব্রহ্ম “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি  
পর্যুচ্যতে । ১৫

সম্যং সং তাদাদিকং মূর্ত্তামূর্ত্তমজাতং সং কিংদেহঃ সম্পদানিশিষ্টং  
বিকারজাতম্ একমেব সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম অভবৎ, তদ্ব্যতিরেকগোভাবাৎ নামরূপ  
বিকারস্ত, তদ্ব্যং তদ্বৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ । ১৬

অন্তি নাস্তীত্যুপপন্নঃ প্রকৃতঃ, তত্ত প্রতিবচননিষয়ে এতচ্চকম্ “আত্মাকাময়ত  
বহুত্বম্” ইতি । স যথাকামঞ্চ আকাশাদি কার্যং সংতাদাদিলক্ষ্যং, সৃষ্টা, তদমু-  
প্রবিষ্ট, পশুন্ পুণ্যম্মানো বিজ্ঞানন বহুত্ববৎ, তদ্ব্যতিরেকদেহদেহাদিকারিণঃ  
কামাত্তং পরমে বোয়াম্ সদবশুভায়াঃ নিহিতং তৎপ্রত্যয়বতাসং বিশেষেণোপলভা-  
মানমন্তীত্যেবং বিজ্ঞানীয়াদিত্যুক্তং ভবতি । তৎ এতদ্ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ্যোক্তে এষ  
ব্রহ্মকঃ মন্তো ভবতি, যথা পুণ্ডরিকমন্তো প্রকাশকঃ পক্ষ্মপি এবং সর্গোত্তর-  
তমাত্মবিশ্বপ্রকাশকোহপি মন্তঃ কার্য্যাব্যবেগে ভবতি ॥ ১৭ ১৩

ইতি ব্রহ্মানন্দবর্ণনায় যষ্টাধিবাক্যভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

ভ্রাম্মাণ্যুবাদ । [সেই বাক্য] অসংস্কৃত — অসংস্কৃত, সত্য, অনন্ত



মিথ্যা পদার্থ যেমন কোন প্রকার প্রয়োজন-সাধক হয় না, তেমনি সেই লোকও পুরুষের প্রয়োজন-সাধনে সক্ষম হয় না। সেই লোকটী কে? না, যে কোন লোক যদি ব্রহ্মকে অসং—অবিদ্যমান (অস্তিত্বশূন্য) বলিয়া জানে। আর— বাহ্য সর্ববিধ বিকার বা সর্ববিধ ভেদের আশ্রয়ভূত ও লক্ষ্যপ্রকার প্রযুক্তির বীজ- স্বরূপ এবং সর্বপ্রকার বিশেষণবর্জিত, সেই ব্রহ্মকেও যদি ‘অস্তি’ (সং) বলিয়া জানে—। ভাল, আত্মার অন্তিহে আশঙ্কার কারণ কি? আমবা রলি, ব্রহ্মের ব্যবহাণাতীতত্বই কারণ। ‘অস্তি’ প্রায় এট দে, সাধারণতঃ লোকসকল ব্যবহারযোগ্য বাক্যের বিকার। ব্রহ্মকেই ‘অস্তি’ বা সং বলিয়া জানে; তাহা সংস্কারবদ্ধ লোকসমূহ সর্বব্যবহারাতীত ব্রহ্ম বিষয়ে নাস্তিত্ব বুদ্ধিই পোষণ করিয়া থাকে; যেমন ঘটাদি বস্তুসমূহ বতকণ ব্যবহারযোগ্য থাকে, ততকণই ‘সং’ রূপে (বিদ্যমানরূপে) ব্যক্ত হয়, তদ্বিপরীত অবস্থার (ব্যবহারের অব্যোগ্য অবস্থার) অসং বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, এই প্রকার—সেই সামান্যত্বসারে ব্যবহারাতীত ব্রহ্ম সম্বন্ধেও নাস্তিত্বের (অসত্ত্বের) আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত ‘অস্তি ব্রহ্মস্তি চেৎ বেদ’ বলা হইতেছে। ১

ভাল ব্রহ্মের অস্তিত্ববিৎ পুরুষের কি হয়? তদ্বস্তরে বলিতেছেন, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন এই পুরুষকে সং ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান অর্থাৎ পরমার্থ সত্য আত্ম- ভাবাপন্ন বলিয়া ব্রহ্মবিদগণ মনে করেন। সেই ব্রহ্মাস্তিত্ব-বিজ্ঞানেব কলে সে লোক নিজেও ব্রহ্মের জ্ঞান অপর লোকেব বিজ্ঞের হয়। অথবা, যে লোক ব্রহ্ম নাই বলিয়া মনে করে, সে লোক বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাপূর্ণ সমস্ত সংপদেরই নাস্তিত্ব সাধন করে; কারণ, ব্রহ্মাত্মত্ব লাভ করাই বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাস্বক সংপদের মুখ্য প্রয়োজন। অতএব জগতে সেরূপ নাস্তিক লোক অসং অর্থাৎ অসাধু বলিয়া কথিত হয়; এবং তাহার বিপরীত যে লোক ‘ব্রহ্ম অস্তি’ (সং) এইরূপ জানে, প্রকৃতিপক্ষে সে লোক প্রজা- সহকায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থার সং-পথই আশ্রয় করে। সেইহেতু এই প্রকার লোককে সাধুগণ ‘সং’ বলিয়া জানেন। অতএব সমস্তটা বাক্যের তাৎপর্যার্থ এই যে, ব্রহ্মকে ‘অস্তি’ বলিয়াই জানিতে হইবে। ২

ইহাই পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের শরীর—শরীরার্থিত আত্মা। ইহা কে? না, বাহ্য এই আনন্দময়। এই আনন্দময়ের নাস্তিত্ব নাই সত্য; কিন্তু ব্রহ্ম সর্বপ্রকার বিশেষণবর্জিত বিধায় তাহার সম্বন্ধেও নাস্তিত্ব শব্দা মুক্তিযুক্তই

বটে। বেহেতু এইরূপ অবস্থা, সেই হেতু, অনন্তর আচার্য্য-বচন লক্ষ্য করিয়া প্রোতা বা শিষ্যের এই সমুদয় প্রশ্ন হইয়া থাকে। আকাশাদি সর্ববস্তুর কারণবিষয় বিদ্যান্ ও অবিদ্যান্ উভয়ের পক্ষেই ব্রহ্ম সমান; সুতরাং অবিদ্যানের পক্ষেও ব্রহ্ম-প্রাপ্তি [ প্রথম প্রশ্নে ] আশঙ্কিত হইতেছে, কোন অবিদ্যান্ পুরুষও কি মৃত্যুর পর এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়? 'কিংবা প্রাপ্ত হয় না?' এইটী দ্বিতীয় প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে; কেন না, 'অনুপ্রশ্নাঃ' নামে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে; [ প্রশ্নের বহু রক্ষার নিমিত্তই, দুইটী কথার চারিটী প্রশ্ন বুঝিতে হইবে, নচেৎ বহুবচনের সার্থকতা থাকে না। বিদ্যানের সম্বন্ধে অপর দুইটী প্রশ্ন। [ প্রশ্নের কারণ এই যে, ] ব্রহ্ম সাধারণতঃ সর্বকারণ হইয়াও যখন অবিদ্যান্ লোকের অলভ্য, তখন বিদ্যানের পক্ষেও অলভ্য হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় বিদ্যানের সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, 'আহো বিদ্যান্' ইতি। পূর্বোক্ত 'উত' শব্দের 'ত' ও পরবর্তী 'উ' এই দুইটী অক্ষরের যোগে 'উত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া এবং তাহা এখানকার 'আহো' পদের আগে স্থাপন করিয়া 'উতাহো বিদ্যান্' এইরূপ প্রশ্নবাক্য রচনা করিতে হইবে। ৩

কোনও বিদ্যান্—ব্রহ্মবিদ পুরুষও এখান হইতে প্রয়াণ করিয়া (মরিয়া) ঐ লোককে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হয় কি? অর্থাৎ বিদ্যান্ লোক কি ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়? অথবা অবিদ্যানের জ্ঞায় বিদ্যান্ও আত্মালোক প্রাপ্ত হয় না? ইহা অপর একটী (চতুর্থ) প্রশ্ন। অথবা বিদ্যান্ ও অবিদ্যানের সম্বন্ধে কেবল দুইটী মাত্রই প্রশ্ন। উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের কলেই আরও দুইটী প্রশ্ন আসিয়া পড়ে; তদনুসারেও প্রশ্নবাক্যে বহুবচন উপপন্ন হইতে পারে। অস্তিত্ব-প্রাণ এই যে, 'অসৎ ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ ব্রহ্মকে যদি অসৎ বলিয়া জ্ঞান' ও 'অস্তি ব্রহ্ম ইতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন—সৎ, এইরূপ যদি জানে' এই প্রশ্নদ্বয় প্রবণেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়েও সংশয় উপস্থিত হয়; সুতরাং এই একই বাক্যার্থ হইতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন। তাহার পর, ব্রহ্ম যখন পক্ষপাতশূন্য, তখন অবিদ্যান্ লোকও তাহাকে প্রাপ্ত হয়, বা হয় না, এই হইল দ্বিতীয় প্রশ্ন। আর ব্রহ্ম যখন সকলের নিকটই সমান, তখন বোধ হয় অবিদ্যানের জ্ঞায় বিদ্যান্ও ব্রহ্মকে লাভ করে না, এইরূপ আশঙ্কানুসারে তৃতীয়, আব একটী প্রশ্ন হইল বিদ্যান্ পুরুষ ব্রহ্মকে ভোগ করে কিনা? ইতি। ৪

উপরে যে, তিনটী প্রশ্ন প্রদর্শিত হইল, তাহাবই উত্তর-প্রদানার্থ পরবর্তী

এই আরও হইতেছে । এখন প্রথমতঃ 'অস্তিত্ব' কথায় বলা হইতেছে । এই যে, 'আপত্তি করা হইয়াছিল—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যে ব্রহ্মকে যে, 'সত্য' বলা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে উপপন্ন হয়, সে কথা বলিতে হইবে ইত্যাদি । তাহার এইরূপ উত্তর বলা যাইতেছে—'তাহার 'সব' ( অস্তিত্ব ) কখন দ্বারাই সত্যত্বও কথিত হইয়াছে । কেন না, পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'সৎ' বস্তুই প্রকৃত সত্য ; সুতরাং ব্রহ্মের 'সব' নির্ধারণেই সত্যত্বও নির্দিষ্ট হইয়া যায় । ভাল, উক্ত গ্রন্থাংশের ওরূপ অভিপ্রায় বুঝা যায় কিসে ? [ উত্তর, ] ইহা অর্থাভূত লক্ষ্য হইতেই উহা [ বুঝা যায় ] । দেখ, পূর্ববর্তী বাক্যগুলি ঐরূপ অর্থ-বোধনেই তৎপর—'তাহাকেই সত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন' 'এই আকাশ ( ব্রহ্ম ) যদি আনন্দরূপ না হইতেন' ইত্যাদি ।

এখানে প্রথমতঃ ব্রহ্মকে অসৎ ( অসত্য ) বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে । কারণ ? [ কারণ এই যে ] ভাল 'অস্তি' [ সৎ ], তাহাতে নিশ্চয়ই বিশেষভাবে জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে ; যেমন ঘট প্রকৃতি বস্তু । আর বাচ্য নাই—অসৎ, তাহা উপলব্ধিগোচর হয় না ; যেমন শব্দের শূন্য প্রকৃতি । ব্রহ্মও উপলব্ধিগোচর হন না ; উপলব্ধিগোচর হন না বলিয়াই ব্রহ্মও নাই—অসৎ । না, তাচা নহে ; যেহেতু ব্রহ্মই আকাশাদি সর্বভূতের কারণ । [ অসৎ কখনই কারণ হইতে পারে না ; অতএব ] ব্রহ্ম অসৎ নহে । কারণ ? আকাশ প্রকৃতি সমস্ত জগৎপদার্থই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে । বাচ্য হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, অগতঃ তাহা সৎ 'অস্তি' রূপেই ( সংরূপেই ) দৃষ্ট হয় ; যেমন ঘটের কারণ সৃষ্টিকা, এবং অঙ্কুরের কারণ বীজ ; অতএব আকাশাদির কারণত্বনিবন্ধনই ব্রহ্ম 'অস্তি' বা সৎ-পদবাচ্য । অগতঃ অসৎ ( অবিস্তমান ) হইতে উৎপন্ন কোন কার্য দেখিতে পাওয়া যায় না । যদি নাম-রূপস্বরূপ এই জগৎ অসৎ কারণ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাও অসৎ—অবস্তু হইত ; সুতরাং উপলব্ধির বিষয় হইত না ; অথচ জগৎ সকলের নিকটই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে ; অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সৎ । বিশেষতঃ কার্য জগৎ যদি অসৎ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে প্রতীতিকালে উহা অসৎ-সব্দ রূপেই প্রতীত হইত, অথচ সেক্ষেপে ত কখনও প্রতীত হয় না ; অতএব ব্রহ্ম সৎ । বিশেষতঃ 'অসৎ হইতে সত্তার উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে ?' ইত্যাদি অপর প্রতিপত্তি বৃত্তি দ্বারাই অসৎ

হইতে সমুৎপত্তির অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব ব্রহ্ম যে, নিশ্চয়ই সৎ, একথা যুক্তিযুক্ত । ৬

ভাল কথা, সেই ব্রহ্ম যদি যুক্তিকা ও বীজের দ্বারা জগতের কারণ হন, তাহা হইলে তিনি ত অচেতন হইয়া পড়েন ? না, তিনি অচেতন নহেন ; ধোঁহেতু তিনি কামরিতা ( কামনা করেন ) । জগতে কোন অচেতনেই কামনা করিবার ক্রমতা হুঁই হয় না । অথচ ব্রহ্ম যে সর্বজ্ঞ ( চেতন ), সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ; সুতরাং তাঁহার পক্ষেই কামনা করা উপপন্ন হয় । যদি বল, তিনিও যখন কামনা করেন, তখন আমাদের দ্বারা তিনিও অনাপ্তকাম, অর্থাৎ পূর্ণকাম নহেন ; না, সে আপত্তি হইতে পারে না ; কেন না, তিনি স্বতন্ত্র । অভিপ্রায় এই যে, কামাদি দোষরাশি অপর সকলকে বেক্রপ বলাইয়া দিয়া বিভিন্ন কার্যে প্রবর্তিত করে, ব্রহ্মের কামনারাশি সেক্রপ প্রবর্তক হয় না । তবে কিরূপ হয় ? না, সত্য ও জ্ঞানময় কামনা তাঁহার আশ্রয়িত ; সুতরাং বিশুদ্ধ ( নিত্য নির্দোষ ) ; সেই সমুদ্রের দ্বারা ব্রহ্ম কখনও পরিচালিত হন না ; পরন্তু প্রাণিগণের প্রাক্তন কন্দাভুসারে স্বীয় ব্রহ্মই সে সমুদ্রের প্রবর্তনা করিয়া থাকেন । অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব কাম্য বিষয়েই ব্রহ্মের স্বাধীনতা ; কাজেই ব্রহ্মকে অনাপ্তকাম বলা বাইতে পারে না । বিশেষতঃ তাহার কার্যে অপর সাধনের অপেক্ষা না থাকা ও ইহার অপর হেতু ; অর্থাৎ অপর সকলের কামনাসমূহ বেক্রপ স্বতন্ত্র ধর্মবিশেষ এবং পুণ্য পাপাভুসারে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সাধনাস্তর-সাপেক্ষ হইয়া থাকে, ব্রহ্মের কামনা কিছু সেক্রপ নহে । তবে কিপ্রকার ? না ব্রহ্ম হইতে অনন্ত ( অনতিরিক্ত ) ; ‘সঃ অকাময়ত’ বাক্য এই অভিপ্রায়ে ব্যক্ত করিতেছে । ৭

[ ‘সঃ অকাময়ত’ বাক্যের ] ‘সঃ’ অর্থে আত্মা, বাহ্য হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে । তিনি কামনা করিলেন । কি প্রকার ? না, আমি বহু—অনেকপ্রকার হইব । ভাল, কোন একটা বস্তু অপর বস্তুর মধ্যে প্রবেশ না করিলে বহু হইবে কিরূপে ? তদ্বৎভাবে বলিতেছেন জাত হইব—উৎপন্ন হইব । এখানে আত্মার বহু হওয়া অর্থ যে, পুত্রাদি উৎপত্তির দ্বারা অস্ত বস্তু হইয়া যাওয়া, তাহা নহে ; তবে কি ? না, আপনার ভিতরে যে সমস্ত নাম ও রূপ অনতিব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমুদ্র নাম ও রূপসমূহ অতিব্যক্ত করা, অর্থাৎ আত্মাতে স্ফাব্যবস্থায় অবস্থিত নাম রূপাত্মক জগৎকে অতিব্যক্ত করাই তাহার ভবন বা উৎপত্তি । তিনি যে সময় আত্মস্থিত

অনতিব্যক্ত নাম ও রূপরূপিক অতিব্যক্ত করেন, সে সময়ও ব্রহ্মের স্বীয় রূপে পরিত্যক্ত হয় না, এবং ঐ নাম ও রূপ সকল অবস্থায় এবং সকল স্থানে ও সকল সময়েই ব্রহ্মের সহিত অবিযুক্ত থাকিয়াই পশ্চাৎ অতিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই যে, নাম ও রূপরূপের অতিব্যক্তি সার্বীন, ইহাই ব্রহ্মের বহুত্ববন অল্প প্রকার নহে। তাহা না হইলে, আকাশের দ্বার নিরাকার ব্রহ্মের কখনই বহুত্ব বা অল্পত্ব উপলব্ধ হইতে পারে না। নিরাকার আকাশের যে, অল্পত্ব বা বহুত্ব ব্যবহার হয়, তাহা নিশ্চয়ই অপর বস্তুদ্বারা সম্পাদিত হয়; উহা ঐপাখিক (স্বাভাবিক নহে)। অতএব নিরাকার আত্মাও কথিত প্রকারেই নষ্ট হইয়া থাকেন, [ স্বরূপতঃ নহে ]। কেন না, আত্মার অতিরিক্ত অনাস্বকৃত এমন কোনও ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্তমান সূক্ষ্ম বস্তু নাই। বাহ্য তাঁহা হইতে ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন কালে সন্নিহিত বা দূরবর্তীভাবে অবস্থান করে। অতএব জাগতিক নাম ও রূপ (আকৃতি) সকল অবস্থাতেই একমাত্র ব্রহ্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নামরূপাত্মক নহে (১)। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে নাম ও রূপ আচ্ছাদিত করিতে পারে না; এইজন্য তদুত্তরকে একাত্মক বলা হইয়া থাকে। উক্ত নাম ও রূপাত্মক উপাধি দ্বারা ই এক সত্ত্ব জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান প্রভৃতি সৰ্বপ্রকার ব্যবহাবভাগী হইয়া থাকেন। ৮

সেই আত্মা এইরূপ কামনাসম্পন্ন হইয়া তপস্তা করিয়াছিলেন। ‘তপঃ’ শব্দে জ্ঞান অর্থ বুঝাইতেছে, কেন না, সূত্র পঠিতে আছে—‘জ্ঞানটী গাঁওর তপঃ’। বিশেষতঃ তিনি নিজে আপুতান (পূর্ণকাম), সুতরাং তাঁহার পক্ষে অল্পপ্রকার তপস্তা করা সম্ভবও হয় না। ‘তিনি তপঃ অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন’ অর্থ—পরমাত্মা জগৎ-রচনা প্রভৃতি কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। ৯

(১) তাৎপৰ্য—সমুদ্র ও তরঙ্গ ইহার দৃষ্টান্ত। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ফেন ও তরঙ্গ কখনই সমুদ্রের অতিরিক্ত পৃথক বস্তু নহে, পরন্তু ঐ সমুদ্রের বিষয় সমুদ্রেরই অবস্থাবিশেষ মাত্র। অথচ ঐ সমুদ্রের ফেন তরঙ্গ হইতে সমুদ্র হইতে ভিন্ন বা পৃথক বস্তু। কেন না, ফেন তরঙ্গাদি অবস্থাসমুদ্রের যেতপ সমুদ্রের সত্তার উপর নির্ভর করে, সমুদ্র সেতপ কখনই ফেন তরঙ্গাদির সত্তার উপর আত্মনির্ভর করে না। ঠিক এইপ্রকার ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন নামরূপাত্মক জগৎও ব্রহ্মসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মসত্তারই সম্পূর্ণ অধীন; এই কারণে নাম ও রূপ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক বস্তু নহে; কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নাম ও রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আচ্ছাদিত করে না; এইজন্য তিনি নামরূপের অতিরিক্ত স্বরূপ বস্তু।

তিনি এইরূপ আলোচনার পর, প্রাণিগণের প্রাক্তন কন্ধ্যাভাসারে সৰ্ব্বপ্রাণীর সৰ্ব্বাবস্থায় ঘেষ, কাল, নাম ও রূপাদিবিশিষ্টরূপে অমুভূয়মান এই সৰ্ব্বভূত জগৎ সৃষ্টি করিলেন ; অবিশেষে সমস্ত বস্তুই সৃষ্টি করিলেন । তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া কি করিলেন ? হ্যাঁ, বলা হইতেছে - নিজেই সৃষ্ট সেই জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন । ৯

অতঃপর, তিনি যে ক্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত । যিনি সৃষ্টি করিলেন, তিনি কি নিজ রূপেই প্রবেশ করিলেন ? অথবা অন্যরূপে ? ইহার মধ্যে কোন খকটি যুক্তিসঙ্গত ? [ উত্তর — ] এখানে আনন্তর্য্য-বোধক (এক-কর্তৃকতা-বোধক) 'কৃত্বা' প্রত্যয় ( সৃষ্ট্বা ) নির্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি নিজের স্বরূপ রূপে করিয়াই প্রবেশ করিয়াছিলেন । এরূপ অর্থ না করিলে 'কৃত্বা' প্রত্যয়ের অর্থ সঙ্গত হয় না ।

তাল, একথাও ত যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কেন না, ব্রহ্ম যদি ঘটোপাদান মূক্তিকার দ্বারা জগতের উপাদান কারণ হইতেন, তাহা হইলে, কার্য্য বস্তুমাত্রই বখন কারণস্বক ( উপাদান—কারণস্বরূপ ), তখন ত কারণস্বরূপ ব্রহ্মই ফলতঃ কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিতে হইবে । অতএব উৎপত্তিকালে অপ্রবিষ্ট কারণেরই যে, আবার উৎপত্তির পরে কার্য্যে প্রবেশ, তাহাও উপপন্ন হয় না । কেন না, মূক্তিকার ঘটাকারে পরিণাম ব্যতীত ঘটমধ্যে প্রবেশ কোথাও হয় না । যদি বল, মূক্তিকা স্বরূপ চূর্ণরূপে ঘটাত্মস্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ স্রষ্টাও এই আত্মারূপেই নাম রূপময় দৃশ্যমান কার্য্যপ্রপঞ্চে ( বিবের মধ্যে ) প্রবেশ করিয়াছেন । একবার সমর্থক অন্ত প্রতীতিও আছে— যথা—'এই জীবাত্মারূপে [ পঞ্চভূতের মধ্যে ] অপ্রবিষ্ট হইয়া' ইত্যাদি ।

না, একথাও যুক্তিসঙ্গত হয় না ; যেহেতু এক ( অখণ্ড বস্তু ) ; মূক্তিকা নিত এক নহে—অনেকসংখ্যক এবং সাবয়ব ; সুতরাং তাহার পক্ষে চূর্ণাদিরূপে ঘটমধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় ; বিশেষতঃ মূক্তিকচূর্ণের অপ্রবিষ্ট হানও আছে, যেখানে সে প্রবেশ করিবে, কিং আত্মার পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না ; কারণ, আত্মা এক, নিরবয়ব এবং তাহার অপ্রবিষ্ট হানেরও অভাব । অতএব তাহার প্রবেশ কখনও উপপন্ন হয় না । তাল, তাহা হইলে কিপ্রকারে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে ? প্রবেশ হওয়াও আবশ্যক ; কারণ, প্রতীতি বশিতঃ—তিনি সৃষ্টি করিয়া তদ্ব্যপো প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি ।

যদি বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম বস্তু সাবদ্বয়ই হউক । সাবদ্বয় হইলে যথেষ্ট প্রবেশের দ্বার ব্রহ্মেরও জীবরূপে নাম-রূপাত্মক কার্য্যপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তই হইতে পারে । না, যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কারণ, ব্রহ্মশূন্য কোন স্থানই নাই । কেন না, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মের নামরূপের অতিরিক্ত আশ্রয় শূন্য এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে তাহার জীবাত্মরূপে প্রবেশ করা সম্ভব হইতে পারে । কার্য্য জীব যদি কারণেই প্রবেশ করে, তাহা হইলে ত জীব নিশ্চয়ই জীবতাব ত্যাগ করিবে । যেমন ঘট বধন যুক্তিকার প্রবেশ করে, তখন সে নিজের ঘটত্বই পরিত্যাগ করে । অর্থাৎ 'তাহার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন,' এই কৃষ্ণিক্যাত্মস্বারে কারণের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তও হয় না । এই ভয়ে যদি প্রবেশকারীকেও একটা স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার কর, অর্থাৎ জীবাত্মাও যদি জগতের দ্বার একটা স্বতন্ত্র কার্য্য ( উৎপন্ন ) পদার্থ হয়, এবং সেই জীবরূপ কার্য্য পদার্থই নাম-রূপাকারে পরিণত জগৎরূপে অপর কার্য্য-বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহাই যদি উক্ত 'তুদেবামুপ্রাবিশৎ' শ্রুতির অর্থ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহাও পার না, কারণ, তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হয় । কেন না, একটা ঘট কখনও অপর ঘটের মধ্যে প্রবেশ করে না । অভিপ্রায় এই যে, দুইটা ঘটই যুক্তিকা হইতে উৎপন্ন কার্য্যবস্তু ; উহাদের মধ্যে একটীর যেমন অপরটিতে প্রবেশ করা অসম্ভব, কার্য্যরূপে স্বীকৃত জীবের পক্ষেও তেমনই জগৎ-কাগো প্রবেশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ এ পক্ষে ব্যতিরিক্ততা-বোধক শ্রুতি বিরোধও উপস্থিত হয় । যে সনাত্ত শ্রুতিতে নামরূপাত্মক জগৎ হইতে জীবের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেও সুসুদূর শ্রুতি বিরুদ্ধ হইতে পারে, এবং জীবের জগৎ-প্রবেশ স্বীকার করিলে যুক্তি-লাভেরও সম্ভব থাকে না । কারণ, বাহ্য হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তৎপ্রাপ্তি কখনও যুক্তিসঙ্গত যুক্তি হয় না । বহুদ্বৈত তত্ত্বাদির পক্ষে শৃঙ্খলপ্রাপ্তি কখনই যুক্তি হইতে পারে না । ১০

যদি বল, একই ব্রহ্ম বাহ্য ও অভ্যন্তরভাবে পরিণত হইয়াছেন, অর্থাৎ সেই কারণবস্তু ব্রহ্মই পরোপপ্রভৃতি আধার বা আশ্রয়রূপে এবং তদন্তর্ভুক্ত আধার ( আশ্রিত ) জীবাত্মারূপেও পরিণত হইয়াছেন । না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, বাহ্য অনাস্র-পদার্থের পক্ষেই সেরূপ প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে । কেন না, যে বাহ্যর অভ্যন্তরেই আছে, তাহাকেই আধার 'তন্মধ্যে প্রবেশ করিল' বলা যায় হইতে পারে না ।

বাহিরে স্থিত বস্তুরই প্রবেশ হইতে পারে ; কারণ, ব্যবহারক্ষেত্রে প্রবেশ-শব্দের ঐরূপ অর্থই দৃষ্ট হয় ; যেমন 'গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল' ইত্যাদি। যদি বল, তলে যেমন সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব-পাত হয়, তেমনি প্রবেশ ত হইতে পারে। না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন ( সৰ্বব্যাপী ) ও অমূর্ত ( নিরবয়ব )। পরিচ্ছিন্ন ও মূর্তস্বরূপ ভিন্ন পদার্থেরই তদ্বিন্ন স্বচ্ছ-স্বভাব জলাদি পদার্থ মধ্যে সূর্য্যকাদিরূপ প্রতিবিম্বোদয় সম্ভবপর হয়, কিন্তু আত্মার সেরূপ প্রতিবিম্বপাত হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা অমূর্তপদার্থ, এবং আকাশাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া সৰ্বব্যাপীও বটে। বিশেষতঃ তাঁহা হইতে বাণচিত্ত প্রদেয় ও প্রতিবিম্বাদান অপর পদ না থাকায় প্রতিবিম্বব-  
চায় প্রবেশ করা যুক্তিসম্মতও নহে। ১১

ভাল কথা, তাহা হইলে প্রবেশই নাই, এরূপ স্বীকার করা ব্যতীত "ওদেবাত্মপ্রাণিষৎ" ক্রটির অস্ত কোন পথত দেখা যায় না। ক্রটিই আমাদের ইন্দ্রিয়াভীত বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায় ; জ্ঞান উক্ত প্রবেশবোধক বাক্য হইতে চোঁটা করিয়াও কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। ভাল, এটী ক্রটি যখন কোন সঙ্গতার্থই বুঝাইতেছে না, তখন অনর্থকস্ববিধায় 'তৎ সৃষ্টা ওদেবাত্মপ্রাণিষৎ' এই ক্রটি পরিত্যাগ করাই ভাল। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; যেহেতু ঐ বাক্যের অর্থই অস্তপ্রকার। অস্থানে এরূপ চোঁটাব আবশ্যক কি ? উক্ত বাক্যের বিবক্ষিত ( তাৎপর্য্যের বিষয়ভূত ) অস্তপ্রকার অর্থ আছে ; সেই অর্থই এখানে স্বরণ করিতে হইবে—'একবিদ্ ব্যক্তি পরমাত্মাকে স্রোতঃ হন' 'এক সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' 'শুধানিহিত এককে যিনি জ্ঞানেন' ইত্যাদি। ইহা ব্রহ্মেরই প্রকরণ, এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানই ক্রটির অভিপ্রেত। সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপাবগতির উদ্দেশ্যে এখানে আকাশ হইতে অন্নময় পর্য্যন্ত কার্ণ্যপ্রপঞ্চ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মভূত্বের কথাও সুস্পষ্ট হইয়াছে। এখানে অন্নময় আত্মারও অম্বরূপ অস্ত আত্মা প্রাণময়, তাহারও অম্বরূপ আত্মা বিজ্ঞানময়, ইত্যাদিরূপে আত্মাকে বিজ্ঞান-শুভাতে প্রবেশ করান হইয়াছে। সেই স্থানে 'আনন্দময়' শব্দে পূর্বাঙ্গেকা বিশিষ্ট আত্মা বর্ণিত হইয়াছে। অভাব সাধারণতঃ যে সমস্ত কারণে আনন্দের উৎকর্ষ অল্পমিত হয়, সেই সমস্ত কারণ দর্শনে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই পরিবর্তমান আনন্দের অবসানস্থান হইতেছে আত্মা। 'একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠা' এই ক্রটি-কণিত সর্বপ্রকার বিকল্পের আশ্রয়ভূমি আত্মাকে নির্দেশ



নিরীশেষরূপে এই শুভামখোট উপলব্ধি কবিত্তে হইবে, এই গুঢ় উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের জন্যই আশ্চার্য শুভামখোট সন্নিবেশ করনা করা হইয়াছে । ১২

জগৎ-শুভার অন্তর্জ ব্রহ্মের উপলব্ধি বা অগুপ্তব হয় না বা হইতে পারে না ; কেন না, ব্রহ্ম স্বরূপতাই নির্কিংশেব ( সর্বপ্রকার বিশেষণ-বর্জিত ), সবিশেষ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হইলেই নির্কিংশেব পদার্থেরও উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন, চন্দ্র ও সূর্যের সহিত সংবন্ধবশতঃ অদৃশ্য রাহুর দর্শন হয় ; অন্তঃপ্রবেশ বিশেষণ-সংবন্ধই নির্কিংশেব পদার্থের অগুপ্তত্বের কারণ । এই প্রকার অন্তঃকরণরূপ শুভার সহিত আশ্চার্য যে সম্বন্ধ, তাহাই ব্রহ্মোপলব্ধির নিদান ; কাজে, ব্রহ্ম তখন অন্তঃকরণের সন্নিবিষ্ট থাকিয়া প্রকাশ সম্পাদন করেন । যেমন আলোকসংযুক্ত ঘটাদি দৃশ্য পদার্থের উপলব্ধি হয়, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিরূপ আলোক-সংযোগে আশ্চার্যও উপলব্ধি হইতে পারে । অন্তঃপ্রবেশ ব্রহ্মোপলব্ধির হেতুভূত বুদ্ধিশুভার যে, ব্রহ্ম নিহিত আছেন, ইহাই এখানে প্রকৃত বা প্রত্যাবিত ( অপ্রকৃত বা প্রাসঙ্গিক কথা নহে ) । সেট প্রত্যাবিত বিষয়েরই বুলি বা ব্যাখ্যাভাবনীর এই প্রতিভাতে পুনর্বার 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তদ্ব্যবধি প্রবেশ করিলেন' এই কথা অভিহিত হইয়াছে । আকাশাদির কারণীভূত ব্রহ্ম এতরূপে আকাশাদি কার্য সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিরূপ শুভার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই, যেন সেখানে দ্রষ্টা প্রোক্তা মজ্জা ও বিজ্ঞাতা, এই প্রকার সবিশেষভাবে প্রত্যাবিতগোচর হইয়া থাকেন । ইহাট ব্রহ্মের প্রবেশ ; [ কিন্তু মানুষ যেমন গৃহে প্রবেশ করে, তেমন প্রবেশ নহে । ] অন্তঃপ্রবেশ নিশ্চয়ই কাবণস্বরূপ সেট ব্রহ্ম আছেন ; আছেন বলিয়াই তাঁহাকে 'অস্তি' ( ১২ ) বলিয়াই অগুপ্তব কবিত্তে হইবে ( অসংরূপে নহে ) । ১৩

তাল, তিনি কার্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া কি [ করিলেন ] ? তিনি সংসৃষ্টিবিশিষ্ট ও তাত্ অমূর্ত হইলেন । মূর্ত ও অমূর্ত উভয়ই আশ্চার্য মধ্যে পিতৃমান ছিল, কেবল নাম ও রূপ অভিযুক্ত ছিল না ; এগন অন্তঃপ্রবিষ্ট আশ্চার্য সেই মূর্তামূর্তশব্দবাচ্য দ্বিবিধ পদার্থেরই নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন মাত্র । সেট নাম-রূপাভিব্যক্ত মূর্ত ও অমূর্ত পদার্থগুলি কল্পিনকালে বা কোন স্থানেও আশ্চার্য সহিত বিযুক্ত নহে ; এই অভিপ্রায়েই 'আশ্চার্য মূর্ত ও অমূর্ত হইলেন' বলা হইতেছে । অপিচ, তিনি নিরূক্ত ও অনিরূক্ত [ হইলেন ] । নিরূক্ত অর্থ—বাহ্যকে সম্ভাব্য ও বিজ্ঞাতীর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া বিশেষ বিশেষ দেশকালাদিবিশিষ্টরূপে 'ইদং তৎ' ( ইহা সেই বস্তু ) বলিয়া

নির্দেশ করা গিয়াছে, তাহা ; আর অনিরুক্ত অর্থ—নিরুক্তের বিপরীত, (যাহাকে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া নির্দেশ কবিতোঁ পারা যায় নাই, তঁহা) । এই 'নিরুক্ত' ও 'অনিরুক্ত' পদ দুইটাও পূর্বোক্ত মূর্ত ও অমূর্তের বিশেষণ । 'সৎ' ও 'ত্যৎ' পদের অর্থ যেকল্প ২ত্যক ও পরোক ; 'নিগয়ন' ও 'অনিগয়ন' পদের অর্থও সেইরূপই । নিগয়ন অর্থ—নৌড় (পাখীর বাসা) অর্থাৎ আশ্রয়স্থান, তাহা মূর্তপদার্থেরই ধর্ম ; আর অনিগয়ন অর্থ—নিগয়নের বিপরীত (অনাশ্রয়স্থ, তাহাও অমূর্ত পদার্থেরই ধর্ম বা স্বভাব । 'ত্যৎ' 'অনিরুক্ত' ও 'অনিগয়ন' এই তিনটা অমূর্তপদার্থের ধর্ম হইলেও, [কুথিতে হইবে] ব্যাকৃতবিষয়কই অর্থাৎ নামরূপাতিব্যাকৃত অবস্থারই ধর্ম ; কেন না, উক্ত ধর্মগুলি দৃষ্টির পরবর্তী ধর্মরূপে উক্ত হইয়াছে । 'ত্যৎ' পদের অর্থ প্রাণ প্রভৃতি ; তাহাই আবার অনিরুক্ত ও অনিগয়ন । অতএব উক্ত বিশেষণসমূহ ব্যাকৃত অমূর্ত-সম্বন্ধেই অভিহিত । 'বিজ্ঞান' অর্থ—চেতন ; 'অবিজ্ঞান' অর্থ—তদ্বিপরীত অচেতন পাষণ প্রভৃতি । ১৪

'সত্য' অর্থ—এখানে ব্যবহারিক সত্য ; কেন না, এখানে তাহারই প্রস্তাব চলিতেছে, অতএব উহা পরমার্থ সত্য নহে ; কারণ, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য, (তত্ত্বের সমস্তই ব্যবহারিক সত্য) । এখানেও সেই ব্যবহারিক সত্য ; তথা আপেক্ষিক সত্যমাত্র, যেমন মৃগভুজার অসত্য জলের তুলনার ব্যবহারিক জলকে সত্য বলা হইয়া থাকে (ইহাও ঠিক সেই মত) । 'অনৃত' অর্থ—উক্তপ্রকার সত্যের বিপরীত । আর কি ? না, সেই পরমার্থ সত্যই এই সমুদয় হইয়াছিলেন । সেই পরমার্থ সত্য বস্তুটা কে ? না, ব্রহ্ম ; কারণ, 'সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম' বাক্যে তিনিই প্রস্তুত বা নির্দিষ্ট হইয়াছেন । ১৫

যেহেতু সংপদবাচ্য একমাত্র ব্রহ্মই মূর্ত ও অমূর্তধর্ম 'সৎ ত্যৎ' প্রভৃতি নিখিল বিকারাত্মক বস্তুরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন ; এবং যেহেতু নামরূপাত্মক বিকারময় বস্তুসমূহের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অস্তিত্বই নাই ; সেই হেতু ব্রহ্মবিদগণ ব্রহ্মকেই 'সত্য' (পরমার্থ সত্য) বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । ১৬

'ব্রহ্ম সৎ, কি অসৎ' এই বিষয়ে প্রথমতঃ প্রশ্ন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে 'আত্মা কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' ইতি । তিনি নিজের কামনানুসারে 'সৎ ত্যৎ' স্বরূপ (মূর্তামূর্তম) আকাশাদি কার্যপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া ওদ্বয়ে প্রবেশ করত দর্শনাদি ক্রিয়াযোগে জ্ঞান, শ্রোতা, মননকর্তা ও বিজাতা হইয়াছিলেন । সেই কারণেই অর্থাৎ এই প্রকার

বিশ্বস্থিতি কার্যাদি দর্শনেই বুঝিতে হইবে যে, আকাশাদির কারণীকৃত ও কার্যাপ্রাপ্তকে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম পরম বোমণদবাচ্য জ্ঞান-সুতার মিহিত আছেন ; এবং তদ্বিবরক বিশিষ্ট চিত্তার কলে তিনি অমৃততও হন ; অতএব তাঁহাকে 'অন্তি' (সং-সত্য) বলিয়াই জানিবে । এই ব্রাহ্মণ ভাগে যে বিবর কথিত হইল, তদ্বিবরে এই একটি শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে । বস্তুতঃ হইবে যে, পূর্বোক্ত অন্নময়াদি পক্ষকোণের আত্ম-প্রকাশক যেমন মন্ত্র আছে, তেমনি সর্গান্তরতম অর্থাৎ অন্নময়াদি পক্ষকোষাপেক্ষাও অন্তর আত্মার অস্তিত্ব-প্রকাশক মন্ত্রও নিশ্চয়ই আছে ; কার্যদর্শনে তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয় । (১) ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর বঠাধ্ববাকের ভাবানুবাদ ॥ ৬ ॥

### সপ্তমোহনুবাচকঃ ।

অসম্য ইদমগ্র আসীৎ । ততো বৈ সদজায়ত । তদা-  
জ্ঞানং স্বপ্নমকুরুত । তস্মাতঃ স্মৃতমুচাত ইতি ।

যথৈ তৎ স্মৃতম্ । রমো বৈ সঃ । রসম্ভোহেবাং লক্শ-  
নন্দী ভবতি । কো হেবাচ্চাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ । যদেব আকাশ-  
আনন্দো ন স্মাৎ । এষ হেবানন্দয়াতি । যদা হেতৈব এতস্মিন্ন-  
দৃশ্যেহনাশ্চোহনিকৃত্তেহনিলয়নেহভয়াং প্রতিষ্ঠাং বিদ্বতে ।  
অথ সোহভয়াং গতো ভবতি । যদা হেতৈব এতস্মিন্নদ্রবমন্তর-  
কুরুতে । অথ তস্মা ভয়াং ভবতি । তদেব ভয়াং বিদ্বসোহ-  
ময়ানস্ম । তদপোষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৩৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমোহনুবাচকঃ ॥ ৭ ॥

(১) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ তুল্যার্থক । বেদের ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যার ভিত্তি আরও ; সুতরাং ব্রাহ্মণে বাহ্য আছে, মন্ত্রও তাহা থাকি আবশ্যক । এই ভিত্তি ব্রাহ্মণভাগে কোন বিবর বর্ণিত থাকিলেও যদি তদনুসরণ কোন মন্ত্র পাওয়া না যায়, তবে সেই ব্রাহ্মণানুযায়ী মন্ত্রের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইতে হয় । বলা বাহুল্য যে, এই তৈত্তিরীর উপনিষৎ তৈত্তিরীর শাখীর ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত ; সুতরাং এতদনুযায়ী মন্ত্র থাকার কথা বলা অসঙ্গত হয় নাই ।

সনন্দার্থঃ—ইহং (প্রত্যক্ষগোচরঃ জগৎ) অগ্রে (স্থিতিঃ পূর্বে),  
 অসৎ (অনভিব্যক্ত নামরূপতরা অবিস্তমানকরম্ ব্রহ্মবাক্যম্) আসীৎ  
 ততঃ (অনন্তঃ) বৈ (এব) সৎ (প্রবিত্তনামরূপাদ্বকং ব্যাকৃতং) অজায়ত  
 (উৎপন্নম্) । তৎ (ব্রহ্ম) স্বয়ং আত্মানং অকৃতং (আত্মানমেব সর্জনং  
 কৃতবৎ) ; তন্নাৎ [হেতোঃ] তৎ (ব্রহ্ম) স্কৃতম্ (সৃষ্ট কৃতম্) উচ্যতে  
 [স্বাভিঃ] ইতি । যৎ তৎ স্কৃতং, সঃ (তৎ স্কৃতং) বৈ (এব) রসঃ  
 (তৃপ্তিহেতুঃ আনন্দরূপঃ) । অরং (জীবঃ) হি রসং এব লব্ধা (প্রাপ্য)  
 আনন্দী (স্থখী) ভবতি । আকাশে (শুভ্রাঃপেঃ জদরাকাশে নিহিতঃ) এব  
 (আত্মা) যদি আনন্দঃ (তৃপ্তিহেতুঃ) ন ত্যাং (নৈব তবৎ), [তদা] কঃ  
 হি এব অজ্ঞাৎ (অপানবাযুঃষ্ঠাৎ কুর্যাৎ), কঃ হি এব প্রাপ্যাত্ (প্রাপ্যেষ্ঠাৎ  
 বা কুর্যাৎ), [ন কোহীতি ভাবঃ] । হি (যস্মাৎ, এবঃ (শুভ্রাহিত আত্মা)  
 এব আনন্দয়াতি (আনন্দয়তি জগজ্জীবান্ সুখয়তীত্যর্থঃ) । এবঃ (জীবঃ)  
 এব হি যদা (যস্মিন্ কালে) অদৃষ্টে (দর্শনাভীতে) অনাস্ত্যে (অশরীরে)  
 [অতএব] অনিরুক্তে (অনির্কটনীরে) অনিলয়নে (নিরাধারে সর্বপ্রকার-  
 বিকার-ধর্ম্মরহিতে) এতস্মিন্ (আত্মনি) অতয়ং (সংসারভররহিতং যদা  
 ত্যাং, তদা) প্রতিষ্ঠাৎ (আত্মত্বেনে নৃতিং) বিন্দতে (লভতে), অথ  
 (অনন্তরং) সঃ (আত্মপ্রতিষ্ঠো জনঃ) অতয়ং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ভবতি (তদা  
 তয়হেতোরজ্ঞানস্ত নিবৃত্তেঃ) । [পক্ষান্তরে] এবঃ (জীবঃ) এব যদা এতস্মিন্  
 (আত্মনি) অরং (অরং) উৎ (অপি) অন্তরং (হিঃ ভেদদর্শনং) কুরুতে,  
 অথ (তত্ত্বদর্শনানন্তরং) তত্ত (ভেদদর্শিনঃ) অময়ানস্ত (অবিবেকিনঃ)  
 বিহ্বঃ (আত্মভেদং বিজ্ঞানতঃ) তৎ (ব্রহ্ম এব তু (পুনঃ) ভবঃ (ভরকারণং  
 ভবতি । তৎ (তস্মিন্ বিষয়েহপি) এবঃ শ্লোকঃ (ময়ঃ) ভবতি ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

সুলাম্বাদ।—এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে অসৎ—অনভিব্যক্ত  
 নামরূপ ব্রহ্মস্বরূপে ছিল। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে এই  
 সৎ নামরূপাভিব্যক্ত জগৎ অভিব্যক্ত হইল; তিনি নিজেই নিজকে  
 এইপ্রকার করিলেন। [যেহেতু তিনি নিজকে এইরূপ  
 করিয়াছিলেন,] সেই হেতু তিনি 'স্কৃত' নামে অভিহিত হন।  
 যিনি সেই স্কৃত, তিনিই রসস্বরূপ অর্থাৎ তৃপ্তিকর আনন্দস্বরূপ।  
 জীব এই রস লাভ করিয়াই আনন্দী (স্থখী) হইয়া থাকে।

জ্ঞদ্ব্যাকাশে নিহিত এই আত্মা যদি আনন্দরূপ না হইত, তাহা হইলে কোন লোক অপান ক্রিয়া করিত ? কোন লোকই বা প্রাণচেষ্টা করিত ? অর্থাৎ তাহা হইলে কেহই প্রাণাপান-ব্যাপার করিত না । এই জীব যখন দর্শনের অবিষয় অশরীর অনিরুক্ত ( অনির্বাচ্য ) ও অনিলয়ন বা অনাধার এই ব্রহ্মেতে নির্ভয়ে স্থিতি লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করে, তখন অভয় ( সর্ব ভয়ের নিবৃত্তি ) প্রাপ্ত হয় ; আর জীব যখন উক্তপ্রকার ব্রহ্মেতে অল্পমাত্রাও ভেদদর্শন করে, তখন তাহার ভয় হয় । আত্মভেদদর্শী প্রাকৃত বিদ্বানের নিকট সেই অভয় ব্রহ্মই ভয়ঙ্কর হইয়া থাকেন । উপনিষৎকথিত এই বিষয়ে এই শ্লোকও ( মন্ত্রও ) অর্থে ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবদ্বী সপ্তমাস্ত্রবাদ-ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শ্রীশঙ্করাভাষ্যম্ ।—অস্যা ইদমগ্র আসীৎ । অসদিতি ব্যাকৃতনামরূপ-  
বিশেষাবগরৌতরূপম্ অব্যাকৃতং ব্রহ্মোচ্যতে ; ন পুনরভ্যুপমেয়াসৎ । ন হসত্তঃ  
সম্ভবান্তি । ইদমিতি নামরূপবিশেষব্যাকৃতং জগৎ ; অগ্রে পূর্বে প্রাপ্তংপত্তেঃ,  
এক এবাশঙ্কলবাচ্যমাসীৎ । ততঃ অসত্তঃ বৈ সৎ প্রবিভক্তনামরূপবিশেষম্ অজারত  
উৎপন্নম্ । কিং ততঃ প্রবিভক্তং কার্যমিতি — পিতৃরিব পুত্রঃ ? নেত্যাহ । ৩৭  
অশঙ্কলবাচ্যং স্বরূপেব আত্মানমেব অকুরুত কৃতবৎ । বস্মাদেবম্, তস্মাৎ তৎ  
একৈব সূত্রতঃ স্বয়ং কৰ্ত্তৃ উচ্যতে । স্বয়ং কৰ্ত্তৃ ব্রহ্মেতি অসিদ্ধং লোকে,  
সৰ্বকারণত্বাৎ । যস্মাৎ স্বয়মকরোঃ সৰ্বং সমাধায়না, তস্মাৎ পুণ্যরূপেণাপি  
তমেব ব্রহ্ম কারণং সূত্রতমুচ্যতে । সৰ্বথাপি তু কলসম্বন্ধাদিকারণং সূত্রত-  
শঙ্কলবাচ্যং অসিদ্ধং লোকে । যদি পুণ্যং যদি বাস্তবং, সা অসিদ্ধিনিত্যে চেষ্টন-  
কারণে সত্যপপত্তে । তস্মাদসিদ্ধ ব্রহ্ম সূত্রতমসিদ্ধোক্তির্ভিত্তিঃ । ১২

ইতচ্চান্তি । কৃতঃ ? রসত্বাৎ । কৃতো বসন্তপ্রসিক্তিব্রহ্মণঃ ? ইত্যতঃ আঃ — বসৈ  
তৎ সূত্রতং, রসো বৈ সঃ । রসো নাম তৃপ্তিহেতুরানন্দকরো নমুরান্নাদিঃ অসিদ্ধো  
লোকে । রসমেব হি খবরং লজ্জা প্রাপ্য আনন্দো মুখো ভবতি । নাসত আনন্দ-  
হেতুত্বং দৃষ্টং লোকে । বাহ্যানন্দসাধনরহিতা অপি অনাগা নিরেষণা ব্রাহ্মণা  
বাহ্যরসলাভাদিহ সানন্দা দৃষ্টন্তে বিদ্বাংসঃ, নূনং বস্তুকৈব নসন্তোদয়ম্ । তস্মাদসিদ্ধ  
তৎ তেষামানন্দকারণং বসন্তং বন্ধ ৷ ১২

ইতচ্ছান্তি ; কৃতঃ ? প্রাণনাদিক্রিয়াদর্শনাৎ । অয়মপি হি পিণ্ডো জীবন্তঃ  
প্রাণেন প্রাণিতি অপানেনোপানিতি । এবং বায়বীয়া ঐন্দ্রিয়কাঞ্চ চেষ্টাঃ সংহতৈঃ  
কার্য্যকরণৈর্নির্ভর্য্যমানা দৃশ্যন্তে । তচ্চৈকার্য্যবৃত্তিষ্মেন সংহননং নাস্তরেষ  
চেতনমসংহতং সম্ভবতি, অন্ত্রাদর্শনাৎ । তদাহ যদ্ যদি এষঃ আকাশে পরমে  
গোয়ি গুহায়াং নিহিত আনন্দো ন জ্ঞাতং ন ভবেৎ, কো হেব লোকে অন্ত্রাদপান-  
চেষ্টাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ । কঃ প্রাণ্যং প্রাণনং বা কুর্য্যৎ ; তন্মাদন্তি তদ্বন্ধ,  
যদর্থাঃ কার্য্যকরণপ্রাণনাদিচেষ্টাঃ, তৎকৃত এব চ আনন্দো লোকত । কৃতঃ ?  
এব হেব পর আত্মা আনন্দয়াতি আনন্দয়তি সুখয়তি লোকং ধর্ম্মামুরূপম্ । স  
এবাঙ্গানন্দরূপোহবিশ্ভয়া পরিচ্ছিন্নো বিভাব্যতে প্রাণিভিরিত্যর্থঃ ৩

ভরাত্তরহেতুত্বাচ্ছিবদবিভবোরন্তি তদ্বন্ধ । সদ্ব্যবাপ্ররণেন হৃতং ভবতি ;  
নাসদ্ব্যবাপ্ররণেন তরনিত্তিকপপম্ভতে । কথমত্তরহেতুত্বমিতি ? উচ্যতে—যদ  
হেব বস্মাদেব সাধক এতস্মিন ব্রহ্মণি—কিংবিশিষ্টে ? অদৃশ্যে দৃশ্যং নাম দ্রষ্টব্যং  
বিকারঃ, দর্শনার্থত্বাচ্ছিবিকারত ; ন দৃশ্যম্ অদৃশ্যং অবিকার ইত্যর্থঃ । এতস্মিন্নদৃশ্যে  
অবিকারেহবিবরভূতে, অনাঙ্ঘ্যে অশরীরে ; বস্মাদদৃশ্যম্, উস্মাদনাঙ্ঘ্যং,  
বস্মাদনাঙ্ঘ্যং, তস্মাদনিক্কতম্ ; বিশেষো হি নিক্কচ্যতে ; বিশেষচ্চ বিকারঃ ;  
অবিকারঞ্চ এক, সর্ববিকারহেতুত্বাৎ ; তস্মাদনিক্কতম্ । যত এবং, তস্মাদনিলয়নং  
নিলয়নং নৌড় আশ্রয়ঃ, ন নিলয়নম্ অশিলয়নম্ অনাধারং, তস্মিন্নেতস্মিন্নদৃশ্যে  
হনাঙ্ঘ্যেহনিক্কক্কেহনিলয়নে সর্বকার্য্যধর্ম্মবিলক্ষণে ব্রহ্মণীতি বাক্যার্থঃ । অভরমিতি  
ক্রিয়াবিশেষণম্ । অভয়ামিতি বা লিঙ্গান্তরং পরিণম্যতে । প্রতিষ্ঠাং হিতিমাঙ্ঘ-  
তাবং বিলম্বতে লভতে । ৪

অথ তদা স তস্মিন্ নানাশ্রুত ভরহেতোরবিভাকৃতত্বাদর্শনাদভরং গতো  
ভবতি । স্বরূপপ্রতিষ্ঠো হসৌ বদা ভবতি, তদা নাস্তং পশ্চতি নাস্তচ্ছৃণোতি  
নাস্তদ্বিজানতি । অন্ত্রত হৃততো ভরং ভবতি, নাস্তত এবাঙ্ঘ্যনো ভরং বৃত্তম্ ;  
উস্মাদাষ্টেবাবাঙ্ঘ্যনোহভয়কারণম্ । সর্বতো হি নির্ভয়া ব্রাহ্মণা দৃশ্যন্তে সংহ-  
তরহেতুহু ; তচ্ছাদৃশ্যম্ অসতি ভরত্বাণে ব্রহ্মণি । তস্মাৎ ভেদামভরদর্শনাদন্তি  
তদভরকারণং ব্রহ্মেতি । ৫

কদা অসৌ অন্ত্রয়ং গতো ভবতি সাধকঃ ? বদা নাস্তং পশ্চতি, আঙ্ঘ্যনি চ  
অন্ত্রয়ং ভেদং ন কুরুতে, তদা অভরং গতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ । বদা  
পুনরবিভাবহায়াং, হি বস্মাৎ এবঃ অবিত্তবান্ অবিশ্ভয়া প্রত্যাপহাপিতং  
এব ঐমিবিক-হিতায় চক্রবৎ পশ্চতি আঙ্ঘ্যনি চেতস্মিন একপি, উত অপি,

অয়ং অন্নমপি, অন্তরং হিরণ্যং ভেদদর্শনং কুরুতে ; ভেদদর্শনমেব হি ভয়কারণম্ ;  
অন্নমপি ভেদং পশ্যতীত্যর্থঃ । অথ তস্যাং ভেদদর্শনাচ্ছেতোঃ তত্ত্ব ভেদদর্শিনঃ,  
আত্মনো ভয়ং ভবতি । তস্মাদাত্মৈবাত্মনো ভয়কারণমবিদ্যম্ । তদেতদাহ—  
তদ্ ব্রহ্ম যেষ ভয়ং ভেদদর্শিনো বিদ্যম্ : - ঈশ্বরোহস্তঃ মস্তা, অহমস্তঃ সংসারীত্যেবং  
বিদ্যম্ : ভেদদৃষ্টমীশ্বরাত্ম্যং তদেব ব্রহ্ম অন্নমপি অন্তরং কুরুতঃ ভয়ং ভবতি  
একত্বেনামদ্বয়ম্ । তস্মাদ্বিদ্বানপ্যবিদ্বানবাসো, যোহয়ম্ একমভিন্নমাত্মত্বক  
ন পশ্যতি ৷

উচ্ছেদ-হেতুদর্শনাকি উচ্ছেদ্যুভিতমতত্ত্ব ভয়ং ভবতি ; অহুচ্ছেদ্যো হি উচ্ছেদ-  
হেতুঃ ; তত্র অসত্যুচ্ছেদহেতৌ উচ্ছেদে ন তদর্শনকার্য্যং ভয়ং যুক্তম্ । সর্বং চ  
জগদ্বয়বৎ দৃশ্যতে । তস্যাং জগতো ভয়দর্শনাদ্ গম্যতে—নুনং তদন্তি ভয়-  
কারণমুচ্ছেদহেতুরহুচ্ছেদাত্মকম্, যতো জগদ্বিত্ততীতি । তদমেতদ্বিন্নপ্যর্থ  
এব শ্লোকঃ ভবতি ৷১১৩৪৷

● ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমাহুণ্যাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ । ‘অসং বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ’ ইতি । এখানে ‘অসং’  
পদে বিশেষ বিশেষরূপে নামরূপাতিব্যক্ত বস্তুর বিপরীত-তাবাপন্ন ব্রহ্মকে বুঝাই-  
তেছে, কিন্তু অত্যন্ত অসং অস্তিত্ববিহীন অর্থ বুঝাইতেছে না । কারণ, অসং  
হইতে সতের জন্ম কোথাও প্রসিদ্ধ নাই । ‘ইদম্’ পদের অর্থ—বিশেষ বিশেষ নাম-  
রূপাতিব্যক্ত স্থল জগৎ । অগ্রে - সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মই অসং-পদবাচ্য ছিলেন । সেই  
অসং-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই এই ব্যক্ত নাম-রূপবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ।  
ভাল কথা, পুত্র বৈরূপ পিতা হইতে পৃথক্, সেইরূপ ব্রহ্মও কি স্বকৃত কার্য্যপ্রপক  
হইতে, পৃথক্ ? তদন্তরে বলিতেছেন—না, পৃথক্ নহে ; সেই অসং-পদবাচ্য ব্রহ্ম  
নিজেই নিজকে ( ব্যাকৃত ) করিয়াছিলেন । যেহেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত, সেই হেতু  
সেই ব্রহ্ম ‘স্বকৃত’ স্বয়ং কর্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । অথবা, যেহেতু  
তিনি নিজেই সর্বপ্রকারে সকল বস্তু নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু পুণ্যরূপেও  
তিনি কারণ ; [ পুণ্যের নাম স্বকৃত ; ] সেই কারণে তাঁহাকে স্বকৃত বলা হইয়া  
থাকে । উভয় প্রকারেই ফলোৎপাদক কৰ্ম্মরাসিই ‘স্বকৃত’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ।  
‘স্বকৃত’ পদের অর্থ পুণ্যই হউক, আর তত্ত্বই হউক, চৈতন কারণের পক্ষেই  
উক্তপ্রকার প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে । অতএব ঐরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি তেহুই  
বাক্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে । ১

এই কারণেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কোন কারণে? যেহেতু তিনি রস স্বরূপ। ব্রহ্মের রসরূপই প্রসিদ্ধির কারণ কি? তদ্বস্তুরে বলিতেছেন—বাহ্য স্বরূপ, তাহাই রসস্বরূপ। তৃপ্তিকর আনন্দবর্জক মধুর অন্ন প্রভৃতি পদার্থই ভগতে রস নামে প্রসিদ্ধ। এই জীবগণ উক্ত রস লাভ করিয়াই (প্রাপ্ত হইয়াই) আনন্দী (সুখী) হইয়া থাকে। ভগতে অসং পদার্থের আনন্দপ্রদান-ক্ষমতা কোথাও দেখা যায় না। যে সমুদয় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নিশ্চেষ্টে নিকাম ও লৌকিক সুখ-সাধনের সঙ্গে সঙ্কলিত, অগচ্চ লৌকিক রসান্বাদে সাধারণ লোক বেক্সপ আনন্দিত থাকে, তাঁহাদিগকেও ঠিক সেইরূপই আনন্দিত দেখা যায়। ব্রহ্মই তাঁহাদের নিকট রস স্বরূপ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদের আনন্দজনক ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রসবান্। ২

এই কারণেও নিশ্চয়ই রসবান্ ব্রহ্ম আছেন। কি কারণে? যেহেতু প্রাণা-দির চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তির এই দেহপিণ্ড প্রাণের সাহায্যে প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য) করিয়া থাকে, এবং অপানবায়ুর দ্বারা অপানন (মলমূত্রাদির অধোমনয়ন) করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, কার্য্য-করণসম্পন্ন দেহ দ্বারা দৈহিক বায়ুর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিবিধ চেষ্টা (ক্রিয়া) সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। এই যে, একই উদ্দেশ্যে জড়বর্গের সংহনন বা সন্নিহিত ভাবে কর্ম্ম, তাহা কখনই কোনও অসংহত চেতন পদার্থের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না; কারণ, অজ্ঞান কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যদি আকাশে—অর্থাৎ পরম ব্যোমরূপী জগদ্ব-গুহাতে এই আনন্দ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে, ভগতে কোন লোক অপান চেষ্টা করিত? কেইবা প্রাণনব্যাপার করিত? অর্থাৎ কেহই প্রাণাপানব্যাপার করিতে পারিত না। অতএব নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ম আছেন, বাহার অজ্ঞ এই দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির কার্য্য হইয়া থাকে; এবং তাহার দ্বারাই লোকের আনন্দ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কারণ, যেহেতু এই পরমাত্মাই লোককে নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে আনন্দিত (সুখী) করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অবিস্তাবশতঃ সেই আত্মাকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে মাত্র। ৩

বিশেষতঃ অজ্ঞ জনের ভয়হেতু ও জ্ঞানিগণের অভয়প্রদ বলিয়াও সেই ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কেন না, জীব সমস্তর আশ্রয় দ্বারাই অভয় (ভয় রহিত) হইয়া থাকে, কিন্তু অসত্যের আশ্রয়ে ভয়নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভাল এক অভয় লাভের হেতু হন কিরূপে? বলা হইতেছে,—যেহেতু এই সাধক পুরুষ



বে সময় এই ব্রহ্মেতে,—ব্রহ্ম কিরূপ? না, অদৃশ্য, দৃশ্য অর্থ দর্শনযোগ্য বিকার বস্তু; কেন না, দর্শনের অন্তর্ভুক্তই বিকারের [স্বষ্টি]। যাহা দৃশ্য নয়, তাহাই অদৃশ্য অর্থাৎ অবিকার—দর্শনের অবিবরীভূত; তাহার পর, তিনি অনাখ্যা শরীররহিত; বেহেতু—অদৃশ্য, সেই হেতুই অনাখ্যা; বেহেতু অনাখ্যা, সেই হেতুই অনিরুক্ত; কারণ, গুণাদি বিশেষণযুক্ত বস্তুই নিরুক্ত হয় (শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়); গুণাদি বিশেষণযুক্ত বস্তুমাত্রই বিকার; ব্রহ্ম ত্রিবিধরূপে অবিকার; কেননা, ব্রহ্মই সমস্ত বিকারের কারণ; এই নিমিত্তই তিনি অনিরুক্ত। ব্রহ্ম বেহেতু—এবং প্রকার, সেই হেতুই অনিলয়ন; নিলয়ন অর্থ আশ্রয়। নিলয়ন নয় বলিয়াই ব্রহ্ম অনিলয়ন অর্থাৎ নিরাশ্রয় (অনাশ্রয়)। সেই এই অদৃশ্য অনাখ্যা অনিরুক্ত ও অনিলয়ন অর্থাৎ জগৎ পদার্থের সর্বপ্রকার ধর্মবর্জিত ব্রহ্মেতে অভয় প্রতিষ্ঠা—স্থিতি অর্থাৎ আত্মভাব (তাদাত্ম্যগোচর) লাভ করেন। শ্রুতির ‘অভয়’ পদটি ‘প্রতিষ্ঠা’ ক্রিয়ার বিশেষণ; অথবা ‘অভয়াৎ’ এইরূপে লিঙ্গপরিবর্তন করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই প্রতিষ্ঠার বিশেষণ করিতে হয়। ৪

তখন সে ব্যক্তি, সেই ব্রহ্মেতে ভয়ের কারণীভূত অবিজ্ঞাত নানাস্বরূপ ভেদ দর্শনের অভাব হওয়ার অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তখন তাহার ভেদ-দৃষ্টি নিবন্ধন যে ভয় ছিল, তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন এই সাধক স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন; তখন অস্ত্র কোনও বস্তু দর্শন করেন না, অস্ত্র কিছু ভ্রমণ করেন না, অস্ত্র কিছু অসুভবও করেন না। অপর বস্তু হইতেই অপরের ভয় হইয়া থাকে; কিন্তু নিজের নিকটই নিজের ভয় হওয়া ত উচিত হয় না। অতএব আত্মাই আত্মার বাস্তবিক অভয়ের (ভয় নিবৃত্তির) কারণ। সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানা প্রকার ভয়হেতু বিদ্যমান সবেও ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ সর্বতোভাবে নির্ভয় (ভয়রহিত); কিন্তু ব্রহ্ম যদি বাস্তবিকই অবিদ্যমান না হইতেন, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মনিষ্ঠগণের ঐ প্রকার নির্ভয়তা বৃদ্ধিসঙ্গত হইত না। অতএব সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণের অভয়প্রাপ্তি দর্শনে অভয়কারণ ব্রহ্মসত্তা অনুমিত হয়। ৫

এই সাধক পুরুষ কখন অভয়প্রাপ্ত হন? যখন অস্ত্র বস্তু দর্শন না করেন, এবং আত্মাতেও ভেদবুদ্ধি না করেন, তখনই অভয়প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, এই অবিদ্বান পুরুষ অবিজ্ঞা অবস্থায় যখন, তৈমিরিক (চন্দ্রোদয়প্রস্থ) ব্যক্তির দ্বিভ্রমদর্শনের দ্বারা অবিজ্ঞা দ্বারা উপস্থাপিত ভৈত দর্শন করেন, এবং এই ব্রহ্মেতে

অতি অল্পমাত্রও অন্তরনক্ষিত্র, অর্থাৎ ভেদদৃষ্টি করে—; সাধারণতঃ ভেদদর্শনই ভয়ের কারণ ; যিনি অল্পমাত্রও সেই ভেদদর্শন করেন ; সেই ভেদদর্শী পুরুষ উক্ত ভেদদর্শনের ফলে আত্মা হইতেই ভয় পাইয়া থাকেন ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্বান্ পুরুষের আত্মাই ( নিজেই ) নিজের ভয়হেতু হয় । এখন ইহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, ভেদদর্শী বিদ্বানের অর্থাৎ ঈশ্বর আমার হইতে পৃথক্, এবং আমিও তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র সংসারী—ইত্যাকার জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে, সেই সামান্তমাত্র ভেদবুদ্ধি করার দরুণই ভেদদৃষ্টি ( ভেদবুদ্ধিতে জ্ঞাত ) সেই ঈশ্বরনামক আত্মাই ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন ; কেন না, সে লোক ঈশ্বরকে এক অভিন্নরূপে চিন্তা করে না । অতএব যিনি এক অভিন্ন ( জীব হইতে অপৃথক্ ) আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন না, তিনি [ ব্যবহারক্ষেত্রে ] বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি অবিদ্বান্ই বটে । ৬

সাধারণতঃ যে লোক নিজেকে উচ্ছেদ ( বিনাশযোগ্য ) বলিয়া মনে করে, উচ্ছেদের কোনও হেতু দর্শনে তাহারই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ; কেন না, অগতে উচ্ছেদের হেতুভূত বস্তুর উচ্ছেদসাধন বা নিশ্চলতা সাধন অসম্ভব । কিন্তু উচ্ছেদের হেতুভূত পদার্থ বিজ্ঞান না থাকিলে উচ্ছেদক-দর্শনজনিত উচ্ছেদভয় উচ্ছেদের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না । অগতের সমস্তকেই ভয়যুগ দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব ভগবাপী ভয়দর্শনে জানা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই ভয়ের কারণীভূত উচ্ছেদহেতুও আছে, বাহ্য স্বরূপতঃ অমুচ্ছেদ্য, এবং বাহ্য হইতে সমস্ত অগৎ ভীত হইতেছে । এই ঋতু্যুক্ত বিষয়েও এই শ্লোকটি আছে ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তমাস্ত্রবাক্যের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহনুবাক্যঃ ।

ভীমাস্মাভাতঃ পবতে । ভীষোদেতি সূর্য্যঃ । ভীমা-  
দগ্নিচ্ছন্দঃ । যুত্য়ধাবতি পঞ্চম ইতি ।

সৈবানন্দস্য গৌগাংসা ভবতি । সুবা স্মাৎ সাধুসুনাধ্য-  
য়কঃ । আশিষ্টো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ । তস্যৈয়ং পৃথিবী সর্ক্বা  
বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ । স একো মানুষ্য আনন্দঃ । তে যে শতং  
মানুষ্যা আনন্দাঃ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥

স একো মানুষ্য-গন্ধর্বাণাং আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চা কামহতস্য

তে যে শতং মনুষ্য-গন্ধৰ্বাণামানন্দাঃ, স একো দেব-গন্ধৰ্বাণা-  
মানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতং দেব-  
গন্ধৰ্বাণামানন্দাঃ, স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানা-  
মানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতং পিতৃণাং  
চিরলোক-লোকানামানন্দাঃ, স এক আজানজানাং দেবানা-  
মানন্দঃ ॥২॥৩৬॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতগাজানজানাং  
দেবানামানন্দাঃ, স একঃ কশ্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ—যে  
কশ্মণা দেবানপিষন্তি, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতং  
কশ্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একো দেবানামানন্দঃ,  
শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ,  
স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ ॥ ৩॥৩৭॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতমিস্রস্যানন্দাঃ । স  
একো বৃহস্পতেরানন্দঃ । শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে  
শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ । স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ । শ্রোত্রি-  
য়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ । স  
একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ । শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥৩॥৮॥

স যশ্চাযং পুরুষে । যশ্চাসাবাদিত্যে । স একঃ । স য  
এবংবিৎ । অস্মীল্লোকাং প্রেত্য । এতমন্নময়মাস্থানমুপ-  
সংক্রামতি । এতং প্রাণময়মাস্থানমুপসংক্রামতি । এতং  
মনোময়মাস্থানমুপসংক্রামতি । এতং বিজ্ঞানময়মাস্থানমুপ-  
সংক্রামতি । এতমানন্দময়মাস্থানমুপসংক্রামতি । তদপ্যস  
ল্লোকো ভবতি ॥৫॥৩৯॥

ইতিব্রহ্মানন্দবল্ল্যামণ্টমোহনুবাচঃ ॥ ৮ ॥

সন্ধ্যাঃ । অর্থাৎ—বাতঃ ( বায়ুঃ ) অগ্নাৎ ( ব্রহ্মণঃ ) ভীষা ( ভয়েন ) পবতে ( প্রবহতি ) ; সূর্যাঃ [ অগ্নাৎ ] ভীষা উদেতি । অগ্নিঃ চ, ইন্দ্রঃ চ, পঞ্চমঃ সূর্য্যঃ ( বমঃ ) চ অগ্নাৎ ভীষা ধাবতি ( স্বস্বকর্মান্ন সন্ধ্যরো ভবতীত্যর্থঃ ) । ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তিসূচকঃ ) ।

[ অস্ত ব্রহ্মণঃ ] আনন্দস্ত এষা ( বক্ষ্যমাণপ্রকারা ) মীমাংসা ( বিচারণা, তৎফলং নির্ণয়শ্চ : ভবতি । [ তদবস্থা ] যুবা ( প্রথমবয়স্কঃ ) স্ত্রাৎ ( ভবেৎ ) । [ তত্রাপি ] সাধু-যুবা ( সাধুশ্চ অসৌ যুবা চ, যুবারি কশিৎ অসাধুঃ ভবতি, সাধুরপি অযুবা ভবতি, ইত্যাত উক্তম্ সাধুযুবেতি ),—তথা অধ্যায়কঃ ( অধ্যয়ন-শীলঃ ), আশিষ্টঃ ( অতিশয়েন আশান্তা, আশুকারী বা ), দৃঢ়িষ্ঠঃ ( অতিশয়েন দৃঢ়কারঃ ), বলিষ্ঠঃ ( অতিশয়েন বলবান্ অরোগ ইত্যর্থঃ ) [ স্ত্রাৎ ] । তস্ত ( যথোক্তস্ত যনঃ ) [ যদি ] বিস্তস্ত ( বিস্তেন ধনেন ) পূর্ণা ইয়ং সর্কী পৃথিবী স্ত্রাৎ ( স যদি সত্রাট্ স্তাদিত্যাশয়ঃ ) । [ তস্ত যঃ আনন্দঃ ] সঃ মামুযঃ ( মমুয্যসম্বন্ধী ) একঃ ( পূর্ণঃ ) আনন্দঃ [ ভবতি ] । যে তে ( যথোক্তাঃ ) মামুযাঃ ( মমুয্য-সম্বন্ধিনঃ ) শতং আনন্দাঃ—॥

সঃ ( তে ) মমুয্য-গন্ধর্কীণাং ( যে মমুয্যতো গন্ধর্কস্বং প্রাপ্তাঃ, তেষাং ) একঃ আনন্দঃ । মমুয্যগন্ধর্কীণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ ( তে ) দেবগন্ধর্কীণাং ( দেবাশ্চ তে গন্ধর্কীণশ্চ, তেষাং ) অকামহতস্ত ( কামনা-বিহীনস্ত ) শ্রোত্রিয়স্ত চ একঃ আনন্দঃ । দেবগন্ধর্কীণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ ( তে ) চিরলোকলোকানাং ( চিরস্থায়ী লোকঃ চিরলোকঃ, স এব গোকঃ বাসভূমিঃ তেষাং, তেষাং ) পিতৃণাং, অকামহতস্ত শ্রোত্রিয়স্ত চ একঃ আনন্দঃ । চিরলোক-লোকানাং পিতৃণাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ ( তে ) আজানজানাং ( আজানঃ দেবলোকঃ, তস্মিন্ জাতাঃ আজানজাঃ, তেষাং ) দেবানাং অকামহতস্ত শ্রোত্রিয়স্ত চ একঃ আনন্দঃ । আজানজানাং দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ ( তে ) কশ্বদেবানাং দেবানাং—যে কশ্বণা ( বেদবিহিতেন জ্ঞানরহিতেন অগ্নিহোতাদিনা ) দেবান্ অপিবন্তি ( দেবস্বং প্রাপ্নুবন্তি ) ; [ তেষাম্ ] অকামহতস্ত শ্রোত্রিয়স্ত চ একঃ আনন্দঃ । কশ্বদেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ ( তে ) দেবানাং ( ত্রয়স্বিংশৎ-সংখ্যকানাং হবির্ভূজাং ) অকামহতস্ত শ্রোত্রিয়স্ত চ একঃ আনন্দঃ । দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ ( তে ) ইন্দ্রস্ত ( দেবরাজস্ত ) অকামহতস্ত শ্রোত্রিয়স্ত চ একঃ আনন্দঃ । ইন্দ্রস্ত যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ ( তে ) বৃহস্পতেঃ অকামহতস্ত

শ্রোত্রিয়স্ত চ এক আনন্দঃ । বৃহস্পতেঃ যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ ( তে )  
প্রজাপতেঃ ( ত্রৈলোক্যেশ্বরীরস্ত ব্রহ্মণঃ ) অকামহতস্ত শ্রোত্রিয়স্ত চ এক আনন্দঃ ।  
প্রজাপতেঃ যে তে শতম্ আনন্দাঃ সঃ ( তে ) ব্রহ্মণঃ অকামহতস্ত চ একঃ  
আনন্দঃ ॥ ১-৪ । ৩৫ ৭৮ ॥

মূলানুবাদ ।—ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; ইহার ভয়ে  
সূর্য্য উদিত হইতেছে ; এবং ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু  
স্ব স্ব কার্য্যে ধাবিত হইতেছে । ইহাই আনন্দের প্রকৃত মীমাংসা  
অর্থাৎ আনন্দের প্রকৃত স্বরূপনির্ণয় সম্বন্ধে বিচার হইতেছে ।  
[ ইহা কি ? না, মনে কর, কোন লোক যদি ] বয়সে যুবা—শুধু যুবা  
নহে, রোগাদিহীন যুবা, শাস্ত্রবেত্তা, অথচ উত্তম শাস্ত্রোপদেশী, দৃঢ়-  
কায় ও বলিষ্ঠ হয়, এবং ধনপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি তাহার আয়ত্ত  
থাকে ; [ তাহার যে আনন্দ, তাহাই ] মনুষ্যের পক্ষে পূর্ণ একটা  
আনন্দ । শত গুণিত যে সেই মানুষ আনন্দ ।

তাহাই আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব্যগণের ও অকামহতশ্রোত্রিয়-  
গণের এক আনন্দ । আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের ( যাহারা  
মনুষ্যের পর গন্ধর্ব্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের ) যে একশত আনন্দ,  
তাহাও দেবগন্ধর্ব্বগণের ( যাহারা দেবভাবের সহযোগে গন্ধর্ব্ব লাভ  
করিয়াছেন, তাহাদের ) এক আনন্দ । সেই যে, দেবগন্ধর্ব্বগণের  
শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার চিরস্থায়ী লোকাধিষ্ঠিত পিতৃগণের  
ও অকামহত শ্রোত্রিয়গণের এক আনন্দ (১) । সেই যে, চিরস্থায়ী  
লোকবাসা পিতৃগণের শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার আজানজ  
দেবগণের অর্থাৎ ঈশ্বার। স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গে দেবতারূপে  
প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাহাদের এবং নিকাম শ্রোত্রিয়গণের এক  
আনন্দ । আজানজ দেবগণের যে, সেই এক শত আনন্দ, তাহাই

( ১ ) অগ্নিবার্ত্তা প্রভৃতি পিতৃগণের অধিষ্ঠান স্থানটী চিরস্থায়ী, অর্থাৎ বর্ত্তমান  
বয়সের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না । এট কারণে এই লোকবাসী পিতৃগণকে  
‘চিরলোক লোকানাং’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

আবার কৰ্মদেব দেবগণের অর্থাৎ যাহারা বেদোক্ত অগ্নিহোতাদি কৰ্ম দ্বারা দেবতা লাভ করিয়াছেন, তাহাদেরও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। কৰ্মদেব দেবগণের যে, সেই শতগুণিত আনন্দ, তাহা আবার যজ্ঞীয় আহুতিভোজী সেই তেত্রিশ-সংখ্যক দেবতাগণের ও কামনা-শূন্য শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই আহুতিভোজী দেবগণের যে, একশত আনন্দ, তাহাই আবার দেবরাজ ইন্দ্রের ও নিকাম শ্রোত্রিয় গণের পক্ষে এক আনন্দ। আবার সেই ইন্দ্রেরও যে, এক শত আনন্দ, তাহাই দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ও নিকাম শ্রোত্রিয়গণের নিকট এক আনন্দ। বৃহস্পতিরও যে, সেই একশত আনন্দ, তাহাও আবার প্রজাপতির (বিরাটরূপ ব্রহ্মার ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের নিকট একটা মাত্র আনন্দ। প্রজাপতির যে, সেই শত আনন্দ, তাহাও আবার ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) ও নিকামচিন্তা শ্রোত্রিয়ের নিকট একটীমাত্র আনন্দরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ৩৮।

ইতি অষ্টমোহুবাকব্যাক্যার্থা ॥ ৮ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্যম্ — ভীষা ভয়েনান্ধাঘাতঃ পবতে । ভীষোদেতি সূর্য্যঃ । ভীষা অগ্নাদগ্নিচ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্দাবতি পক্ষম ইতি । বাতাদয়ো হি মহার্হাঃ স্বয়মাম্বরাঃ সন্তঃ পবনাদিকার্যোদ্যাসবহুলেষু নিয়তাঃ প্রবর্তন্তে ; তদযুক্তম্ প্রশান্তির সতি, যস্মিন্নিরমেন তেষাং প্রবর্তনম্, তস্মাদস্তি ভয়কারণং তেষাং প্রশান্তু ব্রহ্ম । যতন্তে ভূত্যা ইব রাজাঃ অগ্নাদব্রহ্মাণো ভয়েন প্রবর্তন্তে । তচ্চ ভয়কারণমানন্দঃ ব্রহ্ম । তত্শাস্ত্র ব্রহ্মণ আনন্দস্তৈষা মৌমাংসা বিচারণা ভবতি । কিমানন্দস্ত মৌমাংসমিতি ? উচ্যতে - কিমানন্দো বিষয়-বিষয়িসংকল্পজনিতো লৌকিকানন্দবৎ, অহোহিং স্বাভাবিকঃ ? ইতোবমেধা আনন্দস্ত মৌমাংসা । ১

তত্র লৌকিক আনন্দো বাহ্যাদ্যাদিকসাধনসম্পত্তিনির্মিত উৎকৃষ্টঃ । স য এব নিদিষ্টতে ব্রহ্মানন্দাভুগম্যর্থম্ । অনেন হি প্রসিদ্ধেনানন্দেন ব্যাবৃত্ত-বিষয়বুদ্ধিগমা আনন্দোভুগম্যঃ শকাতে । লৌকিকেহপ্যানন্দো ব্রহ্মানন্দস্তৈব মাত্রা ; অবিস্তর্য্য তির্যক্তিরমাণে বিজ্ঞানে উৎকৃষ্টমাণার্য্য চাবিস্তার্য্য ব্রহ্মাদিভিঃ কন্দবশাদ্ধণাবিজ্ঞানং বিষয়াদিসাধনসংকল্পবশাচ্চ বিভাব্যমানশ্চ লোকেহনব-স্থিতো লৌকিকঃ সম্পদতে, স এবাবিস্তাকামকল্পাপকর্ষণ মহাভুগকল্পাভ্যন্তরাস্তব-

হুবি অকামহতবলীপ্রত্যক্ষা বিভাব্যতে শতশ্রেণীশ্রেণীশ্রেণীকর্ষণ,  
বাবল্লিগ্যগর্ভত ব্রহ্মণ আদম ইতি । ২

নিরন্তে স্ববিচ্ছাদিতে বিবরবিবরিবিভাগে বিভব। স্বাতাবিকঃ পরিপূর্ণ এক  
দানকোহুইতো ভবতীত্যেতমর্থং বিভাবরিব্রাহ্ম—যুবা প্রথমবরাঃ ; সাধুযুবেতি  
সাধুচাসৌ যুবা চেতি যুনো বিশেষণম্ । যুবাণ্যাসাধুভবতি, সাধুযুবা,  
মতোবিশেষণং যুবা ত্যাং সাধুযুবেতি । অধ্যায়কঃ অধীতবেদঃ । আশিষ্টঃ  
ধাশাকৃতমঃ ; দৃষ্টিঃ দৃঢ়তমঃ ; বলিষ্ঠঃ বলবন্তমঃ ; এবমাধ্যাত্মিকসাধনসম্পন্নঃ ।  
চেতরং পৃথিবী উর্বী সর্গা বিস্তৃত বিস্তেনোপভোগ-সাধনেন দৃষ্টার্ধেন অদৃষ্টার্ধেন  
; কর্মসাধনেন সম্পন্ন পূর্ণা—রাজা পৃথিবীপতিরিতার্থঃ । তত্ ৫ ব আনন্দঃ,  
। একো মাহুবঃ মনুষ্যাণাং প্রকৃষ্ট এক আনন্দঃ । তে যে শতং মাহুবা আনন্দাঃ,  
স একো মনুষ্যগন্ধর্ষণামানন্দঃ ; মাহুবানন্দাং শতশ্রেণীশ্রেণীশ্রেণীকর্ষণঃ মনুষ্য-  
গন্ধর্ষণামানন্দো ভবতি । মনুষ্যাঃ সন্তঃ কর্মবিত্তাবিশেষাদগন্ধর্ষণং প্রাপ্তাঃ মনুষ্য-  
গন্ধর্ষণাঃ । তে কল্হানাদিশক্তিসম্পন্নাস্থকাধ্যাকরণাঃ ; তস্যাং প্রতিষাভারত্বং  
তেবাং—স্ব প্রতিষাভশক্তিসাধনসম্পত্তিচ্ছ । ততোহ প্রতিহতমানস্ত প্রতিকারবতো  
মনুষ্যগন্ধর্ষণত্বাচ্ছিতপ্রসাদঃ । তৎপ্রসাদবিশেষাং সুখবিশেষাভিব্যক্তিঃ ।  
এবং পূর্বভাঃ পূর্বভাঃ কৃমেবস্তরতানুস্তরত্যাং ভূমৌ প্রসাদবিশেষতঃ শতশ্রেণী-  
নানকোৎকর্ষণ উপপত্ততে । ৩

প্রথমং তু অকামহতাগ্রহণং মনুষ্যবিবরভোগকামানন্তিহতস্ত প্রোত্রিহত  
মনুষ্যানন্দাং শতশ্রেণীশ্রেণীশ্রেণীকর্ষণঃ মনুষ্যগন্ধর্ষণেণ তুল্যো বক্তব্য ইত্যেবমর্থম্ ।  
সাধুযুবা অধ্যায়ক ইতি প্রোত্রিহতাব্রহ্মজিনেহে গৃহ্যেতে । তে হুবিশিষ্টে সর্গত্র ।  
অকামহতত্বং তু বিবরোৎকর্ষণপকর্ষতঃ সুখোৎকর্ষণপকর্ষণ বিশেষ্যতে ; অতঃ  
অকামহতগ্রহণঃ, তদ্বিশেষতঃ শতশ্রেণীশ্রেণীশ্রেণীকর্ষণপলঙ্কে অকামহতত্বত  
পরমানন্দপ্রাপ্তিসাধনবিধানার্থম্ । ব্যাখ্যাতমন্তঃ । ৪

দেবগন্ধর্ষণা জাতিত এব । চিরলোক-লোকানাম্ ইতি পিতৃণাং বিশেষণম্ ।  
চিরকালহারী লোকো বেবাং পিতৃণাং, তে চিরলোকলোকা ইতি ।  
আজান ইতি দেবজাতিঃ, তস্মিন্নাজানে জাতা আজানজা দেবাঃ, সার্বকর্ম-  
বিশেষতো দেবহানেষু জাতাঃ । কর্মদেবাঃ—যে বৈদিকেন কর্মণা  
অগ্নিহোত্রাদিনা কেবলেন দেবানপিষতি । দেবা ইতি ত্রয়ত্রিংশদ্বিভূতঃ ।  
ইত্যেবাং স্বামী ; তত্ ৬ চাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ । প্রজাপতিঃ বিরাটু ত্রৈলোক্য-  
শরীরো ব্রহ্মা সমষ্টব্যাক্রমঃ সংসারমণ্ডলব্যাপী । ৫

যত্নেতে আনন্দভোগ একতাং গচ্ছতি, ধর্মশ্চ তন্নিসিতঃ জ্ঞানক তদ্বিষয়ম্  
অকামহতৎসং চ নিরতিশয়ং যজ্ঞ, স এষ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা, তত্শৈব আনন্দঃ  
শ্রোত্রিয়েণ অবজিনেন অকামহতেন চ সর্গতঃ প্রত্যক্ষরূপলভ্যতে । জন্মান্তেতানি  
দ্রৌণি সাধনানীত্যবগম্যত । তত্র শ্রোত্রিয়স্বাবজিনশ্চ নিরতে, অকামহতৎসং তু  
উৎকল্যতে, ইতি প্রকৃষ্টসাধনতা অবগম্যতে তত্ত । অকামহতৎসং-প্রকর্ষ-  
তশ্চোপলভ্যমানঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, যন্ত পরমানন্দস্ত মাত্ৰা  
একদেশঃ “এতশ্চৈবানন্দস্তাত্তানি ভূতানি মাত্ৰারূপকীবন্তি” ইতি শ্রুত্যন্তরাং ।  
স এষ আনন্দঃ, যন্ত মাত্ৰা সমুদ্রান্তস ইব বিপ্রঃ প্রবিভক্তা যজ্ঞৈকতাংগতাঃ,  
—স এষ পরমানন্দঃ স্বাভাবিকঃ, অদ্বৈতাং ; আনন্দানন্দিনোচ্চাষিতাগোহজ্ঞ ॥  
১—৪ ॥ ৩১—৩৮ ॥

ভাস্ম্যাশুলাদ । বায়ু ইহারই ভয়ে প্রবাহিত হইতেছেন, এবং সূর্য্য  
উদিত হইতেছেন । ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু [ স্ব স্ব কার্য্যে ] ধাবিত  
হইতেছেন । [ এখানে বাত ও সূর্য্যাদির সঙ্গে গণনা করিলে মৃত্যু পঞ্চম হয়,  
এইজন্য মৃত্যুকে ‘পঞ্চম’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ] । বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ  
নিজেরা বিশেষ গৌরবান্বিত ও প্রভুশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও যে, ক্রেশকর প্রবহণাদি  
কার্য্যে বখানিরমে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে  
ধাকিলেই সম্ভবপর হয় । যেহেতু তাঁহারা এইরূপ নিয়মিতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত  
হইতেছেন, সেই হেতু [বুঝা যাইতেছে যে,] তাঁহাদের ভয়ের কারণীভূত শাসনকর্ত্তা  
ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন । রাজার ভয়ে ভৃত্যগণ যেমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে,  
তেমনি তাঁহারাও ( বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণও ) যে ব্রহ্মের ভয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত  
হন, সেই যে ভয়-কারণ ব্রহ্ম, তিনি আনন্দ-স্বরূপ । সেই এই ব্রহ্মের স্বরূপভূত  
আনন্দের এইরূপ মীমাংসা অর্থাৎ বিচার হইয়া থাকে । ভাল, আনন্দের সম্বন্ধে  
বিচার বা মীমাংসার বিষয় কি আছে ? হাঁ, বলা হইতেছে—এই ব্রহ্মানন্দ কি  
ব্যবহারিক আনন্দের জ্ঞান বিষয়-বিষয়িতাব্যবহিত ? অথবা স্বাভাবিক ? এটি  
পকার বিচারকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে ‘মীমাংসা’ শব্দটা প্রযুক্ত হইয়াছে । ১) ১

( ১ ) অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকে, যে আনন্দ অস্বভাব কথিতা থাকে,  
তাহা বিষয়-বিষয়ি-ভাব সম্বন্ধযুক্ত, অর্থাৎ ব্যবহারিক আনন্দ বলে আস্ত বা বুদ্ধি  
চর্য্যবস্থা, আর বাহ্য বা আস্তর কোন প্রিয় বস্তু হয় বিষয় । চক্ষুঃ প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ের  
সাহায্যে বিষয়্যের সাক্ষর বস্তু এই বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটে, তখনই আনন্দের আবির্ভাব হইত।



বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিবিধ সাধন-সাধনীর সাহায্যে উৎপন্ন লৌকিক সেই আনন্দই ভগতে সর্বোপেক্ষা উত্তম, ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভাব-প্রদর্শনার্থ এখানে বাহ্যার নির্দেশ করা হইতেছে। বস্তুতই লৌকিক এই আনন্দ দ্বারা বিষয়-ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নির্বিষয়ক বুদ্ধিভাজগম্য আনন্দকে বুঝা বাইতে পারা যায় ; কেন না, লৌকিক আনন্দও ব্রহ্মানন্দেরই অংশ। কেবল অবিজ্ঞার প্রভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি আবৃত্ত হওয়ার এবং অজ্ঞানবৃত্তি বুদ্ধি পাওয়ার, প্রাক্তন কন্দবাসনাবশে এবং আনন্দজনক বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মাদি জীবগণ নিজ নিজ জ্ঞানাত্ম-সায়ে অল্পভব করে বলিয়াই, ব্যবহার ভগতে উহা লৌকিক ও অস্থির বা অনিত্য রূপে পরিচিত হয় মাত্র। অবিজ্ঞা ও কাম কর্ষ প্রভৃতি মোষের দ্বাস ঘটিলে পর, সেই ব্রহ্মানন্দই আবার যথাব্যোগ্যরূপে মনুষ্য ও গন্ধর্ব প্রভৃতি ক্রমোৎকৃষ্ট জীব-গণের নিকট এবং অকামভূত (নিকাম) বিদ্বান্ প্রোক্তিরেব নিকট উত্তরোত্তর শতভুগ উৎকর্ষসম্পন্নরূপে যথাব্যবভাবে আবিস্কৃত হয়। এইরূপে অভিব্যক্তির তারতম্য-সীমা হ্রিণ্যগর্ভে বাইরা পরিসমাপ্ত চইয়া থাকে। ২

অবিজ্ঞাত বিষয়-বিষয়িতাবাপন্ন সম্বন্ধবিভাগ অপনোদিত হইলে পর, বিজ্ঞা-প্রভাবে তখন পরিপূর্ণ (তারতম্যরহিত) এক অস্থিতীয় দ্বাত্মবিক আনন্দ আবিস্কৃত হইয়া থাকে,—এই বিষয়টা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

যে লোক বুঝা—প্রথম বস্তু, বুঝার মধ্যেও কেহ কেহ অসাধুস্বভাব হইতে পারে ; এই ভুল বিশেষ করিয়া বলিলেন—শুধু বুঝা নহে—সাধু বুঝা অর্থাৎ সম্ভাবসম্পন্ন বুঝা, অথচ অধ্যায়ক—বেদবিদ্যার অভিজ্ঞ ও আশিষ্ট অর্থাৎ শাসন সমর্থ, এবং দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, এই প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন যে লোক, তারার যদি উপভোগ-সাধন ধনসম্পদে এবং ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম-সাধনে পরিপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল করায়ত্ত হয়, অর্থাৎ সে লোক যদি ঐরূপ ঐহিক ও পার-লৌকিক ভোগসাধন ও কর্মসাধন সম্পন্ন সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি—রাজা হয়।

থাকে। বস্তুতঃ প্রিয় বস্তুটা আত্মার বিষয় না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই আনন্দের অভিব্যক্তি হয় না, বা হইতে পারে না ; কাজেই আনন্দের আনন্দ বিষয় বিষয়িতাব-সম্বন্ধসম্বৃত্ত। ব্রহ্মানন্দও যদি সেইরূপই হয়, তবে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইবে, অনিত্য বস্তুভাজই পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখপ্রদ ; সুতরাং তাহা কখনও বিবেকজনের আর্থনীয় হইতে পারে না।

তাহা হইলে, সেরূপ লোকের বে আনন্দ, তাহাই মানুষ আনন্দ, অর্থাৎ : হৃদয়ঃ পর  
পক্ষে সার্বভৌমিক এক আনন্দ [ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ] । মনুষ্যসম্পর্কিত  
সেই বে আনন্দের শতগুণ, তাহাই মনুষ্যগন্ধর্কগণের পক্ষে এক আনন্দ, অর্থাৎ  
মানুষের পূর্ণ আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দ হইতেছে মনুষ্যগন্ধর্কগণের ।

বাহারা মনুষ্য হইয়াও কর্ম ও বিভ্রাবিশেষের ফলে গন্ধর্ক লাভ করিয়াছেন,  
তাহারাই মনুষ্য গন্ধর্ক নামে অভিহিত । তাহার অস্তর্ধান ( অশ্রু হওয়ার )  
কৃত্তি কার্যের অমূলক বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এবং সূক্ষ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট হওয়ার  
তাহাদের বর্ধাবয়্য খুবই কম ; অধিকন্তু শীতোষ্ণাদি বস্তু-প্রতিকারের শক্তিও  
তাহাদের যথেষ্ট । সেট কারণে অপ্রতিহতভাবে প্রতিকার-সামর্থ্য থাকায় সেই  
মনুষ্যগন্ধর্কগণের চিত্তপ্রসন্নতা হওয়া খুবই সম্ভবপর । চিত্তপ্রসন্নতার প্রাচুর্য্য  
নিবন্ধন তাহাদের বিশেষভাবে সুখাভিব্যক্তিও সম্ভবপর হয় । এইরূপ  
চিত্তপ্রসন্নতার উৎকর্ষানুসারে পূর্ব পূর্ব অবস্থা ( মনুষ্য গন্ধর্কাদি অবস্থা ) অপেক্ষা  
পরবর্তী অবস্থার শতগুণে অধিক আনন্দের উৎকর্ষ উপপন্ন হইতেছে । ৩

প্রথমে যে, ‘অকামহত’ বলা হয় নাই, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, বাহারা  
শ্রোত্রিয় (১), তাহার স্বভাবতই মনুষ্য-ভোগে কামনারহিত ; সূত্রানুসারে তাহাদের  
আনন্দ স্বতই অত্যন্ত অধিক—সর্ব পুণিবীষের সার্বভৌমের আনন্দ অপেক্ষাও কম  
নহে । এখন তাহাদের আনন্দকে যদি সার্বভৌমের আনন্দের সহিত সমান  
করা হয়, তাহা হইলে বড়ই অসঙ্গত করা হয় ; এই কারণে প্রথমে ‘অকামহত’  
শ্রোত্রিয়ের উল্লেখ করা হয় নাই । বিশেষতঃ ‘সাদু বুবা’ ও ‘অধ্যায়ক’ শব্দ দ্বারা  
তৎসহচর শ্রোত্রিয় ও অবজিনদেরও গ্রহণ করাই হইয়াছে । ইহার পরেও সর্বত্র  
ঐ দুইটা ধর্মের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । [সকাম পুরুষের পক্ষে] ভোগ্য বিষয়ের উৎ-  
কর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে সুখেরও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে, [ কিন্তু কামনা-  
রহিত পুরুষের পক্ষে সুখের সেরূপ উৎকর্ষাপকর্ষ হয় না ; ] এই জন্তই শ্রোত্রিয়কে

( ১ ) শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ—

“একাং শাখাং সকল্লাং বা বড়্ভিরনৈবধীত্য বা ।

যটুর্কশ্চনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্মবিৎ ।”

অর্থাৎ যিনি নিকে যে বেদশাখা, সেই বেদশাখাটী কলসুত্রের সহিত কিংবা ছয়টা  
বেদান্তের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ত্র্যম্বকোক্ত বক্তনাদি যটুর্কশ্চ নিরত থাকেন, তাদৃশ  
ধর্মজ ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নামে বিখ্যাত ।

‘অকামহত’ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ অকামহত শ্রোত্রিয়ের মুখোৎকর্ষ শতগুণে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; এইজন্য অকামহতকে যে, পরমানন্দ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, তদ্বিধানার্থে এখানে ‘অকামহত’ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাব্যের অপরপর অংশ প্রায় ব্যাখ্যাতই আছে। ৯

যাহারা জ্ঞাতিতেই গন্ধর্ব্ব, তাহারা দেবগন্ধর্ব্ব। ‘চিরলোক-লোকানাং’ চিরস্থায়ী লোকবাসী) কথাটী পিতৃগণের বিশেষণ। যে পিতৃগণের বসতিস্থান চিরকালস্থায়ী (অমরকালস্থায়ী নহে), তাহারা চিরলোক-লোক। ‘আজান’ মর্থ দেবলোক। সেই আজানে উৎপন্ন দেবতাগণ আজানজ, যাহারা স্মৃতিশাস্ত্র-বহিত কর্ম্মফলে দেবস্থানে (স্বর্গে) জন্মিয়াছেন। যাহারা উপাসনারহিত কবলই বেনবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা কর্ম্মদেব’ নামে অভিহিত। ‘দেব’ শব্দে তেত্রিশসংখ্যক হিন্দীভোজী (বহুভাগ ভোজী) বৃদ্ধিতে হইবে। (১) ইন্দ্র হইলেন। তাঁহাদের অধিপতি; বৃহস্পতি তাঁহার আচার্য্য। প্রজাপতি অর্থাৎ সমষ্টি-বাস্তুরূপী এক; তিনি সমস্ত সংসারসমুদয়বাসী ও ত্রিলোক-শরীরধারী। ৫

পূর্বোক্ত নানাবিধ আনন্দরাশি যেখানে একত্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একটা বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং যেখানে সেই আনন্দের চেতুভূত ধর্ম্ম, আনন্দবিষয়ক জ্ঞান ও অকামহতত্ব গুণ সর্বাংগে অধিক, তিনিই হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্ম। নিম্নাপ, অকামহত ও শ্রোত্রিয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভের সেই আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে শ্রোত্রিয়ই অবজিনন (নিম্নাপ) ও অকামহতত্ব, এই তিনটী উক্ত আনন্দ সাক্ষাৎকারের উপায়। তন্মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবজিনন ধর্ম্ম-সমন্বিত, অর্থাৎ শ্রোত্রিয় হইলেই তাহাকে অবজিনন হইতে হয় ; সুতরাং এট দুইটা ধর্ম্ম সহচর ; কিন্তু অকামহতত্ব ধর্ম্মটী উৎকর্ষসাধক মাত্র ; সুতরাং উক্ত উপায়ত্রয়ের মধ্যে অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতীত হইতেছে। সেই অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষের ফলে শ্রোত্রিয়কর্তৃক উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষীকৃত যে হিরণ্যগর্ভের আনন্দ, তাহাও আবার ‘অভ্যন্তর ভূতগণ এই আনন্দেরই মাত্রা (অংশমাত্র) উপভোগ করে’

(১) এখানে ‘তিন বরদ দেবতার কথা বল’ আছে—কর্ম্মদেব, আজানদেব ও দেব। এইজন্য কর্ম্মদেব ও আজানদেবের পৃথক্ পরিচয় দিয়া শেষে দেবশব্দে স্বাভাবিক দেবতার গ্রহণ করা হইয়াছে। দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ ; তাহাদের নাম—বসুগণ আট ; ৯৩ ঈশ্বর ; অদিত্য বায়ন ; ইন্দ্র ও প্রজাপতি।

এই ক্রতিবাক্যানুসারে, যে পরমানন্দের মাত্রা বা একদেশ [ বলিয়া গণ্য ] হয়, সেই এই আনন্দ, বাহার মাত্রাসমূহ সমুদ্রের জলবিন্দুসম ইত্যন্ততঃ বিকল্পিতভাবে যেখানে হইয়া এক হইয়া যায়, তাহাই সেই স্বভাবসিক্ত পরমানন্দ। কারণ, সেখানে আর বৈতসম্বন্ধ নাই। এখানে আনন্দ ও আনন্দবিশিষ্টের অবিভাগ বিবক্ষিত হইয়াছে। ১—১৪:৫—৩৮।

অন্ব্যুপাখ্যাতঃ। অথেনানীঃ সীমাংসাকলম্পসংস্থিততে, 'বশ্যায়' ইত্যাদিনা। [ যঃ খলু আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চং সৃষ্টী তদেবামু প্রাবিশৎ; ] সঃ যঃ ( প্রসিক্তঃ ) চ ( অপি ) অয়ং ( অয়ং প্রকাশমানঃ ) পুরুষে ( পঞ্চকোষাত্মকে ) [ ব্রহ্মপুচ্ছশ্চেন উক্তঃ ], যঃ ( বিহ্বাম্ অপরোক্ষঃ ) চ ( অপি ) অসৌ ( অস্বস্থিমানং পরোক্ষঃ ) আদিত্যো ( আদিত্যমণ্ডলে )। সঃ যঃ ( পরোক্ষাপরোক্ষরূপঃ ) একঃ ( পুরুষে আদিত্যে চ বর্তমানোহপি বাস্তবভেদরহিতঃ ) ; সঃ যঃ ( যঃ কশ্চন লোকঃ ) এবংবিদু ( আদিত্যে পুরুষে চ বর্তমানমানন্দম্ অভেদেন জানন্ সন্ ) অস্মাৎ লোকাৎ ( পৃথিব্যাঃ ) প্রেত্য ( আত্মানং পরাবৃত্তী ; অথবা মৃত ইব অভিলাষশূন্তঃ সন্ ) এতৎ অন্নময়ম্ অন্নবিকারাত্মকং ) আত্মানং ( আত্মাশ্বেনোপকল্পিতঃ ) উপসংক্রামতি ( সৰ্ব্বং স্থলভূতং অন্নময়ং আত্মানং পশ্যতি ) তথা মনোময়ম্ আত্মানং উপসংক্রামতি তথা এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানং উপসংক্রামতি । [ অথ সৰ্ব্বাত্মকজ্ঞানেনানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ ] ॥ ৫। ৩৯।

অন্ব্যুপাখ্যাতঃ। [ যিনি আকাশাদি বস্তুনিচয় সৃষ্টিপূর্বক তদ্ব্যবস্থায় প্রবেশ করিয়াছিলেন ]। সেই যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষাত্মক আনন্দ, যিনি পুরুষে অর্থাৎ পঞ্চকোষাত্মক দেহমধ্যে ব্রহ্মস্বরূপে উক্ত হইয়াছেন, এবং যিনি আদিত্যমণ্ডলে প্রকাশময়রূপে বিद्यমান আছেন; সেই উভয়ই এক—অভিন্নস্বরূপ। যে কোন লোক এইরূপ অভেদজ্ঞান লাভ করত এই ভোগরাজ্য হইতে আপনাকে ফিরাইয়া লইতে পারেন,—মৃতব্যক্তি যেমন থাকিয়াও অভিলাষরহিত থাকে, তেমনি নিম্পৃহ হইতে পারেন, তিনি তাহার ফলে এই ( পূর্বোক্ত ) অন্নময় আত্মাকে লাভ করেন, অর্থাৎ অন্নময় দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত বস্তুই দর্শন করেন না। এইরূপ যিনি এই প্রাণময় আত্মাকে লাভ করেন; এই মনোময় আত্মাকে লাভ করেন, এই বিজ্ঞানময়

শাস্ত্রকে প্রাপ্ত হন, এবং এই আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন ।  
অন্তিমায় এই যে, তিনি উক্তপ্রকার অভেদজ্ঞানের ফলে পঞ্চকোশ-  
সমে অভয় ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ॥ ৫ । ৩৯ ॥

ইতি অষ্টমানুবাক বাখ্যা ॥ ৮ ॥

শাস্ত্রানুভাস্যাম্ ।—তদেতন্মীমাংসাকলমুপসংহ্রিয়তে—স যচ্চায়ং পুরুষ  
প্ৰতিষ্ঠিতঃ । যঃ শুভায়াম্ নিহিতঃ পরমে ব্যোমি আকাশাদি কার্য্যং সৃষ্ট্বা অন্নময়ান্তং,  
তদ্রূপমুপবিষ্টঃ, স য ইতি নিশ্চয়তে । কোহসৌ ? অয়ং পূৰ্বে যচ্চাসাবাদিতো  
যঃ পরমানন্দঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো নিদ্রিষ্টঃ । যশ্চৈকদেশং ব্রহ্মাদীনি ভূতানি  
সুখার্হণ্যপজীবন্তি, স যচ্চাসাবাদিতো ইতি নিদ্রিষ্টতে । স একঃ । ভিন্নপ্রদেশস্থ-  
ষট্কাশাকাশৈকত্ববৎ । ১

নহু তন্নির্দেশঃ, স যচ্চায়ং পুরুষ ইত্যবিশেষতোহধ্যাত্মং ন যুক্তো নির্দেশঃ ;  
যচ্চায়ং দক্ষিণেহকল্পিতং তু যতঃ ; প্রসিদ্ধত্বাৎ ন ; পৰাধিকার্য্যং । পরো  
হ্যাধ্যাত্মাধিকৃতঃ, “অদ্বৈতেনানায়ে” “ভীষাস্মাদ্বাতঃ পরতে” “সৈবানন্দন্ত মীমাংসা”  
ইতি । ন হকস্মাদ-প্রকৃতাং যুক্তো নিদ্রিষ্টেইম্ , পরমাধ্যবিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্ ।  
তন্মাত্ৰং পর এব নিদ্রিষ্টতে । স এক ইতি ২

নবানন্দন্ত মীমাংসা প্রকৃতা, তত্ত্বা অপি কলমুপসংহর্তব্যম্ । অভিন্নঃ স্বাত্মবিকঃ  
আনন্দঃ পরমাত্মৈব, ন বিষয়বিষয়িসম্বন্ধভিনিহিত ইতি । নহু তদমূহুরূপ এবায়ং  
নির্দেশঃ । “স যচ্চায়ং পুরুষে যচ্চাসাবাদিতো, স একঃ” ইতি ভিন্নাদিকরণস্ত  
বিশেষোপমর্দেন । নদেবমপ্যাদিত্যবিশেষগ্রহণমনর্থকম্ । ন অনর্থকম্ ; উৎকর্ষাপ-  
কর্ষ্যোপোহার্থত্বাৎ । বৈতত্ত্ব্যং চি যো মূর্ত্তামৃদলক্ষণস্ত পর উৎকর্ষঃ সবিজ্ঞাত্যন্তর্গতঃ, স  
চেৎ পুরুষগতবিশেষোপমর্দেন পরমানন্দমপেক্ষা সমো ভবতি, ন কশ্চিচ্ছৎকর্ষোপ-  
কর্ষ্যো বা তায় গতিং গতন্তে ত্যন্তয়ং প্রতিষ্ঠাৎ বিন্দতে ইত্যুপপন্নম্ । ৩

অন্তি নাস্তীতামুপ্রাপ্তো ব্যাপ্যাতঃ । কার্য্যসম্পাদ-প্রাপনাত্তয়প্রতিষ্ঠাত্তয়-  
দশনোপপত্তিত্যোহস্তোব তদাকাশাদিকারণং ব্রহ্ম ইত্যপাকৃতঃ অমুপ্রাপ্ত একঃ ;  
দাবস্তাবমুপ্রাপ্তো বিদ্বদ্বিভবোঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিবিষয়ো । তত্র বিদ্বান্ সমমুপ্তে  
ন সমমুপ্ত ইত্যমুপ্রাপ্তোহস্তাঃ ; তদপাকরণায়োচ্যতে । মধ্যমোক্তমুপ্রাপ্তঃ অন্যাপ-  
করণাদেব অপাকৃত ইতি তদপাকরণায় ন যত্নাতে । ২

স যঃ কশ্চিৎ এবং যথোক্তং ব্রহ্ম উৎসৃজ্যেৎকর্ষ্যাপকর্ষমেষেতৎ সত্যং  
জ্ঞানমনন্দমস্মীত্যেবং বেদীতি এবংবিৎ , এবংশব্দস্ত প্রকৃতপরাধর্শার্ণত্বাৎ ।

স কিম্? অম্মান্নোকাৎ প্রেত্য - দৃষ্টাদৃষ্টৈবিস্বরসমুদয়ো হি অয়ং লোকঃ, তন্মাদম্মান্নোকাৎ প্রেত্য প্রত্যাবৃত্ত্য নিরপেক্ষো ভূষা এতৎ বধাব্যাব্যাতং অন্নমন্নান্নানুপসংক্রামতি—বিস্বরজাতং অন্নমন্নং পিশাস্বনো ব্যতিরিক্তং ন পশ্চতি, সর্কং দ্বুণভূতমন্নমন্নান্নং পশ্চতীত্যর্থঃ। ততঃ অভ্যন্তরমৈতং প্রাণমদং সর্কান্নমন্নান্নান্নম্নিতক্ৰমং অগ্নেতং মনোময়ং বিজ্ঞানমন্নমানন্দমন্নান্নানুপসংক্রামতি। অপাদৃশ্বেহনাশ্চোহনিক্কেহনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিদ্যতে। ৫

তত্রৈতচ্চিত্তাম্—কোরমবৎনিৎ, কথং বা সংক্রানতি; কিং পরমাদা-  
দ্বানোহন্তঃ সংক্রমণকর্তা প্রবিভক্তঃ, উত স এবৈতি। কিং ততঃ? বহন্তঃ,  
ত্ভ্যং ক্রতিনিরোধঃ—‘তৎস্বষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ’ ‘অন্তোসাংন্তোহহমস্মীতি।’ ন  
স বেদ’ ‘একমেবাষিতীয়ং ‘তত্ত্বমসি’ ইতি। অথ স এব আনন্দমন্নান্নানুপ-  
সংক্রামতীতি; কর্মকর্তৃস্থানুপপত্তিঃ। পরন্তুৈব চ সংসারিণ্যং পরীতবো বা।  
বহ্যভরণা প্রাপ্তো দোষো ন পরিহর্যুং শক্যত ইতি ব্যর্থী চিন্তা। অথ অন্ততরস্মিন্  
পক্ষে দোষাপ্রাপ্তিঃ, তৃতীয়ে বা পক্ষে অছষ্ট, সূ এব শাস্ত্রার্থ ইতি ব্যর্থৈব চিন্তা;  
ন, তদ্বিদ্ধারণার্থত্বাৎ। সত্যং প্রাপ্তো দোষো ন শক্যঃ পরিহর্যুং ~~অন্ততরস্মিন্~~  
তৃতীয়ে বা পক্ষে অছষ্টে অবধূতে ব্যর্থী চিন্তা ত্ভ্যং; নহু দোহবধূতঃ, ইতি  
তদবধারণার্থবাদর্থবতোদৈবচা চিন্তা। সত্যমর্থবতী চিন্তা, শাস্ত্রার্থাবধারণার্থত্বাৎ।  
চিৎস্বয়ি চ স্বং নহু নির্ণেয়সি। কিং ন নির্ণেতব্যমিতিবেদবচনং? ন; কথং  
তর্হি? বহুপ্রতিপক্ষত্বাৎ; একত্ববাদী স্বং, বেদার্থপরত্বাৎ; বহনো হি নানাশ-  
বাদিনো বেদবাহ্যঃ স্বংপতিপক্ষাঃ; অতো মমাশঙ্কা ন নির্ণেয়সীতি। এতদেব  
মে স্বত্ত্বয়নং—বদ্যামেকবোগিনমনেকবোগিবহুপ্রতিপক্ষমাখ। অতো, জেযামি  
সর্কান্ আরতে চ চিন্তাম্। ৬

স এব তু ত্ভ্যং, তদ্বাবস্তব বিবক্ষিতত্বাৎ। তদ্বিজ্ঞানেন পরমাত্মতাবো হি  
অত্র বিবক্ষিতঃ—‘ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরং’ ইতি। নহি অন্তত অন্ততাবাপ্তিরূপ-  
পশ্চতে। নহু তত্ভাসি তদ্বাবাপ্তিরনুপপন্নৈব। ন, অবিত্যাকৃতানাদ্ব্যাপোহার্ধ-  
ত্বাৎ। বা হি ব্রহ্মবিদ্যা স্বাত্মপ্রাপ্তিরূপমিশ্রতে, সা অবিত্যাকৃতত্বাৎ অদ্বাদি-  
বিশেষায়নঃ আত্মত্বেনাধ্যারোপিতত্বাৎ অনাদ্বয়নঃ অপোহার্ধা। কথমেবমর্থত্বাৎ  
অবগম্যতে? বিভামাত্রোপদেশাৎ। বিভামাত্র দৃষ্টং কার্য্যং অবিত্যানিবৃত্তিঃ;  
তচ্চেহ বিভামাত্রমাত্রপ্রাপ্তৌ সাধনরূপমিশ্রতে। মার্গবিজ্ঞানোপদেশবদিতি চেৎ,  
তদাত্মত্বে বিভামাত্রসাধনোপদেশোহহেতুঃ। কস্মাৎ? দেশান্তরপ্রাপ্তৌ মার্গ-  
বিজ্ঞানোপদেশদর্শনাৎ। নহি গ্রাম এব গংগতি চেৎ, ন; বৈবর্ধ্যাৎ, তত্র হি

গ্রামবিষয় নোপদিষ্টতে, তৎপ্রাপ্তিমাণবিষয়মেবোপদিষ্টতে বিজ্ঞানং ; ন তথেষ্বে ব্রহ্মবিজ্ঞানব্যাতিরেকেণ সাধনাস্তরবিষয়ং বিজ্ঞানমুপদিষ্টতে । ৭

উক্তকৰ্ম্মাদি-সাধনাপেক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং পরপ্রাপ্তৌ সাধনমিতি চেৎ, ন ; নিত্যস্বাক্ষোক্তেতাদিনা প্রত্যুক্তত্বাৎ । প্রতিষ্ঠ 'তৎ সৃষ্টী তদেবাহুপ্রাবিশৎ' ইতি কার্য্যস্ত তদাশ্রয়ং দর্শয়তি অভয়-প্রতিষ্ঠোপপত্তেচ্চ । যদি বিভাবান্ বাহুঃ নাহন্তং ন পশ্নতি, ততঃ অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্ধত ইতি ত্বাৎ, তদ্বহেতোঃ পরস্ত অস্ত্যস্ত অভাবাৎ । অস্ত্যস্ত চ অবিভাকৃতত্বাৎ বিভয়া অবশ্যবদর্শনোপপত্তিঃ ; তন্নি দ্বিতীয়স্ত চক্ষুস্ত অসম্বদম্, যদতৈমিরিকেণ চক্ষুস্তা ন গৃহতে ; নৈবং ন গৃহতে ইতি চেৎ, ন ; স্রুশ্চসমাহিতয়োঃ গ্রহণাৎ । ৮

স্রুশ্চোগ্রহণমস্তাসক্তবদ্বিতি চেৎ, ন , সৰ্ব্বাগ্রহণাৎ । আগ্রংবপ্নয়োঃ স্ত্যস্ত গ্রহণাৎ সম্ভবেতি চেৎ, ন ; অবিভাকৃতত্বাৎ আগ্রংবপ্নয়োঃ ; যদন্তগ্রহণ আগ্রং-বপ্নয়োঃ, তদবিভাকৃতত্বং, বিভাবাবে অভাবাৎ । স্রুশ্চোগ্রহণমপি অবিভাকৃতমিতি চেৎ, ন ; স্বাভাবিকত্বাৎ । স্রব্যস্ত হি তদ্ব্যবিক্রিয়া, পরানপেক্ষ-ত্বাৎ ; বিক্রিয়া ন তদ্ব্য, পরাপেক্ষত্বাৎ । নহি কারক্যাপেক্ষং বস্তনত্বত্বং ; সত্যো বিশেষঃ কারক্যাপেক্ষঃ । বিশেষচ্চ বিক্রিয়া ; আগ্রংবপ্নয়োঃ গ্রহণম্ বিশেষঃ । যচ্চ যস্ত নাস্ত্যাপেক্ষং স্বরূপং তৎ তস্ত তদ্ব্য ; যদন্ত্যাপেক্ষং, ন তৎ তদ্ব্য ; অন্ত্যভাবে অভাবাৎ তদ্ব্য স্বাভাবিকত্বাৎ আগ্রংবপ্নবৎ ন , স্রুশ্চোগ্র বিশেষঃ । যেবাং পুনরীধরোহন্ত আশ্বনঃ, কার্য্যক অস্ত্যৎ, তেবাং ভয়ানিবৃতিঃ, ভয়ন্ত অন্তনিমিত্তত্বাৎ ; সতচ্চ অন্ত্য আশ্বহানামুপপত্তিঃ । ৯

নচ অসত আশ্বলাভঃ । সাপেক্ষস্ত অন্ত্য ভয়হেতুত্বমিতি চেৎ, ন ; তস্তাপি তুল্যত্বাৎ । যদন্ত্যাস্তমুপহারীভূতং নিত্যনিত্যং বা নিমিত্তমপেক্ষ্য অন্ত্যতরকারণং ত্বাৎ, তস্তাপি তথাকৃত্ত আশ্বহানাত্বাৎ ভয়ানিবৃতিঃ, আশ্বহানে বা সদসত্যো-রিতরেতরাপত্তৌ সৰ্ব্বত্র অনাশ্বাস এব । একত্বপক্ষে পুনঃ সনিমিত্তস্ত সংসারস্ত অবিভাক্লিতত্বাদদোষঃ । তৈমিরিকদৃষ্ট হি দ্বিতীয়চক্ষুস্ত ন আশ্বলাভো নাশো বা অস্তি । বিভাবিক্রয়োঃ তদ্ব্যবিক্রমিতি চেৎ, ন ; প্রত্যক্তত্বাৎ । বিবেকাবিবেকৌ রূপাদিবৎ প্রত্যাক্ষাৰূপলভ্যেতে অন্তঃকরণহৌ । নহি রূপস্ত প্রত্যক্তস্ত সত্যো স্রষ্টৃধৰ্ম্মত্বং । ১০

অবিভা চ বাহুতবেন রূপ্যতে -- স্রুশ্চোগ্রং অবিভিক্তং মম বিজ্ঞানম্ ইতি । তথা বিভাবিবেকোহন্তুত্বয়তে । উপদিশতি চ অন্তেত্যা আশ্বনো বিভাৎ বুধাঃ । তথা চ অন্তে অবধারণন্তি । তদ্ব্যবহাযরূপণকত্বৈব বিভাবিক্তে নামরূপেচ , ন

আত্মধর্মো ; 'নামরূপয়োনির্কীৰ্ত্তিতা তে বদন্তরা তদ্বন্ধ' ইতি শ্রুত্যস্তরাৎ । তে চ পুনর্নামরূপে সবিতর্যাহোরাত্রে ইব কল্পিতে ; ন পরমার্থতো বিদ্যমানে । অভেদে 'এতানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি' ইতি কণ্ঠকর্তৃছানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন ; বিজ্ঞান-মাত্রত্বাৎ সংক্রমণত্বাৎ ন জলুকাদিবৎ সংক্রমণমিহোপদিশ্যতে ; কিং তহি ? বিজ্ঞানমাত্রঃ সংক্রমণশ্রুতেরর্থঃ ॥১১

নহু মুখ্যমেব সংক্রমণং শ্রুতে—উপসংক্রামতীতি ইতি চেৎ ; ন, অল্পময়ে অদর্শনাৎ । নহি অল্পময়মুপসংক্রামতঃ বাহাদম্মাৎ লোকাৎ জলুকাবৎ সংক্রামণং বৃশতে, অত্থথা বা । মনোময়স্ত বহির্নির্গতস্ত বিজ্ঞানময়স্ত বা পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত্যা আত্মসংক্রমণমিতি চেৎ, ন ; স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ । অতোহল্পময়মুপসংক্রামতীতি প্রকৃত্য মনোময়ো বিজ্ঞানময়ো বা স্বাত্মানমে-বোপসংক্রামতীতি বিরোধঃ স্তাৎ । তথা ন আনন্দময়স্তাত্মসংক্রমণমুপ-পত্ততে । তন্মাত্র প্রাপ্তিঃ সংক্রমণং, নাপি অল্পময়াদীনামন্ততমকর্তৃকং, পারিশেষাদানন্দময়মাত্মানন্দময়ত্বাব্যতিরিক্তকর্তৃকং জ্ঞানমাত্রকং সংক্রমণমুপ-পত্ততে । জ্ঞানমাত্রেষু চানন্দময়ান্তঃস্থত্বৈব সর্কীকৃতস্ত আকাশাত্মকমাত্মকং কার্য্য-মুদ্রা অমুপ্রবিষ্টস্ত হৃদয়শুদ্ধাসিতসম্বন্ধাৎ অল্পময়াদিষ্মনাত্মনু আত্মবিভ্রমঃ সং-ক্রমণাত্মকবিবেকজ্ঞানোৎপত্ত্যা বিনশ্বতি । তদেতদ্বিভ্রমবিভ্রাবিভ্রমনাশে সংক্রমণ-একউপচর্য্যতে ; ন হত্থথা সর্কীগতস্তাত্মনঃ সংক্রমণমুপপত্ততে । বহুস্তরাভাবাচ্চ । ন চ স্বাত্মন এব সংক্রমণম্ ; ন হি জলুকা আত্মানমেব সংক্রামতি । তস্মাৎ সত্যং জ্ঞানমনঃ প্রজ্ঞেতি যথোক্তলক্ষণাশ্রুতিপিতৃার্থমেব বহুভবন-সর্গপ্রবেশ-রস-লাভাভরসংক্রমণাদি পরিকল্পাতে ব্রহ্মণি সর্কীব্যবহারবিষয়ে ; ন তু পরমার্থতো নির্কীকল্পে ব্রহ্মণি কশ্চিদপি বিকল্প উপপত্ততে । তমেতৎ নির্কীকল্পমাত্মানমেব ক্রমেণোপসংক্রম্য বিদিত্বা ন বিভেতি কূতশ্চন অন্তর্য প্রভিষ্ঠাৎ বিন্দত ইত্যে তদ্বিষয়েহপি এব শ্লোকো ভবতি । সর্কীকৃত্যন্ত প্রকরণতানন্দব্যর্থস্ত সজ্জপত প্রকাশনাত্মৈব ময়ো ভবতি ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্যাম্ অষ্টমাহুবাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ৩—এখন উক্ত মীমাংসাকলের উপসংহার কঃ হইতেছে, অর্থাৎ পূর্বে যে আনন্দের মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে, এখ উপসংহারকালে তাহারই প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে ।—‘স’ বঃ চারং পূর্বে ইত্যাদি ।

পনঃ ষোড়শমঃ পদ্যগ্রন্থায় অবস্থিত যিনি, আকাশ হইতে অল্পময় কে



পর্যাপ্ত সমস্ত কার্য্যরাশি সৃষ্টি করিয়া তদ্বধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই এখানে 'সঃ যঃ' কথার উল্লিখিত হইয়াছেন বুঝা যাইতেছে ।

ইনি কে ? যিনি পুরুষে ( জীবদেহে ) 'অয়ং'—প্রত্যক্ষরূপে, এবং যিনি আদিত্যমধ্যে 'অসৌ'—পরোক্ষ বা ব্যবহিতরূপে স্রোত্রিয়গ্রাহ্য পরমানন্দরূপে নির্দিষ্ট হন, এবং সুখভোগী দেবতাগণ বাহার একাংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকেন । [ বুঝিতে হইবে, ] তিনি এক,—ভিন্ন ভিন্ন স্থানবর্তী বিভিন্ন ঘটগত আকাশ যেমন মূলতঃ এক, তেমনি এই দেহে ও আদিত্যে অবস্থিত সেই পরমানন্দও স্বরূপতঃ এক—ঐভিন্ন বস্তু । ১

ভাল কথা, যদি আদিত্যমণ্ডলস্থ আত্মার সচিত দেহাধিষ্ঠিত আত্মার ঐক্য নির্দেশ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'সঃ যশ্চায়ং পুরুষে' এইরূপ সাধারণভাবে বেহসম্বন্ধ নির্দেশ করা ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই ; বরং বিশেষভাবে 'যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ্' বলাই সঙ্গত হইত ; উহাই ঋতিপ্রসিদ্ধ । (১) না, এখানে সে কথা সঙ্গত হয় না ; কারণ, ইহা পরমানন্দ-সম্পর্কিত কথা ; পূর্বোক্তি 'অদ্বৈতে অনায়া' ও 'ভীষাম্মাং বাতঃ পবতে' ইত্যাদি বাক্যস্থ পরমান্দ্রই এখানে অধিকৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ এখানে সেই প্রস্তাবিত পরমান্দ্র কথাই বলা হইতেছে ; নচেৎ, হঠাৎ মধ্যস্থলে একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না । বস্তুতঃ পরমান্দ্র-বিজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত—ঋতির অভিপ্রেত অর্থ । অতএব সেই পরমান্দ্রাই এখানে উত্তরস্থলে এক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন ( অন্ত নহে ) । ২

( ১ ) তাৎপর্য্য—আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত আত্মা, আর এই মূলদেহমধ্যগত আত্মা, এতদুভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করাই যদি এই ঋতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে এখানে বলা উচিত ছিল—'স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ দক্ষিণে অক্ষণ্ ( অক্ষিণি )' ইতি । তাহা হইলেই অস্ত্র ঋতির সহিত সামঞ্জস্য বক্ষা পাইত । কেননা, অস্ত্র ঋতিতে এইরূপই আছে—'য এব এতন্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ্ পুরুষঃ' ইত্যাদি বাক্যে দক্ষিণ চক্ষুস্থিত পুরুষের সহিতই আদিত্য পুরুষের ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব সাধারণভাবে বেহাধিষ্ঠিত পুরুষকে আদিত্য পুরুষের সচিত এক বলায় ঋতিপ্রসিদ্ধির বিরোধ হইতেছে । তদ্বস্তুরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, বিরোধ ঘটে নাই ; কারণ, সেখানে ঐরূপ ঐক্য অবলম্বন করিয়া উপাসনা যাত্রা বিচি্ত হইয়াছে । অস্ত্র স্থানেও উপাসনার অভিপ্রায়ে ঐ ভাবেই নির্দেশ করা হইয়াছে । এখানে কিন্তু উপাসনার কথা মোটেই নাই ; তাই সাধারণ ভাবে ঐক্যমাত্র নির্দেশ করিয়াছেন ।

ভাল কথা, এখানেও আনন্দের মীমাংসা প্রকৃত বা উপকৃত হইয়াছে ; অতএব তাহারও ফলোপসংহার করা উচিত ছিল। কারণ, স্বাভাবিক যে, পরমানন্দ, তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ, কিন্তু বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত আনন্দ নহে। হাঁ, এখানেও ‘স ব্ৰহ্মায়ং’ পুরুষে ব্রহ্মসাম্বাদিত্যে’ এই বাক্যে তদমুরূপ কথাই বলা হইয়াছে। তবে, বিভিন্ন অধিকরণের সহিত সম্বন্ধসত্ত্বেও যে, তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না, তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাল, উপাধি-সম্বন্ধ দ্বারাও পরমাত্মার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, ইহাই যদি উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় হয়, তবে বিশেষভাবে আদিত্যের উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হয় (সাধারণভাবে বলিলেই হইত)। না, আদিত্যের উল্লেখ নিরর্থক নহে ; উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরিবর্তনই উহার উদ্দেশ্য। মূর্ত্তামূর্ত্তময় দ্বৈতপ্রপঞ্চের মধ্যে আদিত্যের উৎকর্ষ সর্বাধিক। এখন তিনিও যদি পরমানন্দ লাভ বিষয়ে দেহাদিগত উৎকর্ষ-নিরসনপূর্ব্বক সমতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে যে, কোন প্রকার উৎকর্ষাপকর্ষই থাকিতে পারে না ; এবং তিনি যে, অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন কথাও উপপন্ন হইতেছে। ৩

[এ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে] ‘অস্তি নাস্তি’ বিষয়ক প্রশ্ন ব্যাখ্যাত হইল। জীব-জগতে বিষয়েন্দ্রিয়ার সম্পর্কজনিত যে আনন্দ প্রাপ্তি, প্রাণনাড়ি ব্যাপার, অভ্যন্তরপ্রতিষ্ঠা ও ভয়দর্শন প্রভৃতি কার্য্য, তদর্শনে ও তদ্ব্যুলক যুক্তিদৃষ্টে আকাশাদির কারণীভূত এন্ধের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারা একটা প্রশ্নেরও (নাশি ও শঙ্কায়) উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। ইহার পরে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ভেদে ব্রহ্মকে পাওয়া বা না পাওয়া বিষয়ে আরও দুইটা প্রশ্ন আছে। তন্মধ্যে বিদ্বান্ ব্রহ্মরস আশ্বাদন করেন, বা করেন না, এটা হইতেছে শেষ প্রশ্ন। এখন সেই প্রশ্নের অপনয়নার্থ বলা হইতেছে—এই অস্তিম প্রশ্নের উত্তরেই মধ্যম প্রশ্নটিরও উত্তর হইয়া যায় ; এই জন্য মধ্যম প্রশ্ন-নিরাসের জন্য আর পৃথক্ প্রয়াস করা আবশ্যক হইতেছে না। ৪

যে কোন লোক অজ্ঞানকৃত উৎকর্ষাপকর্ষময় ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ‘আমি হইতেছি—যথোক্ত-প্রকার সত্য জ্ঞান অনন্ত ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ’ এই প্রকার জ্ঞানলাভ করেন, তিনিই এখানে ‘এবংবিদ্’ পদবাচ্য। কারণ, ‘এবং’ শব্দে সাধারণতঃ প্রস্তাবিত বিষয়ই বুঝাইয়া থাকে। [ব্রহ্মই এখানে প্রস্তাবিত ; সুতরাং ব্রহ্মই ‘এবং’ পদের অর্থ।] সেই এবংবিদ্ পুরুষ ইহলোক হইতে

গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টার্থক—ঐহিক ও পারলৌকিক প্রিয়-বিষয়াত্মক এই সংসার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ সে সমুদয় বিষয়ে বীতশুভ হইয়া পূর্ববর্ণিত এই অল্পময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ দৃশ্যমান বিষয়রাশিকে অল্পময় দেহ-পণ্ডের অতিরিক্ত বলিয়া দর্শন করেন না ; তিনি সমস্ত স্থূল ভূতকেই অল্পময় আত্মারূপে দর্শন করেন । তাহার পর আরও অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অল্পময় আত্মার মধ্যবর্তী প্রাণময় আত্মাকে তদভিন্নতায় নিরীক্ষণ করেন ; তাহার পর ক্রমে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকেও দর্শন করিয়া থাকেন ; সর্বশেষে পূর্বোক্ত অদৃশ্য, অনায়া ক্লানিকৃত ও অনিলয়ন আত্মাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । তখন তাহার সংসার-ভয় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়া যায় ।

এস্থলে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই 'এবংবিদ' পুরুষটি কে ? কিরূপেই বা তিনি সংক্রমণ করেন ? এই সংক্রমণের কথা কি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—অন্ত কেহ ? না, সেই পরমাত্মাই ?—ভাল, এই বিচারে ফল কি ? সংক্রমণকারী যদি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হন, তাহা হইলে, 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তদ্ব্যবধি ~~করিতেছেন~~', 'যিনি মনে করেন, আমি অগ্র এবং আমার উপাত্তও অগ্র, তিনি বস্তুতঃ পরমাত্মকে জানেন না,' 'তিনি এক ও অদ্বিতীয়' 'তুমি তৎস্বরূপ' এক-বোধক এই সকল প্রতি বিরুদ্ধ হয় । আর তিনি যদি নিজেই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও কৰ্ম-কঙ্কড়া উপপন্ন হয় না, (একই বস্তু একই ক্রিয়ার কৰ্তা ও কৰ্ম হইতে পারে না), পক্ষান্তরে পরমাত্মারই সংসারিত্ব হইয়া পড়ে, অথবা তদবস্থায় পরমাত্মারই অভাব কল্পিত হইতে পারে । এই প্রকারে উভয় পক্ষেই, যে দোষের প্রাপ্তি সম্ভব হয় এবং তাহার পরিহার বা সমাধানও যদি অসম্ভব হয়, তবে এই প্রকার বিচারের প্রয়োজন কি ? যদি বল, ইহার মধ্যে একটি পক্ষ গ্রহণ করিলে কিংবা নির্দোষ তৃতীয় পক্ষটি মাত্র গ্রহণ করিলে ত কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা দেখা যায় না, তাহা হইলেও সেই নির্দোষ পক্ষই শাস্ত্রার্থরূপে নির্দ্ধারিত হউক ; বৃথা বিচারে আবশ্যক কি ?—না, বিচার নিরর্থক নহে ; সেই অল্পষ্ট পক্ষ নির্দ্ধারণ করায় বিচারের প্রয়োজন । অভিপ্রায় এই যে, সত্য বটে, অল্পতর পক্ষ কিংবা নির্দোষ তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিলেও যখন সম্ভাবিত দোষের পরিহার করা যায় না, তখন উদ্বিগ্নে বিচার-চর্চা বৃথা হইতে পারে সত্য ; কিন্তু এখন পর্যন্ত যখন কোন একটি পক্ষই নির্দোষরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই, তখন ত্রিবিধারণার্থই চিন্তা করা আবশ্যক হইতেছে । শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন ঐরূপ চিন্তা সার্থকও বটে এবং তুমিও

যথেষ্ট চিন্তা করিতেছ ; কিন্তু কিছু নির্ণয় ত করিতে পারিতেছ না । ভাল, নির্ণয় করা যায় না, এরূপ কোন বেদবাক্য আছে কি ? না, সে প্রকার কথা নহে ; তবে কি প্রকার কথা ? না, বহুবিধ বাধা থাকায়ই [ নির্ণয় করা যায় না, বলিতেছি ] কেননা, তুমি একত্ববাদী ( ঈদৈতবাদী ) ; কারণ, তুমি এইরূপই বেদার্থ [ কিংনা করিয়া থাক ] ; কিন্তু নানাত্ববাদী বেদবাক্য ( বেদার্থবিমুখ ) বহুলোক তোমার প্রতিপক্ষ রহিয়াছে ; এইজন্যই আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তুমি নির্ণয় করিতে পারিবে না । ভাল, ইহাই আমার পরম মঙ্গলের কারণ যে, তুমি আমাকে একত্ববাদী বলিয়া অনেকত্ববাদী বহুলোককে আমার প্রতিপক্ষ বলিতেছ । এই কারণই আমি তোমাকে পরাজয় করিতে পারিব মনে করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি । ৬

[ প্রথমোক্ত তিনটি প্রশ্নের মধ্যে শেষ প্রশ্নে যে, বলা হইয়াছিল ‘উত স এব’ অর্থাৎ তুমি নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হন কি ? এখন সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন ] তিনিই অর্থাৎ পরমাত্মা নিজেই নিজেকে প্রাপ্ত হন ; কেননা, এখানে পরমাত্মভাব প্রাপ্তিই বিবক্ষিত বা ক্রতির অভিপ্রেত । এখানে ‘একবিদ্ আপ্নোতি পরম্’ শ্রুতিতে পরমাত্মবিজ্ঞানে পরমাত্মভাবপ্রাপ্তিই অভিপ্রেত । কারণ, অল্প পদার্থ কখনই অল্প পদার্থ হইয়া বাইতে পারে না । ভাল, অভেদপক্ষেও তাহারই তত্ত্বাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ একেবারেই প্রাপ্যপ্রাপকতাব কখনই হইতে পারে না ; না, এরূপ আপত্তিও সম্ভব হয় না ; কারণ, অবিজ্ঞাকৃত ভেদ নিবারণই উহাও উদ্দেশ্য । ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে যে, স্বরূপ-প্রাপ্তির উপদেশ করা হইয়া থাকে ; অবিদ্যাবশতঃ আত্মরূপে আত্মোপিত যে, অন্নময়াদি কোষরূপ অসত্য আত্মা, সেই সমুদয় অনাত্মপদার্থ অপনয়ন করাই সেই সৰ্ব্ব শ্রুতি উপদেশের উদ্দেশ্য, ( কিন্তু তাৎপর্য্য লাভ নহে । ভাল কথা, ঐ ক্রতির যে এরূপ অর্থ, তাহা জানা যায় কি ? [ উত্তর— ] যেহেতু ঐ শ্রুতিতে কেবল বিজ্ঞানাত্মেরই উপদেশ আছে । বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করা হইতেছে—অবিজ্ঞানবিস্তি । এখানেও আত্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে কেবল বিজ্ঞানই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে । এ উপদেশ ত সম্ভব হইলে মার্গবিজ্ঞানোদেশের ভ্রম হইতে পারে ; সুতরাং সাধনরূপে বিজ্ঞানাত্মের উপদেশ কখনই তত্ত্বাবপ্রাপ্তির হেতু হইতে পারে না । কেননা, দেখা যায় - দেশান্তরে বাইতে হইলে শোকে পথের পরিচয় লইয়া থাকে ; কিন্তু সেই গন্তব্যস্থানইত আর গমনের কর্তা হয় না ; কর্তা হয় অপর লোক । না, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, বৈষম্য আছে । দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়—উপদেশকর্তা গন্তব্য গ্রাম সম্বন্ধে উপদেশ

করে না, উপদেশ করে গ্রামে বাইবার পথপরিচয় সঞ্চকে ; এখানে ত প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের বিজ্ঞান ব্যতীত তৎপ্রাপ্তির কোন সাধনেরই উপদেশ করা হইতেছে না । অতএব পথপরিচয়ের দৃষ্টান্তটী ইহার অনুরূপ হইতেছে না । ৭

‘আর কর্মাদি সাধনসাপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানকে যে • পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনরূপে উপদেশ করা হইতেছে, তাহাও বন্দিতে পার না ; কারণ, মোক্ষপদার্থ নিত্য, (কোন প্রকার সাধনসাপেক্ষ নহে) । ইত্যাদি বাক্যে পূর্বেই উক্ত আশঙ্কা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (১) ; এবং ‘তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন’ এই ঐশ্বর্য ও জাগতিক পদার্থমাত্রকেই ব্রহ্মায়ক ( ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরক্ত ) বলিয়া বুঝাইতেছেন । বিশেষতঃ অভয় প্রতিষ্ঠাও [ অভেদপক্ষেই ] উপপন্ন হয়, যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ যদি আত্মব্যতিরেকে আর কিছুই দর্শন না করেন, তবেই অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন ; কারণ, তদবস্থায় ঐয়ের কারণভূত অস্ত্র কোনও দ্বিতীয় পদার্থের বোধ থাকে না । অপর দ্বিতীয় পদার্থগুলি যদি অবিদ্যাকৃত ( অসত্য ) হয়, তবেই বিদ্যাধারা সে সময়ের অসত্যতা দর্শন উপপন্ন হইতে পারে, ( নচেৎ নহে ) । [ আর সেই অসত্যতাদর্শনই বস্তুতঃ বৈতনিক ; যেমন ত্রাস্তিকৃত ] দ্বিতীয় চক্ষের তাহাই অসত্যতা বা মিথ্যা বৈ, তৈমিরিক রোগবিহীন চক্ষুমান লোকের দেখিতে না পাওয়া । অভিপ্রায় এই যে, তৈমিরিক রোগাক্রান্ত লোক রোগের দোষে একটি বস্তুকেও দুইটি বলিয়া মনে করে, — একটি চক্ষুকেও দুইটি দেখে । অন্যা, তাহার দৃষ্ট সেই দ্বিতীয় চক্ষুটী যে ত্রাস্তিকৃত অসত্য, তাহা জানা যায় কিরূপে ? না, যেহেতু ঐরূপ রোগবিহীন চক্ষুমান লোকেরা ঐ দ্বিতীয় চক্ষু দেখিতে পায় না ; সত্য হইলে অবশ্যই তাহারাও দেখিতে পাইত ; এইরূপ অজ্ঞানের ত্রয়োৎপাদক বৈত-প্রপঞ্চও অবিদ্যাকৃত — অসত্য ; যেহেতু প্রকৃত চক্ষুমান জ্ঞানীগণ উহার সত্যতা

(১) পূর্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন সত্য ; কিন্তু কর্মসাপেক্ষ, অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম দ্বারা অগ্রে চিত্তশুদ্ধি করিতে হয় ; পরে শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ক্রমে ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া ভীষের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটায় । অতএব ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন তির্যক্ কিছূই নহে । ব্রহ্মবিজ্ঞান যদি ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন হয়, তবে উক্ত মার্গোপদেশের সহিত সমানই হয় । তত্বতত্ত্বের ভাব্যাকার বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম পদার্থেরই সাধন থাকে ও থাকা আবশ্যক হয়, কিন্তু মোক্ষ বখন নিত্য, তখন উহার সাধনই সম্ভবপর নয় ।

দেখিতে পান না। যদি বল একরূপ অগ্রহণ বা অদর্শন ত কখনও হয় না ; তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সুস্থ ও সমাধিস্থ পুরুষেরা দ্বৈত অসৎ দর্শন করেন না । ৮

যদি বল, বিবরাস্তরে নিবিষ্টচিত্ত লোক যেমন সন্মুখস্থ বিষয়ও নিরীক্ষণ করে না, সুস্থের অদর্শনও ঠিক তেমনই ? না, তাহাও বলিতে পার না ; কেন না, তখন ত কোন বিষয়েই জ্ঞান থাকে না ; [সুতরাং অন্ত্যাসক্তচিত্ততা বলা যায় না] । যদি বল, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সময়ে যখন দ্বৈতদর্শন অব্যাহত থাকে, তখন উহা সত্যই ; না, তাহাও নহে ; কারণ, জাগ্রৎ স্বপ্ন অবস্থা দুইটিও অবিচ্ছিন্ন ; জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার যে ভেদদর্শন, তাহাও অবিচ্ছিন্ন ; যেহেতু বিভ্রাণ উদয়ে উহারও অভাব হয় । তাহা হইলে সুস্থিসময়ে যে, বিষয়ের অদর্শন, তাহাও অবিচ্ছিন্ন বলা যাইতে পারে ? না, তাহা বলা যাইতে পারে না ; কারণ, এই অদর্শন স্বাভাবিক ( অবিচ্ছিন্নজনিত নহে ) । কেন না ; অবিকৃত ভাবই দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম, কারণ, উহাতে কোনও কারণের অপেক্ষা থাকে না ; পক্ষান্তরে বিকার কখনই কোন দ্রব্যের তত্ত্ব বা স্বাভাবিক ধর্ম হইতে পারে না ; কারণ, উৎপন্নপরাপেক্ষিত বা পরের দ্বারা উৎপাদিত হয় বস্তুর তত্ত্ব বা স্বাভাবিকতা কখনই কোনও কারণকে অপেক্ষা করে না । বস্তুর অভেদাবস্থাই কারক-সাপেক্ষ হইয়া থাকে । সেই বিশেষ বা বৈলক্ষণ্যমাত্রই বিকার ( বস্তুর অন্তর্ভাব ) ; জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার যে, বয়ঃগ্রহণ, তাহাও একরূপ বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য মাত্র ; সুতরাং বিকার মধ্যে পরিগণিত ] । বাহার যে রূপটি অন্ত-নিরপেক্ষ, তাহাই তাহার প্রকৃত তত্ত্ব ; আর বাহা অন্ত্যাপেক্ষিত, তাহা তাহার তত্ত্ব নহে ; যেহেতু সেই অন্ত বস্তুটির অভাবে তাহারও অভাব হইয়া থাকে । অতএব স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই সুস্থিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান কোন বিশেষ বিকার সম্বন্ধ থাকে না । ৯

পক্ষান্তরে, বাহাদের মতে আত্মা হইতে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং কার্য ও কারণ হইতে পৃথক্ বস্তু ; তাহাদের পক্ষেই ভয়ের নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না ; কারণ, তাহাদের তত্ত্ব অন্ত্রনিমিত্তক অর্থাৎ দ্বিতীয় পদার্থ হইতে আগত এবং দ্বিতীয় পদার্থ যখন বিদ্যমানই থাকে, তখন তাহার স্বরূপহানি-হওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে । আর বাহা স্বরূপতই অসৎ অপ্রতিবিম্বিত, তাহার কখন আত্মলাভ বা অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না । যদি বল, দ্বিতীয় পদার্থ যে ভয়োৎপাদন করে, তাহারও কারণান্তর থাকিতে পারে ? না, সে কথাও হইতে পারে না ; কারণ

তাহার অবস্থাও এতদ্বারা । তুমি বলিবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি নিত্য বা অনিত্য যে কোনও সহকারীকে অপেক্ষা করিয়া অল্প পদার্থ ভয়োৎপাদক হউক না কেন, না ; তাহাও যখন স্বতন্ত্র পদার্থ, তখন তাহারও স্বরূপহানি হইতে পারে না ; সুতরাং সে পক্ষেও ভয়নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না । আর সমস্তরও যদি স্বরূপক্ষয় হয়, তবে সং ও অসত্তের পার্থক্যই চলিয়া যায় ; সুতরাং কোথাও লোকের বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না । একমতবাদীর পক্ষে কিন্তু এ দোষ হয় না ; কেন না, এই সংসার অদৃষ্টাদি কারণসাপেক্ষ হইলেও অবিচ্ছিন্ন—অসত্য ; কাজেই পূর্বোক্ত কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না । আর পূর্বে যে তৈমিরিকদৃষ্ট দ্বিতীয় চক্সের কথা বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ সেখানে দ্বিতীয় চক্সের স্বরূপতাই সত্তা বা বিনাশ, কিছুই নাই । তাহার পর, বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাকে বস্তুধর্ম্মও বলিতে পার না ; কারণ, উহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ । রূপ রসাদি গুণগুলি যেরূপ দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষ হয়, বিবেক অবিবেকও তদ্রূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্মরূপেই প্রত্যক্ষ হয় । দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষগোচর রূপ রসাদি গুণকে কেহই ত দ্বিতীয় ধর্ম্মরূপে কল্পনা করে না । ১০

—~~নিম্নোক্ত~~ অবিজ্ঞা পদার্থটাও ‘আমি মূঢ় (মোহগ্রস্ত), আমার বুদ্ধি এখন বিবেকশূন্য’ ইত্যাদি স্বীয় অজ্ঞতাবের সাহায্যেই নিরূপিত হইয়া থাকে । সেইরূপ বিজ্ঞার পার্থক্যও আত্মাহুত্ব-প্রাপ্ত । পণ্ডিতগণ আপনাদের বিজ্ঞা পরকে উপদেশ করিয়া থাকেন । অপর লোকেও উপদেশেই অজ্ঞরূপ অর্থ অবশ্যাবণ করিয়া থাকে । অতএব এই বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা নাম রূপেরই অন্তর্গত নাম-রূপাত্মক বটে,—আত্মার ধর্ম্ম নহে । যেহেতু, অপর প্রতিতে আছে—‘একই নাম ও রূপের স্বরূপাধারক ; সেই নাম ও রূপ বাহার মধ্যে অবস্থিত আছে, তিনিই সেই ব্রহ্ম ।’ নিত্য প্রকাশমান স্বর্ঘ্য যেমন দিন-রাত্রি ভাব কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত নাম রূপও ব্রহ্মেতে কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মেতে নাম-রূপ সম্বন্ধ কখনও বিদ্যমানই নাই ।

যদি বল, অতের পক্ষ বাস্তবিক হইলে, ‘জীব এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া এইরূপে কর্ম্ম ও কর্তার নির্দেশ করা সম্ভব হইতে পারে না ; অর্থাৎ প্রাণী ব্রহ্ম, আর তৎপ্রাপক জীব যদি বস্তুতই এক বস্তু হয়, তাহা হইলে তেজ-সাপেক্ষ, ব্রহ্মের কর্ম্ম ও জীবের কর্ম্ম নির্দেশ সম্ভব হইতে পারে না । না—এ আপত্তিও করিতে পার না ; কারণ, এখানে ‘সংক্রমণ’ অর্থ বিজ্ঞান বা অজ্ঞতামাত্র ; কিন্তু জলুকা (জোঁক) প্রভৃতির সংক্রমণের দ্বারা এখানে সংক্রমণের উপদেশ করা হয় নাই ; তবে কি না, ব্রহ্মবিষয়ক কেবল বিজ্ঞানোপদেশই এখানে প্রতিভা অতিপ্রেরিত । ১১

তাল কথা, 'উপসংক্রমণ' বাক্যে ত বুখ্য উপসংক্রমণেরই কথা প্রত  
হইতেছে ? না, সে কথা বলিতে পার না ; কারণ, 'অন্নময়' কোবের স্থানে মুখ্য  
উপসংক্রমণের কথা নাই। কেন না, অন্নময়ে উপসংক্রমণের সময় ত,  
বর্তমান বহির্গোচক হইতে জলুকার মত অন্নময়ে বথার্থ উপসংক্রমণ দেখিতে  
পাওয়া যায় না, কিংবা অন্য প্রকারেও সংক্রমণ সম্ভব হয় না। [ যদি বল, সেখানে  
বুখ্য সংক্রমণ সম্ভব না হইলেও, ] দেহ হইতে বাহিরে নির্গত মনোময় ও বিজ্ঞান-  
ময়ের পক্ষে প্রত্যাগমনপূর্বক আত্মাতে উপসংক্রমণ করা সম্ভবপরই হয় ; না,  
তাহাও হয় না ; স্বাস্থ্যগত ক্রিয়াবিরোধই তাহার দ্বাধক। অভিপ্রায় এই যে 'অন্ন-  
ময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়', এই উপক্রমবাক্যে প্রাপ্ত অন্নময় ও তৎপ্রাপক জীবকে  
পরস্পর তিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া, এখন যদি মনোময় বা বিজ্ঞানময়  
কোষকে স্বাস্থ্যপ্রাপক বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তবে নিশ্চয়ই উপক্রম-বিকল্প কথা  
বলা হয়। তাহার পর, আনন্দময়ের পক্ষে ত আত্মসংক্রমণ মোটেই উপপন্ন হয় না ;  
( কারণ, মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের দ্বারা আনন্দময়ের কখনও বহির্গমন সম্ভবই হয়  
না ; সুতরাং উহার আত্মসংক্রমণও উপপন্ন হয় না। ) অতএব এখানে আত্মসংক্রমণ-  
প্রাপ্তি নহে, এবং অন্নময়াদির মধ্যে কেহ তাহার ( প্রাপ্তির ) কর্তাও নহে ; পরন্তু  
অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত, যে পক্ষ কোবের উল্লেখ আছে, তদতিরিক্ত কোন  
বস্তুই উহার কর্তা হইবে, এবং এই প্রাপ্তি বা সংক্রমণ অর্থও জ্ঞানমাত্র। এইরূপ  
সিদ্ধান্তই সম্ভব হয় (১)। এইরূপে সংক্রমণ শব্দের জ্ঞানমাত্ররূপ অর্থ স্থির হইলেই,  
আনন্দময়ের অভ্যন্তরস্থ এবং সর্বাঙ্গুরতম আত্মার পক্ষে আকাশাদি সর্ববস্তুর সৃষ্টি  
করার পর, তদ্বাধ্যে প্রবেশ ও ছন্দঃসুহার সহিত সম্বন্ধবশতঃ অন্নময়াদি অনাস্ব-  
পদার্থে আত্ম-ভ্রমও সম্ভব হয়, এবং সংক্রমণ শব্দবাচ্য বিবেক জ্ঞানের উদয়ে সেই  
প্রাপ্তির বিনাশও উপপন্ন হয়। কাজেই এখানে অবিতাক্রান্তিত প্রাপ্তি-বিনাশরূপ  
অর্থে 'সংক্রমণ' শব্দের উপচার বা দ্বিগুণ প্রয়োগ স্বীকার করিতে হয় ; নচেৎ সর্ব  
দ্ব্যাপী আত্মার পক্ষে কাহারও সঙ্গে অভিনব সংক্রমণ বা সংযোগ সম্ভবপর হয় না।

(১) তাৎপর্য—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মরূপী হইয়াও অজ্ঞানবশে আপনাকে ব্রহ্ম  
হইতে তিন্ন ও স্বকীয় ইত্যাদি ভ্রান্তিবোধে বদ্ধ হয় ; জানোদয়ে—'আমি ব্রহ্মস্বরূপ,  
ভ্রান্তি নহে' এইরূপ বোধোদয়ে সেই অবিতাক্রান্তি তিরোহিত হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জীবের  
জীবতাব বা অস্বরূপতাবও দূর হইয়া যায়। এই প্রকার জ্ঞানলাভেরই নাম ব্রহ্ম-  
প্রাপ্তি বা ব্রহ্মলাভ : কিন্তু ব্যবহারিক 'প্রাপ্তি' নহে। এইজন্তই ভাস্যকার সংক্রমণ  
কথার ঐক্য অর্থ বাগতে দেখা হইয়াছেন।



আত্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাবও উক্ত অনুপপত্তির অপর কারণ ; আত্মা ত নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হইতে পারে না । কারণ, জলুকা ( জ্যোতি ) কখনও আপনাকেই প্রাপ্ত হয় না, ( পরন্তু অপর তৃণ প্রভৃতিকেই প্রাপ্ত হয় ) । অতএব আমরা আত্মার বরূপ স্বরূপ নিরূপণ করিলাম, সেই আত্মবিশয়ক বোধ সমুৎপাদনের নিমিত্তই “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” বাক্যে সর্ববিধ ব্যবহারের অগোচর ব্রহ্ম বিষয়ে বহু ভবন, স্মৃতি, তদ্বাধ্যে প্রবেশ, রসলাভ, অন্তর প্রতিষ্ঠা, ও সংক্রমণ প্রভৃতি ব্যবহার কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু পরমার্থতঃ নির্বিকল্প ( সর্বপ্রকার ব্যবহারের অভীত ) ব্রহ্ম বিষয়ে কোন প্রকার কল্পনাই উপপন্ন হয় না ও হইতে পারে না । সেই এই নির্বিকল্প আত্মাকে বোধোক্ত প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া—অবগত হইয়া কোথা হইতেও তার প্রাপ্ত হন না—অন্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । এই বিষয়েও একটা শ্লোক ( মন্ত্র ) আছে । বুঝিতে হইবে, এই মন্ত্রটী সংক্ষেপতঃ এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উক্ত প্রকরণগত সমস্ত তাৎপর্য্য প্রকাশনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টমাহুবাকের ভাষ্যাহুবাদ ॥ ৮ ॥

যতো বাচো নিবর্তন্তে । অপ্রাপ্য মনসা সহ ।  
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ । ন বিভেতি কৃতশ্চনতি ।

এ তৎ হ বাব ন তপতি । কিমহং সাধু নাকরবম্ ।  
কিমহং পাপসকরবসিতি । স ন এতং বিদ্বানেতে আত্মানন্দং  
স্পৃগুতে । উভে হেতুস এতে আত্মানন্দং স্পৃগুতে । ন এতং  
বেদ । ইত্যুপনিষৎ ॥ ১৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমোহুবাকঃ ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সমাপ্তা ॥

সম্বল্লার্থঃ ।—বাচঃ ( বক্তৃস্বরূপ-প্রকাশনার্থং প্রাযোক্ত্যানি বচনানি ) মনসা ( ভাবনিষ্ঠারকেন অন্তঃকরণেন ) সহ অপ্রাপ্য ( বক্তৃং ভাতৃং চ অপায়য়ন্ত্যঃ ) যতঃ ( যস্যং কারণরূপাং ব্রহ্মণঃ সকাশাং ) নিবর্তন্তে ( স্বযাপ্যারাম্য হীয়ন্তে ) । ( কোহপি জনঃ ) ব্রহ্মণঃ ( স্বরূপভূতঃ ) [ তং ] আনন্দং বিদ্বান্ ( জানন্ সন্ ) কৃতশ্চন ( কস্মাদপি নিমিত্তাং ) ন বিভেতি [ ভয়হেতোঃ দ্বিতীয়স্ত অভাবাং ] ইতি । এতন্ হ বাব ( এব ), কিং ( কস্মাং ) অহং সাধু ( পুণ্যং কর্ত্ত্ব ) ন অকরবম্ ( ন কৃতবান্ অস্মি ), কিং ( কস্মাং ) অহং পাপং ( নিষিদ্ধং কর্ত্ত্ব ) অকরবম্

( কৃতবান্‌ অশ্বি ) ইতি ( এবংরূপঃ পশ্চাত্তাপঃ ) ন তপতি ( ন উৎকলয়তি )  
 সঃ বঃ ( বঃ কশিৎ ) এতে ( পুণ্যকৰ্ম্মাকরণপাপাচরণে এবং ( যথোক্ত-  
 রূপেণ ) বিদ্বান্‌ ( জ্ঞানন্‌ সন্‌ ) আত্মানং স্পৃগুতে ( আত্মানং সবলং  
 কৰোতি, তৎ )। হি ( যতঃ ) এষঃ ( বিদ্বান্‌ : এতে ( পুণ্যকৰ্ম্মাকরণপাপ-  
 কৰ্ম্মণী ) উত্তে এব আত্মানং স্পৃগুতে ( আত্মভাবেন বিজ্ঞানাত্তি ) ; [ কঃ ? ]  
 বঃ এবং ( যথোক্তলক্ষণম্‌ অদ্বৈতম্‌ আনন্দং ) বেদ ( জ্ঞানাত্তি, স ইত্যর্থঃ )। ইতি  
 ( ইয়ং যথোক্তবিজ্ঞানলক্ষণা ) উপনিষদ্‌ ( ব্রহ্মবিদ্যা—সৰ্ব্বাভ্যঃ বিদ্যাভ্যঃ পরমং  
 রহস্তমিতিভাবঃ ) ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

মূলানুবাদ ।—বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত  
 অৰ্থাৎ বাক্য ও মন যাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও ধারণা  
 করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দ-  
 বিদ্‌ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না। আমি কেন উত্তম কৰ্ম্ম  
 করি নাই ; আমি কেন পাপ কৰ্ম্ম করিয়াছি, এই প্রকার ~~অনুতাপ~~  
 কেবল এই লোককেই সম্ভাপ দেয় না ; সেই—যে লোক এই  
 প্রকার অবগত হইয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন ; কারণ,  
 যিনি এরূপ জ্ঞানেন, তিনি ঐ উভয়কেই অৰ্থাৎ উত্তম কৰ্ম্মের  
 অননুষ্ঠান ও পাপ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানকে আত্মস্বরূপ বলিয়াই মনে  
 করিয়া থাকেন। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষদ্‌ অৰ্থাৎ সৰ্ব্ব  
 বিদ্যার সারভূত রহস্ত বিদ্যা ॥১॥৪০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমাসুবাকব্যাক্য্য ॥১॥

ইতি নবমোহুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥১॥

.. শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্‌—যতঃ ব্রহ্মাগ্নিক্কল্পাৎ যথোক্তলক্ষণাৎ অদ্বয়ানন্দা-  
 দাত্মনঃ বাচঃ অতিথানানি ত্র্যবাসিসবিকল্পবস্ত্তবিষয়ানি বস্ত্তসামান্ত্রিকিককল্পেৎস্বরে-  
 হপি ব্রহ্মণি প্ররোক্ততিঃ প্রকাশনার প্রযুক্ত্যমানানি অপ্রোপ্যাপ্রকাত্তৈব নিব-  
 র্ত্ততে—বসামর্থ্যাৎ হীয়ন্তে। মন ইতি প্রত্যয়ো বিজ্ঞানম্‌। তচ্চ, ব্রহ্মাতিথানং  
 প্রবৃত্তমতীন্দ্রিয়েৎপ্যর্থে, তদ্বর্ণে চ প্রবর্ত্ততে প্রকাশনার। বচ চ বিজ্ঞানং, তত্র  
 বাচঃ প্রবৃতিঃ। তস্যাৎ সত্বেব বাচনসরোরতিথানপ্রত্যয়রোঃ প্রবৃতিঃ সৰ্ব্বত্র।  
 তস্মাদ্‌ ব্রহ্মপ্রকাশনার সৰ্ব্বথা প্ররোক্ততিঃ প্রযুক্ত্যমানা অপি বাচঃ ব্রহ্মাদ  
 প্রত্যয়বিষয়াদনতিধেয়াদ্‌ অদ্বৈতাদিবিষেযণাৎ সত্বেব মনসা বিজ্ঞানেন সৰ্ব্বপ্রকাশন

সমর্পণে নিবর্ত্তন্তে, তৎ ব্রহ্মণ আনন্দং শ্রোত্রিয়স্তাবজিনস্তাকামহতস্ত সর্কেষণা-  
বিনির্মুক্তস্তাশ্চতুতং বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধবিনির্মুক্তং স্বাভাবিকং নিত্যমবিকৃতং  
পরমানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বধোক্তেন বিদ্বিনা, ন বিভেতি কুতশ্চন,  
নিমিত্তাভাবাৎ । ন হি তস্মাদ্বিহ্বয়োহস্তদ্বয়স্তরমতি ভিন্নম্, যতো বিভেতি । ১

অবিজ্ঞা যদা উদরমস্তরং কুরুতে, অথ তত্ত ভয়ং ভবতীতি হি যুক্তম্ ।  
বিহ্বল্যাবিজ্ঞাকার্য্যস্ত তৈমিরিকদৃষ্ট-দ্বিতীয়চক্ষুঃ নানাস্তরনিমিত্তস্ত ন বিভেতি  
কুতশ্চনেতি যুক্ত্যতে । মনোময়ে চোদ্যন্তো ময়ঃ, মনসো ব্রহ্মবিজ্ঞান-  
সাধনত্বাৎ । তত্র ব্রহ্মত্বমধ্যায়ৈপ্য তৎস্বত্বার্থং 'ন বিভেতি কদাচন' ইতি  
ভয়মাত্রং প্রতিক্ষিপ্তম্ ; ইত্যদেবতবিষয়ে 'ন বিভেতি কুতশ্চন' ইতি ভয়নিমিত্তমেন  
প্রতিষিধ্যতে । ২ ।

নবন্তি ভয়নিমিত্তং সাধককরণং পাপক্রিয়া চ । নৈবম । কপমিতি, উচ্যতে—  
এতং বধোক্তমেনবংবিদম্, ই-বাবেত্যবধারণাধো, ন তপতি নোদ্যজয়তি  
ন সন্তাপয়তি । কথং পুনঃ সধককরণং পাপক্রিয়া চ ন তপতীতি ; উচ্যতে—  
কং কস্মাই সাধু শোভনং কস্ম্য নাকরবং ন কৃতবানস্মীতি পশ্চাৎসন্তাপো ভবতি  
আসন্নৈ মরণকালে; তথা কিং কস্মাৎ পাপং প্রতিষিদ্ধং কস্ম্য অকরবং কৃতবানস্মীতি  
চ নরকপতনাদিহঃখভয়াৎ তপো ভবতি । তে এতে সাধককরণ-পাপক্রিয়ে  
এবমেনং ন তপতঃ, যদা আবিদ্যাসং তপতঃ । ৩

কস্মাৎ পুনর্কিদ্বাংসং ন তপত ইতি, উচ্যতে স য এবং বিদ্বান এতে সাধক-  
সাধুনৌ তাপহেতু ইত্যাদ্বান্ স্পৃগুতে প্রীণয়তি বলয়তি বা, পরমাশ্চভাবেনোভে  
পশ্চতীত্যর্থঃ । উভে পুণ্যপাপে, তি যস্মাৎ এবমেব বিদ্বান্ এতে আত্মানাম্বদপে-  
নৈব পুণ্যপাপে যেন বিশেষরূপেণ শূন্নে কৃষা আত্মানং স্পৃগুতে এব । কঃ ?  
য এবং বেদ বধোক্তমদেবতমানন্দং ব্রহ্ম বেদ । তস্মাৎভাবেন দৃষ্টে পুণ্যপাপে  
নিকরীর্ঘ্যে অতাপকে জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ, তৃতীয়মেবং বধোক্তা অত্যাং  
বল্ল্যাং ব্রহ্মবিজ্ঞাপনিষৎ সর্কাত্তো বিজ্ঞাত্যঃ পরমরহস্যং দর্শিতমিত্যর্থঃ - পরং  
শ্রোত্রোহস্তাং নিষঙ্গমিতি । ১ । ৪০

ইতি নবমাস্ত্রবাক্যতাব্যম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎপিরমহৎসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদনিবাসা

শ্রীমদ্রক্তভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্বাষো ব্রহ্মানন্দবল্লীতাব্যং

সংপূর্ণম্ ।

দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—বাক্যসমূহ সাধারণতঃ সবিকল্প (বিশেষণযুক্ত) বস্তুই বুঝাইয়া থাকে, 'ব্রহ্মও একটি বস্তু ; অতএব বাক্য তাঁহাকেও বুঝাইতে পারিবে ; এইরূপ ধারণার বশে ] বক্তারা নির্কিংশেব অথবা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশনার্থও বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু বাক্যসমূহ বাহ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াই অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশনে অসমর্থ হইয়াই, যাঁহা হইতে পূর্বোক্ত লক্ষণাবিত অথবা-নন্দ স্বরূপ আত্মা হইতে [মনের সহিত] নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্বীয় অর্থ প্রকাশনশক্তি হইতে বিচ্যুত হয় । এখানে 'মন' অর্থ প্রত্যয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান মাত্র । অতীন্দ্রিয় । ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য : হইলেও যে পদার্থে অর্তিধান বা শব্দশক্তি প্রবৃত্ত হয়, মনঃ সাধারণতঃ সেই বস্তুর স্বরূপ-প্রকাশনার্থই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; আবার যে বিষয়ে মনের প্রবৃত্তি হয়, সেই বিষয়েই বাক্যেরও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । অতএব বাক্য ও মনের অর্থাৎ শব্দ ও প্রত্যয়ের সর্বত্রই সহপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে । অতএব ব্রহ্মপ্রকাশনের উদ্দেশ্যে বক্তৃগণকর্তৃক যে কোন প্রকারে বাক্যসমূহ প্রযুক্ত হইয়াও প্রত্যয়ের অবিস্মৃত্যুত এবং অতিধানবশও অযোগ্য অমৃত্যবাদি বিশেষণাবিত যাঁতা ( ব্রহ্ম ) হইতে মনের সহিত সর্বপ্রকাশনসমর্থ বিজ্ঞানের সহিত প্রীতি নিবৃত্ত হয় ; এবং যাহা নিষ্পাপ ও নিকাম সর্বৈষণারহিত শ্রোত্রিয়ের আত্মস্বরূপ, আর যাহা বিষয়-বিষয়িতাব ( গ্রাহ্য-গ্রাহকতাব ) সম্বন্ধরহিত স্বভাববিন্দু নিত্য এবং আত্মা হইতেও অপৃথগভূত ব্রহ্মলব্ধী পরমানন্দ, সেই ব্রহ্মানন্দ যিনি যথোক্ত প্রকারে জ্ঞানেন, তিনি কোথা হইতেও ভীত হন না । কারণ তখন ভয়ের কোন নিমিত্তই বিদ্যমান থাকে না । তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ হইতে ভিন্ন এমন কোন বস্তুই থাকে না, যাহা হইতে তিনি ভয় পাইতে পারেন । ১ ।

লোকে অবিজ্ঞাবশতঃ যখন অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার (ভেদ-দর্শীর) ভয় হওয়া যুক্তিযুক্ত । পক্ষান্তরে, বিদ্বানের সম্বন্ধে, তৈমিরিক দৃষ্ট দ্বিতীয় চাক্সের দ্বারা অবিজ্ঞানবিত সমস্ত ভয়হেতু বিনষ্ট হওয়ার 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । ইতঃপূর্বে মনোময় কোষের প্রস্তাবেও একটি মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, কারণ, মনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায় । সেই মনোময়ে ব্রহ্মতাব আরোপ করিয়া, তাহারই প্রশংসার্থ 'ন বিভেতি কদাচন' বলিয়া কেবল ভয়ের নিবেদন মাত্র করা হইয়াছে ; এখানে কিন্তু অদ্বৈত বিজ্ঞানোদয়ে 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলিয়া ভয়জনক নিমিত্তেরই প্রতিবেদন করা হইতেছে । ২ ।

ভাল, এখানেও ত উত্তম কর্মের অকরণ ও পাপকর্মের অমুষ্ঠান, এই উভয়ই ভয়-নিমিত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে ? না, তাহা নাই । কেন ? বলা হইতেছে,—

উহারা এই বথোক্ত বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকেই সন্তাপ দেয় না। প্রকৃতির 'হ' ও 'বাব' পদ দুইটির অর্থ অবধারণ (নিশ্চয়)। সাধু কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান ও পাপ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কেন যে, তাহাকে তাপ দেয় না, তাহা বা বাইতেছে—মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে পর, সাধারণতঃ 'কেন আমি সাধু শোভন (উত্তম) কৰ্ম্ম কবি নাই', এইরূপ অনুতাপ হইয়া থাকে, এবং কিসের জন্ত আমি পাপ-শাস্তিনিষিদ্ধ কৰ্ম্ম করিয়াছি' এইরূপ ভাবনাবশতঃ নরক-পতনজ ভাবী ছঃখের ভয়েও সন্তাপ হইয়া থাকে। :ই উত্তরে—সাধুকৰ্ম্মের অকরণ ও পাপ ক্রিয়ার আচরণে অজ্ঞ লোক দিগকে ঘেঁরূপ তাপ দেয়, কেবল ইহাকেই তদ্রূপ তাপ দেয় না বা দিতে পারে না। ১।

কি কারণে বিদ্বান্কে সন্তাপ দেয় না, তদন্তরে বলা হইতেছে—এবং বিধি সেই বিদ্বান্ পুরুষ সন্তাপকর উক্ত সাধুকৰ্ম্মের অকরণ ও অসাধুকৰ্ম্মের আচরণে এতদন্তরকেই আত্মস্বরূপ জানিয়া প্রীত বা বলবান হন—অর্থাৎ উক্ত উভয়কেই পরমাশ্রয়রূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। [ সেই কারণেই উহারা তাঁহার তাপকর কৰ্ম্ম ] ~~করে~~ এই বিদ্বান্ পুরুষ স্বরূপতঃ আপনাকে উক্ত পাপপুণ্যরূপ ধন্যশূন্যভাবে পরিতৃপ্ত রাখেন। কোন্ বিদ্বান্? যিনি এত প্রকার জানেন, অর্থাৎ পুঙ্খোক্ত অশেষ একানন্দ অনুভব করেন; তিনি পাপ পুণ্য উভয়ই আত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন; সূতরাং বীণাহীন হওয়ার উহারা আর তাঁহার তাপকর হয় না, অর্থাৎ উহারা আর জন্মান্তরেও আরম্ভক হয় না। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষৎ একাবিষ্ঠা, অর্থাৎ এই একানন্দবল্লীতে সর্ববিদ্যার সারভূত এই পরম রহস্য প্রদর্শিত হইল—জীবের পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষপথ) এখানেই নিহিত বা উপদিষ্ট হইল। ইতি ১ ৥ ৪০ ৥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর নবমাস্ত্রবাক্যের ভাষ্যানুবাদ ১ ৥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ১ ৥

# তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ।

ভৃগুবল্লী ।

ওঁ য় সহ নাষবতু । সহ নো ভুনক্তু । সহ বীৰ্য্যং  
করবাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমস্তু । মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

আভাষভাষ্যম্ । সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম আকাশাদি কার্য্যময়-  
নসাস্তং সৃষ্টা তদেবানুপ্রবিষ্টং বিশেষবদ্বিবোপলভ্যমানং যস্মাৎ, তস্মাৎ সৰ্গকାର্য্যাবিল-  
ক্ষণম্ অদৃশাদিধৰ্ম্মকমেব আনন্দঃ তদেবাহমিতি বিজ্ঞানৌয়াৎ, অনুপ্রবেশন্ত তদধ-  
ৰ্ম্মাৎ ; তন্ত্ৰৈবং বিজ্ঞানতঃ শুভাশুভে কৰ্ম্মণী জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ - ইত্যেব  
মানন্দবল্ল্যাৎ বিবক্ষিতোহর্থঃ । পরিসমাপ্তা চ ব্রহ্মবিজ্ঞা । অতঃপরং ব্রহ্মবিজ্ঞা-  
সাধনং তপো বক্তব্যম্ ; অগ্নাদিবিষয়াণি চোপাসনাস্তনুজ্ঞানি, ইত্যতঃ পূৰ্ব্ববচ্ছাস্তি-  
পাঠপূৰ্ব্বকমিদমারম্ভাতে ।—

আভাষভাষ্যানুবাদ ।—যেহেতু, সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ  
এক আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পময় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতবর্গ সৃষ্টিপূৰ্ব্বক  
তদ্বোধো প্রবেশ করত স বিশেষের ( সঙ্গণের ) ভাষ্য প্রতীতিগোচর হন, সেই  
হেতু ব্রহ্মানন্দকে উৎপত্তিশীল সৰ্ব্ববস্তুর হাতে বিলক্ষণ, অথচ অদৃশাদি গুণবিশিষ্ট-  
রূপে, এবং আপনাকেও তৎস্বরূপেই জ্ঞানিবে ; কারণ, অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যই  
তাহা । এবং বিধি জ্ঞানসম্পন্ন সেই পুরুষের শুভাশুভ কৰ্ম্মরাশি জন্মান্তর সমুৎ-  
পাদক হয় না । অতীত আনন্দবল্লীতে এই বিষয়ই বিবক্ষিত হইয়াছে । এক-  
বিজ্ঞান প্রসঙ্গও সমাপ্ত হইয়াছে । অতঃপর ব্রহ্মবিজ্ঞান উপায়ভূত তপস্তার কথা  
বলিতে হইবে ; এবং অগ্নাদি বিষয়ে উপাসনাসমূহও উক্ত হয় নাই ; [ তাহাও  
বলিতে হইবে ; এই জন্ত ] এই প্রকরণ ( ভৃগুবল্লী ) আরম্ভ হইতেছে—

ভৃগুর্কে বারুণিঃ । বরুণং পিতরমুপসসার । অধীহি  
ভগবো ব্রহ্মেতি । তস্মা এতৎ প্রোবাচ । অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ  
শ্রোত্রং মনো বাচমিতি । তন্ম হোবাচ । যতো বা ইমানি  
ভূতানি জায়ন্তে । যেন জাতানি জীবন্তি । যৎ প্রযন্ত্যভি-  
সংবিশন্তি । তবিজিজ্ঞাসস্ব তদব্রহ্মেতি । স তপোহ-  
তপ্যত । স তপন্তুগু ।—১১৪১॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমোহনুবাকঃ ॥ ॥

সম্বলসার্থঃ । ভূগুঃ বৈ (প্রসিদ্ধো ; ভূগুনামা প্রসিদ্ধঃ) বাকুণিঃ (বরুণত  
অপত্যং) [ জিজ্ঞাসুঃ সন্ ] ভগবঃ (ভগবন্), [ স্বঃ ] ব্রহ্ম (বৈকং) অধীহি (মান্  
অধ্যাপয়) ইতি (অনেন মন্ত্ৰেণ) পিতরং বরুণ উপসসার (বথাবিধি উপাগত্য) ।  
তন্মৈ (ভূগবে) এতৎ (বক্ষ্যমাণং বচনং) প্রোবাচ (প্রোক্তবান্) [ পিতা ],  
অন্নং (অন্নময়ং শরীরং), প্রাণং, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, মনঃ, বাচস্ (বাগিজিয়ম্) ইতি  
(এতানি ব্রাহ্মভূতিভারভূতানি উক্তবানিত্যর্থঃ) । [ ব্রহ্মোপলক্ষ্যবিরামি উক্তা ]  
তৎ (ভূগুঃ) উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে) [ ব্রহ্মণঃ লক্ষণম্—, হে সোম্য ] বতঃ  
(বহ্নাং কারণভূতাং) বৈ (অবধারণে) ইমানি (ব্রহ্মাদিহাবরাস্তানি) ভূতানি  
জায়ন্তে (উৎপত্তন্তে), জাতানি (উৎপন্নানি চ) ধেন (বহুনা) জীবন্তি (স্থিতিং  
লভন্তে), প্রবন্তি (ধ্বংসোন্মুখানি সন্তি চ) বৎ (বহু) অভিসংবিষন্তি (বহু  
প্রণীয়ন্তে), তৎ (জন্ম-স্থিতি-মর-নিদানং বহু) বিজিজ্ঞাসব (বিশেষণে জাতু-  
মিচ্ছ) ; তৎ (তচ্চ বহু) ব্রহ্ম ইতি । [ এতৎ শ্রবণা ] সঃ (ভূগুঃ) [ ব্রহ্মোপ-  
লক্ষ্যাবনতেন ] তপঃ অতপ্যত (তপঃ কৃতবান্) । সঃ (ভূগুঃ) তপঃ তপ্তা  
(তপঃ কৃতঃ) ॥ ১ ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ । ভূগু নামে প্রসিদ্ধ বরুণের পুত্র বাকুণি (ব্রহ্ম-  
জিজ্ঞাসু হইয়া) পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—  
[ পিতঃ, আমাকে ] ব্রহ্মবিজ্ঞা উপদেশ করুন । পিতা বথাবিধি উপা-  
গত সেই পুত্রকে [ ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ভূত ] অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র,  
মনঃ ও বাক্যের উপদেশ করিলেন । অনন্তর তাহাকে [ ব্রহ্মের  
লক্ষণ বলিলেন ]—বাঁহা হইতে ব্রহ্মপ্রভৃতি সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন  
হয়, উৎপন্ন হইয়াও বাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং বিনাশ সময়েও  
বাহাতে বিলীন হয়, তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর ,  
তাহাই ব্রহ্ম । [ ভূগু এই কথা শুনিয়া ] তপস্তা করিলেন । তিনি  
তপস্তা করিয়া— ॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি প্রথমোক্তবাক-ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাঙ্করাভ্যাস্যম্ । আখ্যায়িকা বিভাগতঃ,—প্রারম্ভে পিত্রো-  
ক্তেতি—ভূগুর্বে বাকুণিঃ । বৈশ্বকঃ প্রসিদ্ধাভ্যাস্যকঃ, ভূগুরিত্যেবংনামা  
প্রসিদ্ধোহুদ্যার্থ্যতে । বাকুণিঃ বরুণতাপত্যং—বাকুণিঃ বরুণং পিতরং ব্রহ্মবিজি-  
জ্ঞাসুঃ উপসসার উপগতবান্—অধীহি তগবো ব্রহ্ম-ইত্যনেন মন্ত্ৰেণ । অধীহি অধ্যা-  
পয় কথয় । স চ পিতা বিধিবৎপন্নায় তন্মৈ পুত্রায় এতৎবচনং প্রোবাচ—অন্নং

প্রাণং চক্ষুঃ শোত্রং মনো বাচমিতি । অন্নং শরীরং, তদন্ত্যস্তরঞ্চ প্রাণমু অস্তারম্, অনন্তরমুপলক্ষিসাধনানি চক্ষুঃ শোত্রং মনো বাচমিত্যেতানি ব্রহ্মোপলকৌ দ্বারা-  
গুক্তবান্ । উক্তং চ দ্বারভূতাত্তেতাত্তন্নাদীনি তৎ ভৃশং হোবাচ ব্রহ্মণো লক্ষণম্ । ১ ।

কিং তৎ ? যতঃ দ্বায়াং বৈ ইমানি ব্রহ্মাদীনী স্তম্বপর্য্যন্তানি ভূতানি<sup>১</sup> জায়ন্তে, যেন চ জাতানি জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্দ্ধন্তে, বিনাশকালে চ যৎ প্রয়ন্তি যদ্ ব্রহ্ম প্রতিগচ্ছন্তি অভিসংবিশন্তি তাদানন্ত্যমেব প্রতিপ্রদ্যন্তে ; উপস্থিতিহিতিলয়-  
কালেযু যদাশ্রয়ং ন জহতি ভূতানি, তদেতদ্ ব্রহ্মণো লক্ষণম্ । তদব্রহ্ম বিজিজ্ঞা-  
সস্ব বিশেষণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব, যদেবংলক্ষণং ব্রহ্ম, তদগ্নাদিদ্বারেন প্রতিগন্তস্বেত্যর্থঃ ।  
ঐত্যস্তরঞ্চ—“প্রাণস্ত প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরত শোত্রস্ত শোত্রমন্নস্তান্নং মনসো যে  
মনো বিজ্ঞাস্তে নিচিক্যব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্” ইতি । ব্রহ্মোপলকৌ দ্বারাণ্যেতানীতি  
দর্শয়তি । স ভৃশঃ ব্রহ্মোপলক্ষিদ্বারাণি ব্রহ্মলক্ষণং চ শ্রদ্ধা পিতুঃ, তপ এব ব্রহ্মোপ-  
লক্ষিসাধনঘেন অতিপ্যত তপ্তবান্ । ২

কুতঃ পুনরমুপদিষ্টম্ভৈব তপসঃ সাধনত্বপ্রতিপত্তিঃ ভূগোঃ ? সাবশেষোক্তেঃ ।  
অগ্নাদিব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তৌ দ্বারং, লক্ষণং চ ‘যতো বা ইমানি ভূতানি’ ইত্যাদ্যুক্ত-  
সাবশেষং হি তৎ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণোহনির্দেশাৎ । অতথা হি স্বরূপেণৈব ব্রহ্ম নির্দেষ্টব্যং  
জিজ্ঞাসবে পুত্রায়—ইদমিৎখং ব্রহ্মণং ব্রহ্মেতি ; ন চৈবং নিরদিক্ষং ; কিস্তিহি, সাবশেষ-  
মেবোক্তবান্ । অতোহবগম্যতে—নূনং সাধনাস্তরমপ্যপেক্ষতে পিতা ব্রহ্মবিজ্ঞানং  
প্রতীতি । তপোবিশেষপ্রতিপত্তিস্ত সর্কসাধকতমত্বাৎ ; সর্কসাৎ হি নিয়তসাধ্য-  
বিষয়াণ্যং সাধনানাং তপ এব সাধকতমং সাধনমিতি হি প্রসিদ্ধং লোকে । তস্মাৎ  
পিতা অমুপদিষ্টমপি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানসাধনঘেন তপঃ প্রতিপেদে ভৃশঃ । তচ্চ তপঃ  
বাহ্যস্তঃকরণসামাধানম্, তদ্বারকত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিপত্তেঃ ।

“মনসশ্চৈজিয়াণাঞ্চ হৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ ।

তজ্জারঃ সর্কধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে ।”

ইতি স্বতেঃ । স চ তপস্তপ্ত্বা ॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৃশবর্য্যং প্রথমামুবাচভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । ‘ভৃশঃ বৈ বাকশিঃ’ ইত্যাদি আখ্যায়িকার ( ভৃশ-  
বকশ সংবাদে ) উদ্দেশ—বর্ণনীয় বিভার প্রশংসা জ্ঞাপন কর্য । পিতা যখন  
আপনার প্রিয় পুত্রকে এই বিভার উপদেশ করিয়াছেন ; ( তখন ইহাতেই বিভার  
উৎকর্ষ প্রকাশ পাইতেছে ) (১) । প্রতি ‘বৈ’ শব্দটি বিষয়ের প্রসিদ্ধতা দ্বারক ;

(১) অগতে পুত্রই পিতার সমধিক প্রিয় পাত্র ; সুতরাং পিতা পুত্রকে বাহা  
দান করেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রিয় বা উত্তম বস্তু ; তদ্ব্যতীত আবার প্রিয় পুত্রকে বাহা



অর্থাৎ ভগুনামে প্রসিদ্ধ ঋষির কথা শ্রবণ করাইয়া দিতেছে । বাকুনি অর্থ বকুণের পুত্র । সেই বাকুনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পিতা বকুণের নিকট—‘ভগবন, আপনি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন’ ( অধীহি ভগবঃ, ব্রহ্ম ) এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন । ‘অধীহি অর্থ ‘অধ্যাপয়’ শিক্ষাদান করুন—বলুন । সেই পিতা ষথাবিধি উপাগত সেই পুত্রকে এই কথা বলিয়াছিলেন—অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র, ( কর্ণ ), মন ও বাক্ । অন্ন অর্থ—শরীর, এখানে অন্নময় কোষ ; আর প্রাণ হইল, তদভ্যন্তরস্থ অস্তা ( স্তোত্রা ) । এতদ্ব্যতিরেক কথা বলিয়া অনন্তর ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়স্বরূপ চক্ষুঃ শ্রোত্র মন ও বাক্, এই কয়টি জ্ঞানসাধনের উপদেশ করিলেন । ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ এই অন্ন প্রভৃতির উপদেশ করিয়া, সেই ভূতকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিয়াছিলেন । ১

সেই লক্ষণটি কি ? না, বাহ্য হইতে এই ব্রহ্মাদি ভূতপর্য্যন্ত ভূতবর্গ জন্ম লাভ করে, জাত হইয়াও বাহ্য দ্বারা জীবিত থাকে, অর্থাৎ প্রাণ ধারণ করে—বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং বিনাশ কালেও, যে ব্রহ্মে প্রতিগত ( প্রত্যাগত ) হইয়া অভিসংবিষ্ট হয়—অর্থাৎ তদভিন্নভাবে লাভ করে ; ফল কথা, উৎপত্তি, স্থিতি বা বিনশকালেও ভূতবর্গ বাহ্যর সহিত তদাত্মকভাবে ( অভিন্নভাবে ) ত্যাগ করে না, ( তিনিই ব্রহ্ম ) ; ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ (১) । সেই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর । উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে অন্নময়াদিধমে অবগত হও বা প্রাপ্ত হও । অপর প্রতিও—‘বাহ্যরা ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহাবাহি তাঁহাকে সর্বাদি পুরাণ পুস্তক বলিয়া নিষ্কারণ করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্ত এই সমুদয় উপায় প্রদর্শন করিয়াছে । সেই ভূত পিতার নিকট হইতে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় সমূহ ও ব্রহ্মলক্ষণ অবগত হইয়া, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়রূপে তপস্তা অবলম্বন করিয়াছিলেন । ২

দেন, তাহা যে, আরও অধিকতর প্রিয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । অতএব এখানেও পিতা বকুণ আপনার প্রিয় পুত্র ভূতকে যে বিভার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে, অতিশয় প্রিয় বা উত্তম বিভা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাঠিতে পারে । এই প্রকারে পিতাপুত্র সংবাদাত্মক এই আখ্যায়িকাতিকে বিভার প্রাণংসা হ্রেক বলা হইল ।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মের লক্ষণ দুই প্রকার—এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তটস্থ লক্ষণ । বাহ্য কেবল স্বরূপ মাত্রের বোধক (বিশেষবাচি বোধক নহে), তাহা স্বরূপ লক্ষণ । যেমন সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি । আর বাহ্য সাময়িক গুণক্রিয়াদি ধর্ম দ্বারা ব্রহ্মবোধক, তাহা তটস্থ লক্ষণ । যেমন সৃষ্টি স্থিতিলয়ের কারণ—এষ ইত্যাদি । এখানেও ক্ষতি সেই তটস্থ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন ।

ভাল কথা, তপস্তা যে, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়, একথা ত ভৃগুর পিতা ভৃগুকে বলেন নাই ; তবে কিরূপে ভৃগু অল্পপরিষ্টি তপস্তাকে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়-রূপে অবধারণ করিলেন ? হাঁ, পিতৃবাক্যের অসম্পূর্ণতাই (ভৃগুর ঐক্যে অবধারণের) কারণ। কেন না, 'যতো বা ইমানি' ইত্যাদি বাক্যে অন্নময়াদি-রূপ ব্রহ্মের বিজ্ঞান ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বাক্য ত অসম্পূর্ণই রহিয়াছে ; কারণ, [ এ পর্য্যন্ত ] সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোথাও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করা হয় নাই। বাক্যটা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, জিজ্ঞাস্য পুত্রের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করাই উচিত ছিল—'ব্রহ্ম এবভূত এবং এই প্রকার' ; কিন্তু তিনি তাহা নির্দেশ করেন নাই ; তবে কি করিয়াছেন ; না, সাবশেষ বা অসম্পূর্ণ ভাবেই [ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ) নির্দেশ করিয়াছেন ? অতএব বুঝা যাইতেছে যে, পিতা বরূপ ঋষি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতির জন্ত আরও অতিরিক্ত সাধনের অপেক্ষা রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে সমুদয় উপায় নির্দেশ করা হইল, সে সমুদয় উপায় কেবল ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞানেরই সাধন মাত্র ; কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপবিজ্ঞানের জন্ত আরও কিছু সাধন আছে, যাহার অভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা ভৃগু নিশ্চয়ই পিতৃ বাক্য হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই অতিরিক্ত সাধনটী যে, তপোবিশেষ, ইহা তিনি তপস্তার সর্কার্থ সাধনক্ষমতা হইতে বুঝিয়াছিলেন। কেন না, বিভিন্নপ্রকার ফলের জন্ত পৃথক পৃথক ভাবে যে সমুদয় সাধন বা উপায় নির্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তপস্তাই সর্বোৎকৃষ্ট সাধন বা উপায়, ইহা জগৎপ্রসিদ্ধ কথা ; (৩)। কাজেই পিতার উপদেশ ব্যতিরেকেও ভৃগু স্ববুদ্ধিপ্রভাবেই তপস্তাকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায়রূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং গ্রহণও করিয়াছিলেন। সেই তপস্তাও এখানে বাহ্য ও অন্তঃকরণের সমাধান বা একাগ্রতা মাত্র ; কারণ, উহাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। স্মৃতিশাস্ত্রও একাগ্রতাকেই পরম তপস্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন 'মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে, একাগ্রতা তাহাই পরম তপস্তা ; এবং তাহাই সর্কধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।' ভৃগু সেই তপস্তা করিয়া—১ ১ ৪১ ৥

ইতি ভৃগুবল্লীর প্রথমোক্তবাক্যের ভাষ্যানুবাদ ১ ৥

(৩) অভিপ্রায় এই যে, সিদ্ধিসাধনের বহু প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে তপস্তাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ঋষিরা বলিয়াছেন—'নাসাধ্যং হি তপস্ততঃ' তপস্বীর অসাধ্য বা দুর্লভ কিছু নাই ; কাজেই এখানে পিতার উপদেশ না পাইয়াও, ভৃগু শাস্ত্রান্তর সংবাদে ও লোক প্রসিদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্ত তপস্তাকেই সর্বোৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাং । অন্নাক্ষোণ খল্বিমানি ভূতানি  
জায়ন্তে । অন্নেন জাতানি জীবন্তি । অন্নং প্রযন্ত্যভি-  
সংশিস্ত্যতি । তদ্বিজায় । পুনবেব বরুণং পশ্যন্তঃপদস্যার ।  
অদীহি ভগবো ব্রহ্মেতি । তৎ হোবাচ । তপস্য ব্রহ্মা বিজি-  
সস্ব । তপো ব্রহ্মেতি । স তপোহত যত । স তপঃপুত্রা—  
॥ ১১ ॥ ১২ ॥

ইতি ভূগবলীঃ দ্বিতীয়োহনুবাচ ॥ ২ ॥

সম্বল্লসার্থঃ । [ স ভৃগুঃ তপঃ পুত্রা ] অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাং অন্নং  
ব্রহ্মেণ জাতবান্ ।। তি ( যতঃ ) ইমানি ব্রহ্মাদিভূগুপুত্রাণি ভূতানি  
অন্নং এব খলু নিষ্কণ্ডে । জায়ন্তে, জাতানি চ সন্তি অন্নেন জীবন্তি, প্রযন্তি  
চ ( বিনাশোন্মুখানি চ সন্তি ) অন্নং অভিসংশস্বন্তি অন্নেন বিলীযন্তে । হোবাচ ।  
১২ ( অন্ন-ব্রহ্ম ) বিজায় জাতা । পশ্যন্তঃপদস্যার সন পুনঃ এব ( অপি ) পিতৃণং  
বরুণম্ উপাস্যার ( উপগতবান্ ভগবঃ । ভগবনঃ । ১২ ) একা অদীহি আম্  
অধ্যাপয় ) ইতি ( অন্নেন যথেন ) । স চ পিতা । এম্ ( ভৃগুঃ ) উপাচ-  
তপস্য বাহ্যন্তঃকরণসমাধানেন ) একা বিজিগমস্ব । ( যতঃ ) তঃ একা  
( ব্রহ্মণাভ্যহতঃ ) ইতি । সঃ ভৃগুঃ । পিতৃপ্রদে উদ্ভিদঃ সন তঃ অ-প্য-  
সঃ ( ভৃগুঃ ) তপঃ তপুঃ ॥ ১১২ ॥

মৃদো-নু-আদ । "সেই ভৃগু তপস্যা করিয়া" ] জানিয়াছিলেন,  
অন্নই ব্রহ্ম । কারণ : যেহেতু অন্ন তইতেই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় ;  
উৎপন্ন হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে ; এবং বিনাশকালেও  
অন্নেই বিলীন হয় । ভৃগু তাহা অবগত হইয়া পুনশ্চ পিতা  
বরুণের নিকট ষথাবিধি উপস্থিত হইলেন ; এবং বলিলেন আমাকে  
ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন । পিতা বলিলেন তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে  
বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর ; তপস্যাটী ব্রহ্ম । তদনন্তর ভৃগু  
তপস্যা করিলেন ; এবং তপস্যা করিয়া—॥ ১১২ ॥

ইতি ভূগবলীঃ দ্বিতীয়ানুবাচবাখ্যা ॥ ২ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্যম্ । - অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাং জাতবান্ । তদ্বি-  
বপোক্তলকাপেতম্ । কপম্ ? অন্নাক্ষোণ পশু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন

জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তীতি । তন্মাৎ যুক্তমন্নস্ত ব্রহ্মস-  
মিত্যভিপ্রায়ঃ । স এবং তপত্প্রা, অঃ ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায় লক্ষণেনোপপত্ত্যা  
চ পুনরেব সংশয়মাপন্নঃ বরুণং পিতরমুপসমার - অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি । ১

কঃ পুনঃ সংশয়হেতুর্তোতি ? উচ্যতে অন্নস্তোৎপত্তিদর্শনাৎ । তপসঃ পুনঃপুনঃ  
রূপদেশঃ সাধনাতিশয়স্বাবধারণার্থঃ । যাবদব্রহ্মণো লক্ষণং নিরতিশয়ং ন ভবতি,  
যাবচ্ছ জিজ্ঞাসা ন নিবর্ততে, 'তাবস্তপ এব তে সাধনম্ ; তপসৈব ব্রহ্মবিজ্ঞাসস্বৈ-  
ত্যর্থঃ । ঋজুস্তং ॥ ১ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ৪—[ভৃগু তপস্তার পর] বুঝিয়াছিলেন—অন্নই ব্রহ্ম ।  
কারণ, অন্ন হইতেই এই সমুদয় ভূত ( ব্রহ্মা হইতে ত্বণপর্য্যন্ত ) জন্মলাভ করে ;  
জাত ইহারাও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে ; এবং বিনাশ সময়েও অন্নেই  
বিলীন হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, সেইহেতু অন্নের ব্রহ্মত্ব যুক্তিযুক্তই  
বটে । সেই ভৃগু এইরূপে তপস্তা করিয়া, এবং ব্রহ্মের লক্ষণ ও তদ্বিশয়ক  
বিচার দ্বারা অন্নই ব্রহ্ম এইরূপ জানিয়া পুনশ্চ 'সংশয় যুক্ত হইয়া পিতা বরুণের  
নিকট উপস্থিত হইলেন ; [ এবং বলিলেন, ] ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মোপদেশ  
প্রদান করুন । ১

ভাল কথা, ভৃগুর উক্ত বিষয়ে সংশয়ের কারণ কি ? হাঁ, বলা হইতেছে—  
অন্নের উৎপত্তি দর্শনই কারণ ; অভিপ্রায় এই যে, অন্ন নিজে যখন উৎপত্তিশীল  
পদার্থ, তখন অন্ন ত সর্বকারণ হইতেই পারে না ; পরন্তু ইহারও অত্র কারণ থাকা  
আবশ্যক হয় ; সুতরাং অন্নই সর্বকারণীভূত ব্রহ্ম হইতে পারে না ; এই জন্যই  
ভৃগুর মনে ব্রহ্মবিষয়ে সংশয় সমুৎপন্ন হইয়াছে । অতীত সাধন অপেক্ষা  
তপস্তার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনের জন্য এখানে তপের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে ।  
যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সাক্ষাতিশায়ী লক্ষণ নিরূপিত না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-  
জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত না হয়, তাৎকাল তোমার পক্ষে তপই একমাত্র সাধন ।  
তপস্তা দ্বারাই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর । অতীত অংশ  
সরল ॥১॥৪২॥

ইতি ভৃগুবল্লী-ষিভীয়াসুবার্কে ভাষ্যানুবাদ ২২ ॥

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ । প্রাণাক্ষেপ খাল্লম্যানি ভূতানি  
জায়ন্তে । প্রাণেন জাতানি জীবন্তি । প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশ-  
ন্তীতি । তজিজ্ঞায় । পুনরেব বরুণং পিতরমুপসমার । অধীহি

ভগবো ব্রহ্মেতি । তৎ হোবাচ । তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ।  
তপো ব্রহ্মেতি । স তপোহতপ্যত । স তপস্তপ্ত্বা ॥ ১ ॥ ৪৩

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং তৃতীয়োহনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সম্বলার্থঃ । [ স ভৃগুঃ ] প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাত্ । হি (বতঃ)  
ইমানি কৃতানি খলু প্রাণাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি চ প্রাণেন এব জীবন্তি ;  
প্রযন্তি [ চ সন্তি ] প্রাণম্ এব অতিসংবিশন্তি ইতি । তৎ ( প্রাণ-ব্রহ্ম ) বিজ্ঞায়  
পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসমসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি । [ পিতা বরুণঃ ]  
তৎ উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি । সঃ ( ভৃগুঃ ) তপঃ  
অতপ্যত । সঃ তপঃ তপ্ত্বা—॥১৪৩॥

মূল্যানুবাদ । [ ভৃগু তপস্যার ফলে ] জানিয়াছিলেন—  
পঞ্চবৃত্ত্যাক্ত প্রাণই ব্রহ্ম । কেননা, প্রাণ হইতেই এই সমস্ত  
কৃত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও প্রাণের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং  
বিশেষকালেও প্রাণেই বিলীন হয় । ভৃগু ইহা অবগত হইয়া  
পুনরায় পিতৃসমাপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে  
ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন । পিতা তাহাকে বলিলেন—তুমি তপস্যা  
দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর । তপস্যাই ব্রহ্ম । ভৃগু তপস্যা  
করিলেন । তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪৩ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥

শাংকরাভাষ্যম্ । ॥১৪৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।—॥১৪৩॥

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাত্ । মনসো হোব গচ্ছিমানি কৃতানি  
জায়ন্তে । মনসা জাতানি জীবন্তি । মনঃ প্রযন্ত্যতিসং-  
বিশন্তীতি । তদ্বিজ্ঞায় । পুনরেব বরুণং পিতরমুপসমসার । অধীহি  
ভগবো ব্রহ্মেতি । তৎ হোবাচ । তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ।  
তপো ব্রহ্মেতি । স তপোহতপ্যত । স তপস্তপ্ত্বা—॥১৪৪॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং চতুর্থোহনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সম্বলার্থঃ । মনঃ ( সংকল্প-বিকল্পাদ্বয়ং অস্তঃকরণং ) ব্রহ্ম ইতি  
ব্যজানাত্ । হি ( বতঃ ) ইমানি কৃতানি খলু মনসঃ এব জায়ন্তে ; জাতানি চ

মনসা এব জীবন্তি ; প্রবন্তি [ চ সন্তি ] ( মনঃ ) অভিসংবিশন্তি ইতি । [ ভৃগুঃ ]  
তং বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ ব্রহ্ম অধীহি ইতি ।  
[ পিতা ] তং ( বরুণং ) উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি ।  
সঃ ( ভৃগুঃ ) তপঃ অতপাত সঃ তপঃ তপ্ত্বা ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

মূলানুবাদঃ [ ভৃগু তপস্যা করিয়া ] জানিয়াছিলেন—  
মনই ব্রহ্ম । কেন না, মন হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় ,  
উৎপন্ন হইয়াও মনের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও  
মনেই দিলীন হইয়া থাকে । ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনরায়  
পিতার সমীপে সমাগত হইলেন—বলিলেন, ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মো-  
পদেশ প্রদান করুন । [ পিতা ] তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা  
ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর ; তপস্যাই ব্রহ্ম । তিনি তপস্যা  
করিলেন । তিনি তপস্যা করিয়া -- ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।— ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।— ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ । বিজ্ঞানাক্ষেপ খল্বিমানি  
ভূতানি জায়ন্তে । বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি । বিজ্ঞানঃ  
প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি । তদ্বিজ্ঞায় । পুংসেব বরুণং পিতর-  
মুপসসার । অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি । তৎ হোবাচ । তপসা  
ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব । তপো ব্রহ্মেতি । স তপোহতপাত । স  
তপস্তপ্ত্বা ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীং পঞ্চমোহনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদঃ । বিজ্ঞানং ( বুদ্ধিঃ ) ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ । হি ( যতঃ ) ইমানি  
ভূতানি খলু বিজ্ঞানাৎ এব জায়ন্তে । জাতানি চ বিজ্ঞানেন জীবন্তি ; প্রবন্তি চ  
বিজ্ঞানম্ অভিসংবিশন্তি ইতি । [ ভৃগুঃ তং [ বিজ্ঞান-ব্রহ্ম ] বিজ্ঞায় পুনঃ এব  
পিতরং বরুণম্ উপসসার — ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি । [ পিতা ] তং ( ভৃগুং )  
উবাচ হ— তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি । স ( ভৃগুঃ ) তপঃ অতপাত ;  
সঃ তপঃ তপ্ত্বা— ১৮ : ৫ ॥

মূলানুবাদঃ। তিনি জানিয়াছিলেন—বিজ্ঞানই (বুদ্ধিই) ব্রহ্ম । কেন না, এই সমস্ত ভূত বিজ্ঞান হইতেই জন্মে ; জাত হইয়াও বিজ্ঞান দ্বারাই জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও বিজ্ঞানই সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করে । ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনর্বার পিতার সমীপে সমাগত হইলেন, এবং বলিলেন—ভগবন, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন । পিতা তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর ; তপস্যাই ব্রহ্ম । ভৃগু তপস্যা করিলেন । তিনি তপস্যা করিয়া—॥১৪৫॥

ইতি ভৃগুবল্লী পঞ্চমানুবাকবাখ্যা ॥৫॥

শাক্তব্রহ্মবাদঃ।—••—১১৪৫॥

ভাস্যানুবাদঃ।—••—১১৪৫॥

আনন্দো ব্রহ্মৈতি ব্যজানাৎ । আনন্দাক্রোদ খল্লিগানী হৃতানি ভায়ন্তে । আনন্দেন জাতানি জীবন্তি । আনন্দঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি । সৈমা ভার্গবী বাকুণী বিদ্যা । পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা । স য এবং বেদ প্রতিষ্ঠিতা । অন্নবানন্নাদো ভবতি । মহান্ ভবতি । প্রজয়া পশুভির্জগদ্বর্চসেন । মহান্ কীর্ত্য ॥ ১ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাঃ ষষ্ঠোহনুবাকঃ ॥ ৬ ॥

সম্বল্লার্থঃ । [ স ভৃগুঃ তপঃ তপ্তা । ] আনন্দঃ ব্রহ্ম চৈতি ব্যজানাৎ । হি ( যতঃ ) ইমানি ভূতানি খলু আনন্দাৎ এব ভায়ন্তে , জাতানি আনন্দেন এব জীবন্তি ; প্রযন্তি চ আনন্দম্ এব অভিসংবিশন্তি ইতি ।

সা এষা ( যথোক্তা ) ভার্গবী ( ভৃগুণা জাতা ) বাকুণী ( বকুণেন কথিতা ), বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ ( ব্যোমি, হৃদয়াকাশ-গুহ্যায় অদ্বৈতে আনন্দে ) প্রতিষ্ঠিতা ( অন্নবান্নারভ্য সমাধা ) । সঃ যঃ ( যঃ কশ্চিৎ ) এবং ( যথোক্তাং বিদ্যাং , বেদ ( বিজ্ঞানভিঃ ), [ সঃ ] প্রতিষ্ঠিতা ( লোকে প্রতিষ্ঠাং গচ্ছতি ), অন্নবান্ ( প্রভূতান্নসম্পন্নঃ ), অন্নাদঃ ( অন্নভোক্তা চ ) ভবতি ; প্রজয়া ( সন্তত্যা ) পশুভিঃ ( গবাদিভিঃ ) ব্রহ্মবর্চসেন ( ব্রহ্মণ্যভেজসা ) মহান্ ভবতি । কীর্ত্য ( বশসা চ ) মহান্ ( প্রধানঃ ) ভবতি । ১১৪৬॥

মূলানুবাদ । [ ভৃগু তপস্যা করিয়া ] বুঝিয়াছিলেন—ঐ, আনন্দই ব্রহ্ম । কারণ, এই সমস্ত তৃত আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও আনন্দ দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, এবং বিনাশ সময়েও আনন্দেই বিলীন হইয়া থাকে ।

এই সেই ভার্গবী ( ভৃগুকর্তৃক পরিজ্ঞাত ) বাক্যী ( ব্রহ্মণ কর্তৃক উপদিষ্ট ) বিজ্ঞা পরম ব্যোমে ( অর্থাৎ হৃদয়াকাশরূপ গুহায় ) প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । যে কোন লোক এই প্রকার বিজ্ঞা অবগত হয়, সেই লোক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন ; প্রজা ( সন্তান ) পশুসম্পদ ও ব্রহ্মণ্যতেজ মহান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন ॥১৪৬॥

ইতি ভৃগুব্রাহ্মী বটাম্বুবাকব্যাক্য ॥ ৬ ॥

শাস্ত্রানুভাস্যাম্ । এবং তপসা বিজ্ঞান্ প্রাণাদিষু সাকল্যেন ব্রহ্ম লক্ষণমপশুন্ শনৈঃ শনৈরনুপ্রবিশ্বাস্তরতমমানন্দং ব্রহ্ম বিজ্ঞাতবান্ তপসা এব সাধ-  
নেন ভৃগুঃ, তদ্বাদব্রহ্মবিজ্ঞান্বন। বাহ্যাস্তঃকরণসমাধানলক্ষণং পরমং তপঃসাধন-  
মহুষ্টিমুদিতং প্রকরণার্থঃ । অধুনা আধ্যাত্মিকং চ উপসংহৃত্য ঋতিঃ যেন বচনে-  
নাধ্যাত্মিকানির্লক্ষ্যমর্থমাচাঠে—স। এষা ভার্গবী—ভৃগুণা বিদিতা ব্রহ্মণেন প্রোক্তা—  
বাক্যী বিজ্ঞা পরমে ব্যোমন্ হৃদয়াকাশগুহায়াং পরমানন্দেহৈবৈতে প্রতিষ্ঠিতা  
পরিসমাপ্তা অন্নময়াদান্বনোহুপ্রবৃতা । ১

এবমন্তোহপি তপসা এব সাধনেন অনেনৈব ক্রমেণ অনুপ্রবিশ্ব আনন্দং  
ব্রহ্ম বেদ, স এবং বিজ্ঞাপ্রতিষ্ঠানাং প্রতিতিষ্ঠতি আনন্দে পরমে ব্রহ্মণি, ব্রহ্মৈব  
ভবতীত্যর্থঃ । নৃষ্টং ফলং ততোচ্যতে—অন্নবান্ প্রভূতমন্নমন্ত বিজ্ঞাত ইত্যন্নবান্ ;  
সত্তামাজ্ঞেয়ং তু সাক্ষো হৃদয়ানিতি বিজ্ঞায়া বিশেষো ন ত্রাৎ । এবমন্নমন্তীত্যন্নাদো  
দোষ্টায়ির্ভবতীত্যর্থঃ । মহান্ ভবতি । কেন মহিম্বমিত্যত আহ—প্রজদা  
পুত্রাদিনা, পশুভিঃ গবাষাদিভিঃ, ব্রহ্মবর্জসেন শব্দমজ্ঞানাদিনিমিত্তেন তেতস।  
মহান্ ভবতি, কীর্ত্যা খ্যাতিয়া শুভাচারনিমিত্তয়া ॥১৪৬॥

ইতি ভৃগুব্রাহ্মী বটাম্বুবাক ভাক্য ॥ ৬ ॥

শাস্ত্রানুভাস্যাম্ । এইরূপে তপসা দ্বারা বিজ্ঞান্ হইতে ভৃগু উল্লিখিত  
প্রাণ প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ না দেখিয়া ক্রমশঃ ভিতরের দিকে প্রবেশ  
করিয়া অর্থাৎ ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তপসা প্রভাবেই আনন্দকে ব্রহ্ম



বলিয়া জানিয়াছিলেন । সেই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষের বহিরিঙ্গিয় ও অন্তরিঙ্গিয়ের সমাধি বা একাগ্রতারূপ পরম সাধন তপস্তার অনুষ্ঠান করা আবশ্যিক, ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত বা তাৎপর্যার্থ । অতঃপর ঐতি নিজেই আধ্যাত্মিক সমাধি করিয়া নিজের কথার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যার্থ ব্যক্ত করিতেছেন—উক্ত প্রকার এই ভার্গবী অর্থাৎ ভৃগুকর্তৃক বিদিত এবং বক্ষণ কর্তৃক উপদিষ্ট—বারুণী বিজ্ঞাপনম্ ব্রোমে অর্থাৎ হৃদয়াকাশ-গুহার অবৈত পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিতা—অন্নময় আত্মা হইতে আরম্ভ হইয়া উক্ত পরমানন্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছে ।১

অন্তও যে কোন লোক যথোক্ত প্রণালীক্রমে এই তপস্তারূপ সাধন দ্বারা অন্তর্ভুক্তি লাভ করত আনন্দরূপী ব্রহ্মকে জ্ঞানেন, তিনিও এই প্রকার বিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রভাবে পরমানন্দ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হন । বিজ্ঞার ভূট (লৌকিক) কলও বলা হইতেছে—সেই বিজ্ঞান অন্নবান্—প্রচুর পরিমাণে অন্ন লাভ করেন ; যৎকিঞ্চিৎ অন্নসম্পদ, সকল লোকেবই থাকিতে পারে ; তাহাতে বিজ্ঞাবানের কোনও বিশেষত্ব ঘটে না । ( এইজন্য ‘অন্নবান্’ অর্থে প্রচুর অন্নসম্পন্ন বলা হইল ) । সেই লোক অন্নাদ—অন্নতোক্তা অর্থাৎ দীপ্তাশ্রিত হন ; এবং মহান্ হন । কিসে মহত্ব, তাহা বলা হইতেছে প্রাণা—প্রাণদি দ্বারা, পশু—গো-অশ্ব প্রভৃতি দ্বারা, এবং ব্রহ্মবর্ষস—শম, দম ও জ্ঞানাদিলক তেজে (মহান্ হন) ; আর কীৰ্ত্তি—মঙ্গলময় আচারজনিত বশেও মহান্ হন ॥১৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্লীর বটালুবাকের ভাষ্যাবতাব্দ ॥৬॥

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ । তদব্রতম্ । প্রাণো বা অন্নম্ । শরীর-  
মন্নাদম্ । প্রাণে, শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্ । শরীরে প্রাণঃ প্রতি-  
ষ্ঠিতঃ । তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ । স য এতদন্নমন্নে প্রতি-  
ষ্ঠিতঃ বেদ প্রতিষ্ঠিতঃ । অন্নবান্নাদো ভবতি । মহান্ ভবতি  
প্রজয়া পশুভিব্রহ্মবর্ষসেন । মহান্ কীৰ্ত্ত্যা ॥১৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং সপ্তমোহনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

সম্বন্ধার্থঃ । বক্তা [অন্নবিজ্ঞানেনৈব ব্রহ্মবিজ্ঞানং সম্পত্তে, তস্যাং] অন্নং  
ন নিন্দ্যাৎ (অন্ননিন্দাং ন কুৰ্য্যাৎ) । তৎ (অন্নত অনিন্দনং) ব্রতম্ (অবস্ত-  
প্রতিপাল্যো নিয়মঃ) । [ কিং তৎঅন্নম্ ? ] প্রাণঃ বৈ অন্নং (অন্নময়শরীরাস্ত-  
র্গতত্বাৎ) ; [ যৎ ব্রহ্মত্বঃ প্রতিষ্ঠিতং, তৎ তত্ত্বান্নবিত্যভিপ্রেতম্ ] । শরীরম্

অন্নাদম্ ( অন্নভোক্ত ) প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিতং ( প্রাণাধীনত্বাৎ শরীরত্ব ) , শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । তৎ এতৎ ( উভয়ং, প্রাণঃ শরীরং চ ) অন্নং অগ্নে প্রতি-  
 ঠিতং । স যঃ ( কশিৎ ) অগ্নে প্রতিষ্ঠিতং এতৎ ( উভয়ং ) অন্নং বেদ ( জানাতি ) ,  
 [স:] প্রতিষ্ঠিততি, অন্নবান্, অন্নাদঃ ভবতি, প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চসেন চ মহান্  
 ভবতি ; কীৰ্ত্ত্যা ( বশসা ) মহান্ ( মহম্ববান্ ) ভবতি । ( ব্যাখ্যা পূর্ববৎ ) ॥১৪৭॥

মূলানুবাদ । [ উক্ত বিদ্বান্ যেহেতু প্রথমে অন্নবিজ্ঞান দ্বারাই  
 ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, সেই হেতু ] কখনও অগ্নের নিন্দা  
 করিবেন না ; ইহাই তাঁহার ব্রত অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় নিয়ম ।  
 প্রাণ হইতেছে অন্ন ; আর শরীর অন্নাদ ( অন্নভোক্তা ) ; [ কারণ,  
 এই শরীর প্রাণের সাহায্য লইয়াই বাঁচিয়া থাকে ; এই জন্ত ]  
 শরীর প্রাণে অধিষ্ঠিত বা আশ্রিত ; আবার প্রাণও শরীরে  
 অধিষ্ঠিত ; সুতরাং এই উভয় অন্নই, অগ্নে অবস্থিত । যে কোন  
 লোক অগ্নে প্রতিষ্ঠিত এই উভয় অগ্নকে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা  
 লাভ করেন ( জগদ্বিখ্যাত হন ), প্রভূত অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন,  
 এবং সন্তান, পশুসম্পদ ও ব্রহ্মবর্চসেন ( জ্ঞানজনিত তেজে ) মহান্  
 হন, অধিকন্তু জ্ঞানপ্রচারের ফলে কীৰ্ত্তিতেও মহম্ব লাভ  
 করেন ॥১৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করাভাষ্যম্—কিক, অগ্নেন দ্বারভূতেন ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং যস্মাৎ,  
 তস্মাদ্ভুতমিবান্নং ন নিন্দ্যাৎ ; তদন্তৈবং ব্রহ্মবিদো ব্রতমুপদিশতে । ব্রতোপদে-  
 শোহন্ততরে ; স্ততিভাক্তৃক্ অন্নত ব্রহ্মোপলব্ধ্যপারম্বাৎ । প্রাণো বা অন্নম্,  
 শরীরান্তর্ভাবাৎ প্রাপ্তম্ । যদ্বশ্যন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি, তন্তস্তান্নং ভবতীতি ।  
 শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, তস্মাৎ প্রাণোহন্নং শরীরমন্নাদম্ । তথা শরীরমপ্যন্নং  
 প্রাণোহন্নাদঃ । কস্মাৎ প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্ ? তন্নিমিত্তত্বাচ্ছরীরস্থিতেঃ ।

তস্মাদেতদুভয়ং শরীরং প্রাপ্তম্ অন্নমন্নাদম্ । বেনান্তোক্তমিন্ প্রতিষ্ঠিতং,  
 তেনান্নম্ । বেনান্তোক্তম্ প্রতিষ্ঠা, তেনান্নাদঃ । তস্মাৎ প্রাণঃ শরীরকোভয়-  
 মন্নমন্নাদম্ চ । স যঃ এতদন্নমগ্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিষ্ঠিততি অন্নান্নাদান্ননৈব ।  
 কিক, অন্নবান্ অন্নাদো ভবতীত্যাদি পূর্ববৎ ॥: ১৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অপিচ, যেহেতু উপায়স্বরূপ অগ্নের সাহায্যে ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই হেতু অন্নও গুরুস্থানীয়; এই কারণে অগ্নের নিন্দা করিবে না। উক্ত প্রকার ব্রহ্মবিদের পক্ষে ইহা ব্রতস্বরূপ উপদিষ্ট হইতেছে। অগ্নের স্তুতি বা প্রশংসা বিজ্ঞাপনার্থই এইরূপ ব্রতোপদেশ। ব্রহ্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াই অন্ন এই প্রকার প্রশংসার যোগ্য। প্রাণই অন্ন; কারণ, উহা শরীরের অভ্যন্তরগত। (এখানে বুঝিতে হইবে,) যে যাহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তাহার অন্ন হইয়া থাকে; প্রাণও শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত; সেই হেতু প্রাণ হইতেছে অন্ন, আর শরীর হইতেছে অন্নাদ। তোক্। ১। সেইরূপ শরীরও অন্ন, আবার প্রাণও অন্নাদ।

ভাল কি নিমিত্ত—শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত? যেহেতু প্রাণই শরীর রক্ষার উপায়, সেই হেতু, শরীর ও প্রাণ, এতদ্ব্যতীত অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কারণে পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণেই উহার অন্ন, আর যে কারণে উহাদের পরস্পরে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি হয়, সেই কারণে উহার অন্নাদ-পদবাচ্য। সেই হেতু প্রাণ ও শরীর উভয়ে অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কোন লোক এইরূপে অগ্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নদানরূপে প্রতিষ্ঠিত (স্থিতি) লাভ করেন। আরও পূর্বের জ্ঞান তিনিও অন্নবান ও অন্নাদ ভক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১। ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর সপ্তমোহবাক্যের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৭ ॥

অন্নং ন পরিচক্ষীত । তদব্রতম্ । আপো বা অন্নম্ । জ্যোতিঃসমাদম্ । অপ্স্থ জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । জ্যোতিঃ-  
স্বাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ । তদেতদন্নগমে প্রতিষ্ঠিতম্ । স য এতদন্ন-  
গমে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিষ্ঠিতা অন্নবানন্নদো ভবতি । মহান্  
ভবতি । প্রজয়া পশুভিঃ স্তব্ধবর্জসেন । মহান্ কীর্ত্য ॥ ৪৮ ॥

ইতি অষ্টমোহবাক্যঃ ॥ ৮ ॥

সম্বলসার্থঃ। অন্নং (অন্নদানীয় বস্তু) ন পরিচক্ষীত (ন পরিহরেৎ নোপেক্ষেত ইত্যর্থঃ) । তৎ (অন্নপরিহারাকরণং) ব্রতম্ (ব্রতবৎ পালনীয়ম্) । [ইদানীম্ অন্নপদার্থে নির্দিষ্টত্বে—] আপঃ (জলানি) বৈ অন্নং; জ্যোতিঃ (অগ্নি-প্রভৃতি) অন্নাদং (অপস্বরূপান্নভোক্); [তচ্চ] জ্যোতিঃ অপ্স্থ প্রতিষ্ঠিতম্; আপঃ [অপি] জ্যোতিষি প্রতিষ্ঠিতাঃ । তৎ এতৎ অন্নং অগ্নে প্রতিষ্ঠিতং, (জ্যোতিরাপক্ এতদ্ উভয়ং অতোহন্তপ্রতিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ) । সঃ যঃ (যঃ কচ্চন)

এতৎ অন্নং অগ্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ ( জানাতি ), [ সঃ ] প্রতিষ্ঠিততি ( লোকে প্রতিষ্ঠাঃ লভতে ), অন্নবান্ ( প্রচুরান্নসম্পন্নঃ ) অন্নাদঃ ( অন্নভোক্তা চ ) ভবতি । [ অপি চ ] প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চসেন মহান্ ভবতি, [ তথা ] কীৰ্ত্ত্যা চ মহান্ ভবতি ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

মূলানুবাদঃ । অন্নকে উপেক্ষা করিবে না । ইহা একটা ব্রত— অবশ্য পালনীয় কর্ম । জলই অন্ন ; এবং জ্যোতিঃ অন্নাদ ( সেই জলরূপী অগ্নির ভোক্তা—শোষক ) । জলের মধ্যে জ্যোতিঃ অবস্থান করে ; আবার জ্যোতির মধ্যেও জল অবস্থিতি করে । এই উভয় অন্নই অগ্নে প্রতিষ্ঠিত আছে । যে কোন লোক অগ্নে প্রতিষ্ঠিত এই অন্নতত্ত্ব জানেন, তিনি সম্ভান, পশু, ব্রহ্মবর্চস দ্বারা মহত্ব লাভ করেন, এবং কীৰ্ত্তি দ্বারাও গৌরবান্বিত হন ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইতি অষ্টমাম্ভুবাক ব্যাখ্যাস্ত ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । অন্নং ন পরিচক্ষীত ন পরিহরেৎ । তৎ ব্রতং— পূর্ববৎ স্তব্যর্থম্ । তদেবং শুভাশুভকল্পনয়া অপরিহ্রীয়মাণং স্তব্যং মহীকৃতমন্নং জ্ঞাৎ । এবং যপোক্তমুত্তরেণপি অপো বা অন্নমিত্যাदिषু যোক্তবৎ ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যষ্টমাম্ভুবাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । অন্নকে পরিহার ( উপেক্ষা ) করিবে না । পূর্বের জ্ঞান এখানেও কার্যের প্রশংসার্থ ব্রত বলা হইয়াছে । এইরূপ ভালমন্দ বিচার-পূর্বক অন্নকে উপেক্ষা না করিলে বস্তুতঃ অগ্নিরই প্রশংসা বা স্তুতি সিদ্ধ হয় । পরবর্তী ‘আপো বৈ অন্নম্’ ইত্যাদি স্থলেও এই রীতির বোঝনা করিবে ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

ইতি তৃণবদ্রী অষ্টমাম্ভুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

অন্নং বহু কুর্কীত । তদব্রতম্ । পৃথিবী বা অন্নম্ । আকাশোহন্নাদঃ । পৃথিব্যাাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা । তদেতদন্নগমে প্রতিষ্ঠিতম্ । স য এতদন্নমগ্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিষ্ঠিততি । অন্নবানন্নাদো ভবতি । মহান্ ভবতি । প্রজয়া পশুভিব্রহ্মবর্চসেন । মহান্ কীৰ্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি নবমোহম্ভুবাকঃ ॥ ৯ ॥

সঙ্কলার্থঃ । অন্নং বহু ( প্রভূতং ) কুর্কীত । তৎ ( অন্নত বচনরূপমেব ) ব্রতম্ । [ কিং তদন্নম্ ? ইত্যাহ— ] পৃথিবী বৈ অন্নং ; আকাশঃ অন্নাদঃ

(ভক্তোক্তা) আকাশঃ পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ (স্বকঃ), পৃথিবী চ আকাশে প্রতিষ্ঠিতা। তৎ এতৎ অন্নং অগ্নে প্রতিষ্ঠিতম্। সঃ যঃ (যঃ কচ্চিৎ) এতদ্ অন্নং অগ্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিষ্ঠিততি। [অপি চ], অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি; প্রজ্ঞা পশুভিঃ ব্রহ্মবর্ষসেন মহান্ ভবতি, তথা কীর্ত্ত্য মহান্ ভবতি। [ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

মূলানুবাদ। অন্ন বহু (বিস্তৃত) করিবে। ইহা একটি ব্রত। [অন্ন কি ?] এই পৃথিবীই অন্ন; আকাশ তাহার ভোক্তা—অন্নাদ। আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীও আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় অন্ন অম্নেতেই অবস্থিত। যিনি এই অন্নকে অগ্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন, জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং প্রজা, পশু ও ব্রহ্মবর্ষসে গৌরবাচিত হন, আর কীর্ত্তি দ্বারাও মহত্ব লাভ করেন ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি নবমাসুবাচ ব্যাখ্যা ॥ ৯৯ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্যম্—অপ্ হু জ্যোতিরিত অব্ জ্যোতিষোন্নাদিগুণেষে নোপাসকত্ব অন্নত্ব বহু করণং ব্রতম্ ॥ ১০০ ॥

ইতি নবমাসুবাচ ভাষ্যম্ ॥ ১০১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্বকথিত ‘অপ্ হু জ্যোতিঃ’ এই শক্তি অনুসারে অপ্ ও জ্যোতিকে অন্ন ও অন্নাদগুণবিশিষ্টরূপে যিনি উপাসনা করেন, অন্নবুদ্ধি করা তাহার একটি ব্রত—এই কথা এখানে বলা হইল ॥ ১০০ ॥

ইতি ভূগুবল্লীর নবমাসুবাচের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১০১ ॥

ন কঞ্চন বসতো প্রত্য্যচক্ষীত। তদ ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্নমং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধাস্মা অন্নমিত্যচক্ষতে। এতদৈ মুখতোহন্নং রাঙ্কম্। মুখতোহস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদৈ মধ্যতোহন্নং রাঙ্কম্। মধ্যতোহস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদা অন্ততোহন্নং রাঙ্কম্। অন্ততোহস্মা অন্নং রাধ্যতে ॥ ১০০ ॥

সম্বলোপঃ। বসতো (বগ্হে) [বাসলাভার্থ্যগতং] কঞ্চন (কমপি) ন প্রত্য্যচক্ষীত ন (নিবারণং)। তৎ (অভ্যাগতানিবারণং) ব্রতম্। [বহ্নাং বসতি-

দানে কৃতে অন্নমপি তন্মৈ দাতব্যমেব], তস্মাৎ বরা করা চ বিধয়া (যেন কেনচিত্ প্রকারেণ) বহু (প্রচুরং) অন্নং প্রাপ্নুয়াৎ (প্রভূতান্নসংগ্রহং কুর্যাদিত্যর্থঃ) । [অতএব অন্নবস্ত্ত বিধাৎসঃ] অন্মৈ (অন্নার্থিনে অভাগতায়) অন্নং অরাধি (সংগৃহীতং ময়া) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) । [অথ দানকালীনবচন-প্রকার উচ্যতে—] এতৎ (দীয়মানম্) অন্নং মুখতঃ (মুখ্যয়া বৃত্ত্যা) রাক্ষং (সংগৃহীতং ময়া) ইতুক্ত্বা প্রযচ্ছতীতি ভাবঃ । তাদৃশ-দানফলমুচ্যতে—[অন্মৈ (অন্ন-দাত্রে) মুখতঃ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা এব অন্নং রাধাতে (যথাসংগ্রহং যথাদানং চ অন্নম্ উপতিষ্ঠতীতিত্বার্থঃ) । তথা (মধ্যতঃ মধ্যময়া বৃত্ত্যা) বৈ এতৎ অন্নং রাক্ষম্ [ইতুক্ত্বা প্রযচ্ছতি] অন্মৈ (অন্নদাত্রে) মধ্যতঃ (মধ্যময়া বৃত্ত্যা এব) অন্নং রাধাতে (উপনমতে); তথা এতৎ অন্নং অন্ততঃ (জঘন্তয়া বৃত্ত্যা) রাক্ষম্; অন্ততঃ (জঘন্তয়া এব বৃত্ত্যা) অন্মৈ অন্নং রাধাতে, (অন্নসংগ্রহানুসারেণ দাতুঃ পুনরন্নলাভো ভবতীতি ভাবঃ) । [‘মুখতঃ’ তৃত্বতি-পদানি বয়োহবস্থাপরাণ্যপি ব্যাখ্যায়ন্তে ব্যাখ্যাভূতিঃ] ॥১॥ ৫০ ॥

মূলানুবাদ । [পূর্বোক্ত নিয়মে অন্নসংগ্রাহক উপাসকের পক্ষে আরও বিশেষ বিধি বলিতেছেন—] বাড়ীতে বাসের জন্ত আগত কোন ব্যক্তিকেই প্রত্যাখ্যান করিবে না, ইহাই একটি ব্রত । [যেহেতু গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করিতেই হয়,] সেই হেতু, যে কোন প্রকারে অন্নসংগ্রহ করিবে । [এই জন্ত পণ্ডিতগণ] বলিয়া থাকেন, ইহার উদ্দেশ্যই অন্ন সংগ্রহ করিয়াছি । [দান কালেও] এই অন্ন আমি মুখ্য বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ ধনোপার্জনের জন্ত যাহার পক্ষে যেরূপ বৃত্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিহিত, সেইরূপ বৃত্তিদ্বারাই সংগ্রহ করিয়াছি, [এই বলিয়া অন্ন প্রদান করেন] । তাহার ফলে, সেইরূপ মুখ্য বৃত্তিতেই তাহার ধনাগম হইয়া থাকে । এই অন্ন মধ্যম (বাছা অপকৃষ্ট নহে, এইরূপ) বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত, [এই বলিয়া দান করেন], এবং এই অন্ন অন্তিম বা নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে, [এই বলিয়া দান করেন] । তাহার ফলে, মধ্যম ও অপকৃষ্ট বৃত্তিতে তাহার পুনরায় ধনাগম হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৫০ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । তথা পৃথিব্যামকাশোপাসকস্ত বসতো বসতি-  
নিবিস্তং ককন ককিদপি ন প্রত্যাশীত বসত্যর্থমাপত্তং ন নিবারয়েদিত্যর্থঃ ।

বাসে চ দত্তে অবশ্যং জ্ঞানং দাতব্যম্, তস্মাদবস্থা করা চ বিধয়া—বেন কেন প্রকারেণ বহুসং প্রাপ্তুয়াং বহুসংগ্রহঃ কুর্যাদিত্যর্থঃ । তস্মাদবস্থো বিদ্যাংসঃ অভ্যাগতায়ান্নার্থিনে অরাধি সংসিদ্ধমস্মৈ অন্নমিত্যচক্রে, ন নাত্তীতি প্রত্যাখ্যানং কুর্বন্তি, তস্মাচ্চ হেতোর্কস্বয়ং প্রাপ্তুয়াদিতি পূৰ্বেণ সম্বন্ধঃ ।

অপি চ, অন্নদানস্ত মাহাত্ম্যমুচ্যতে—যথা যৎকালং প্রবচ্ছত্যন্নম্, তথা তৎকালমেব প্রতাপনমতে । কথমিতি, তদেতদাহ—এতদৈ অন্নং মুখতঃ মুখে প্রথমে বরসি, মুখায়া বী বৃত্ত্যা পূজাপুরঃসরমভ্যাগতায়ান্নার্থিনে রাক্ষং সংসিদ্ধং প্রবচ্ছতীতি বাক্যশেষঃ । তন্ত কিং ফলং ত্রাদিতি, উচ্যতে—মুখতঃ পূৰ্বে বরসি মুখায়া বা বৃত্ত্যা অস্মৈ অন্নদায় অন্নং রাদ্যাতে, যথাদত্তমুপতিষ্ঠত-ইত্যর্থঃ । এবং মধ্যতঃ মধ্যমে বরসি, মধ্যমেন চোপচায়েণ ; তথা অন্ততঃ অন্ত্রে বরসি জঘন্তেন চ উপচায়েণ পরিভবেন, তথৈবাস্মৈ রাদ্যাতে সংসিধ্যত্যন্নম্ ॥ ১ ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যানুবাদ । পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথিবী ও আকাশকে যিনি অন্ন ও অন্নদভাবে উপাসনা করেন, তাহার ] আরও একটা ব্রত আছে । তাহা এই—] পৃথিবী ও আকাশোপাসকের নিকট বসন্তের নিমিত্ত আগত কোন লোককেই তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না, অর্থাৎ বাসপ্রাপ্তী চেষ্টয়া আগত কোন লোককেই বারণ করিবেন না । বাসের নিমিত্ত স্থান দিলে তাহাকে গোজনার্থ অন্নদান করাও আবশ্যক । সেই কাবণে, যে কোন একমে চউক বহু অন্ন প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ প্রচুর পবিমাণে অন্নসংগ্রহ করিবে । যেহেতু অন্নসম্পন্ন বিদ্যাগণ অন্নার্থে অভ্যাগত ব্যক্তিকে বলিয়া থাকেন যে, ইঁহঁতার উদ্দেশ্যেই এই অন্ন সংগৃহীত হইয়াছে ; কখনও ‘অন্ন নাই’ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না, সেই হেতু বহু অন্ন সঞ্চয় করিবে ।

আরও এক কথা, অন্নদানের মাহাত্ম্য বলা হইতেছে—[ উক্ত উপাসক ] যে সময় যে ভাবে অন্ন প্রদান করেন, ঠিক সেই সময় সেই ভাবেই তাহার অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে । [ দানের অবস্থানুসারেই যে, ফল লাভ হয়, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত বলিতেছেন—] এই অন্ন মুখ্য বরসে অর্থাৎ প্রথম বরসে কিংবা মুখ্য বৃত্তি দ্বারা ( শাস্ত্রোক্ত শ্রদ্ধাদি সহকারে, আদরপূর্বক অভ্যাগত অন্নার্থীকে প্রদত্ত হইতেছে, [ এই বলিয়া গৃহস্থ ] অন্নদান করেন । তাহার কি ফল হয়, বলা হইতেছে—মুখ্য বরসে বা উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে এই অন্নদাতার নিকট অন্নও সেইভাবেই আসিয়া উপস্থিত হয় । ফল কথা, যে ভাবে দান করা হয়, সেই

ভাবেই অন্ন প্রাপ্তি হয় । এইরূপ মধ্যম বয়সে বা মধ্যম উপচারে—স কার্য প্রভৃতি দ্বারা, এবং অন্তিম বয়সে কিংবা পরপরিত্ত্বাদি অশুভ বৃত্তিতে । যদি এই অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে, সেই ভাবেই অন্নদাতার নিকট অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১১১॥৫০॥

য এবং বেদ । ক্লেম ইতি বাচি । যোগক্লেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ । কৰ্ম্মেতি হস্তয়োঃ । গতিরিত্তি পাদয়োঃ । বিমুক্তিরিত্তি পায়ৌ । ইতি মানুযীঃ সমাজ্যোঃ । অথ দৈবীঃ । তৃণিরিত্তি বৃক্ষৌ । বলমিত্তি বিদ্ব্যতি ॥ ২।৫১ ॥

সম্মলানার্থঃ । যঃ এবং বেদ ( অন্নস্য যথোক্তং মাহাত্ম্যং, তদানন্ত চ ফলং জানাতি ), [ তন্ত পূৰ্ব্বকৃত্যুক্তং ফলং সম্পদ্বতে ইতি শেবঃ ] । [ অতঃপরং এক্ষণ উপাসনাপ্রকারঃ কথ্যতে— ] বাচি ( বাক্যে ) ক্লেম ইতি ( প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্লেমঃ, ব্রহ্ম তদ্রূপেণ বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ ইত্যুপাস্তম্ ) প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্লেম ইতি, ( প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্লেমাত্মনা প্রতিষ্ঠিতমিত্তি ব্রহ্ম উপাসীত ) । হস্তয়োঃ কৰ্ম্মেতি ( কৰ্ম্মাত্মনা ), পাদয়োঃ গতিরিত্তি ( গমনাত্মনা ), পায়ৌ ( মলদ্বারে ) বিমুক্তিঃ ( মলানিত্যাগরূপেণ ) [ প্রতিষ্ঠিতমিত্তি, ব্রহ্ম উপাসীত ইতি সৰ্ব্বত্র সম্বধ্যতে ] । ইতি ( এতঃ ) মানুযীঃ ( মনুষ্যোবু ভবাঃ মানুয্যোঃ ), সমাজ্যোঃ ( জানানি উপাসনানৌত্যাঃ ) । অথ ( অনন্তরং ) দৈবীঃ ( দৈব্যঃ দেবেবু ভবাঃ ) সমাজ্যোঃ ( উপাসনানি ) [ উচ্যতে — ] বৃক্ষৌ তৃণিঃ ( অন্নাদিদ্বারা তৃণিসামান্যত্বং তৃণিঃ ) ইতি, বিদ্ব্যতি বলং ইতি — ॥ ২॥৫১॥

মূলান্মূলানি । যিনি এইরূপে অন্নদান ও অন্ন মাহাত্ম্য জানেন, [ তিনি পূৰ্ব্বোক্ত সমস্ত ফল লাভ করেন । এখন প্রকারান্তরে

(১) তাৎপর্য—এইরূপ উপাসকের নিকট কখনও যদি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত কোন লোক আসিয়া “আমি তোমার গৃহে বাস করিব” বলিয়া বাসস্থান প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত বাসস্থান দিবে, এবং তাহার ভক্ষণযোগ্য অন্নও দিবে; বাসার্থীকে কখনও ফিরাইয়া দিবে না; এবং বাসস্থান দিয়া উপবাসীও রাখিবে না, ইহা গৃহস্থমাত্রেরই অবশ্য পালনীয় ব্রতবিশেষ বলিয়া মনে করিতে হইবে । তাহার পর, অন্নদানের কালে গৃহস্থ সেই অভ্যাগতের প্রতি যত্নপূৰ্ব্বক দেখাইবে, ঠিক সেইরূপ আহারের সহিতই তিনি সকল স্থানে অন্নলাভ করিবেন । অনাদর পূৰ্ব্বক দান করিলে, তিনিও যখন যেখানে বাহা কিছু অন্ন পাইবেন, অনাদরপূৰ্ব্বকই পাইবেন । অতএব অভ্যাগতকে যেমন বাসস্থান দিতে হইবে, তেমনি অন্নও দিতে হইবে, তেমনি আবার আদর পুষ্টাও প্রদর্শন করিতে হইবে । ইহার ফলে ক্রমে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার লাভ হয় ।



ব্রহ্মোপাসনা বর্ণিত হইতেছে—বাক্যে ক্ষেমরূপে, প্রাণ ও অপান বায়ুতে বোগ ক্ষেমরূপে, হস্তদ্বয়ে কর্মরূপে, পাদদ্বয়ে গতিরূপে এবং মলদ্বারে ত্যাগরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে । এ সমস্ত উপাসনা মনুষ্য সম্পর্কিত, অতঃপর দৈব উপাসনা [ কথিত হইতেছে— ] বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যাতে বলরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনাকরিবে ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । 'ব এবং বেদ'—ব এবমস্ত বধোক্তং মাহাত্ম্যং বেদ, তদানন্ত চ ফলং, তস্য বধোক্তং ফলমুপনমতে । ইদানীং ব্রহ্মণ উপাসন প্রকার উচ্যতে ।—ক্ষেম ইতি বাচি ।১

ক্ষেমো নামোপাস্তপরিরক্ষণং ব্রহ্ম বাচি ক্ষেমরূপেণ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্তম্ । যোগক্ষেম ইতি, যোগোহুপাস্তস্যোপাদানম্ । তৌ হি যোগক্ষেমৌ প্রাণাপান-  
স্বার্থলবতোঃ সত্যোর্বতো বস্তপি, তথাপি ন প্রাণাপাননিমিত্তাবেব ; কিন্তু ইহা ?  
ব্রহ্মনিমিত্তৌ । তস্মাদ্ ব্রহ্ম যোগক্ষেমাত্মনা প্রাণাপানয়োঃ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্তম্ ।  
এবমন্তরেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যাম্ । ২

কর্মণো ব্রহ্মনির্কর্তব্যাদ্ভক্তয়োঃ কর্মাত্মনা ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতমুপাস্যাম্ । গতি-  
রिति পাদয়োঃ, বিমুক্তিরिति পার্শ্বৌ । ইত্যোতা মাহুযী মনুষ্যোন্মু ভবাঃ মাহুয্যাঃ  
সমাজাঃ, আধ্যাত্মিক্যঃ সমাজাঃ জ্ঞানানি বিজ্ঞানাহুপাসনানীভার্থঃ । অথ  
অনন্তরং দৈবী দৈব্যা দেবেন্মু ভবাঃ সমাজা উচ্যন্তে । তৃপ্তিরिति বৃষ্টৌ ।  
বৃষ্টেরদ্বাদ্বিধারেণ তৃপ্তিহেতুত্বাদ্ ব্রহ্মৈব তৃপ্ত্যাত্মনা বৃষ্টৌ ব্যবহৃতমিত্যুপাস্যাম্ ।  
তথা অন্তেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যাম্ । তথা বলরূপেণ বিদ্যাতি ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

ভাষ্য' নুলাদ । 'ব এবং বেদ' অর্থ বে লোক উক্ত প্রকারে অরের  
মাহাত্ম্য এবং অন্নদানের বধোক্ত ফল জ্ঞানেন, তাহার উক্ত প্রকার ফল নিশ্চয়  
হইয়া থাকে । অতঃপর ব্রহ্মোপাসনার প্রকারভেদ কথিত হইতেছে,—'ক্ষেম ইতি  
বাচি' ইতি ॥ ১ ॥

ক্ষেম অর্থ প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ । ব্রহ্মই বাক্যেতে ক্ষেমরূপে অবস্থিত,  
এইরূপ তাঁহার উপাসনা করিবে । 'যোগ ক্ষেম ইতি ।' যোগ অর্থ অপ্রাপ্ত বস্তুর  
প্রাপ্তি ; যদিও বলশালী প্রাণ ও অপান বায়ু বিস্তারিত থাকিলেই উক্ত যোগ-ক্ষেম  
সম্পাদন সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি [ বৃষ্টিতে হইবে যে, কেবল প্রাণাপানই ঐ  
উভয়ের স্থিতিকারণ নহে, ব্রহ্মই উভাদের স্থিতির মূখ্য কারণ । সেই  
জন্ত, ব্রহ্মই যোগ-ক্ষেমরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপে

উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ পরবর্তী স্থান সমূহেও ব্রহ্মকেই তত্ত্বরূপে উপাস্ত  
বুঝিতে হইবে। ২

কৰ্ম্মমাত্রই ব্রহ্মদ্বারা সম্পাদিত হয়; এইজন্য, হস্তদ্বয়ে কৰ্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত  
বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। পাদদ্বয়ে গতিরূপে, এবং পায়ুতে (মলদ্বারে)  
বিমুক্তিরূপে (মলাদি-ত্যাগরূপে) উপাসনা করিবে। এ সমুদয় হইতেছে মনুষ্য-  
সম্পর্কিত—মানুষী সমাজ—আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনাত্মক বিজ্ঞান। অতঃ-  
পর দৈবী সমাজ অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা-প্রকার কথিত হইতেছে। বৃষ্টিতে  
তৃপ্তিরূপে অনিষ্ঠিত; কারণ, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, সেই অন্নদ্বারা লোকের  
তৃপ্তি হয়, ব্রহ্মই সেই তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে অবস্থিত আছেন, এইরূপে তাঁহার উপাসনা  
করিবে। অস্ত্রাত্ম বিষয়েও তত্ত্বরূপে ব্রহ্মই উপাস্য। এইরূপ বিদ্যাতের মধ্যে  
বলরূপে [ অধিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে। ] ॥১৫১॥

যশ ইতি পশুযু। জ্যোতিরিত্তি নক্ষত্রেষু। প্রজাতির-  
মৃতগানন্দ ইতু্যপাস্তে। সর্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যা-  
পাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইতু্যপাসীত। মহান্  
ভবতি। তন্মহ ইতু্যপাসীত। গানবান্ ভবতি ॥ ৩৫২॥

সন্মুখাংগঃ। পশুযু যশ ইতি, নক্ষত্রেষু জ্যোতিঃ ইতি, উপাস্তে  
( জননেন্দ্রিয়ে ) প্রজাতিঃ ( পুত্রাদিজন ), অমৃতং ( অনাদিজাতা  
তৃপ্তিঃ ), আনন্দঃ ( পুত্রজননদ্বারা স্বর্গশোধনজং সুখম্ ), ইতি ( অনেন প্রকারেণ  
ব্রহ্ম উপাস্য ) তথা আকাশে সর্বম্ ইতি ( আকাশে, যৎসর্বং প্রতিষ্ঠিতং, তৎসর্বং  
ব্রহ্মেব ইত্যনেন প্রকারেণ, তৎ ( ব্রহ্ম ) প্রতিষ্ঠাং ( সর্বাধারঃ ) ইতি উপাসীত।  
সর্বত্র উপাস্তং উপাসীত বা ইখং জিহ্বা যোজনীয়া ]। [ উপাসনারাঃ ফলমুচ্যতে ]  
[ যথোক্তোপাসকঃ ] প্রতিষ্ঠাবান্ ( অন্যোবাং আশ্রয়ঃ ) ভবতি। তৎ ( ব্রহ্ম )  
মহঃ ( চতুর্থী ব্যাহতিঃ, জ্যোতিঃ বা ) ইতি ( অনেন প্রকারেণ ) উপাসীত।  
[ ততশ্চ ] মহান্ ( মহৎগুণবান্, জ্যোতিঃবান্ বা ) ভবতি। তৎ ( ব্রহ্ম ) মন  
ইতি ( মননরূপেণ ) উপাসীত। [ তেন চ উপাসকঃ ] মানবান্ ( মননসমর্থঃ,  
মাননীয়ঃ বা ) ভবতি ॥৩৫২॥

মূলানুবাদ। পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রে জ্যোতিঃরূপে,  
উপস্থানামক জননেন্দ্রিয়ে প্রজাতিরূপে ( পুত্রাদি উৎপাদনরূপে ),  
অমৃতরূপে : ( আলিঙ্গনাদিজনিত তৃপ্তিরূপে ), এবং পুত্রোৎপত্তির ফলে  
স্বর্গপরিশোধজনিত আনন্দরূপে, আর আকাশে অবস্থিত সর্ব বস্তু-

রূপে, এবং প্রতিষ্ঠা বা সর্বাধার রূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক প্রতিষ্ঠাবান্ ( সকলের আশ্রয় ) হন। পুনশ্চ, সেই ব্রহ্মকে মহরূপে ( মহ অর্থ ব্যাকৃতি বা জ্যোতিঃ, তদ্রূপে ) উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসকও মহত্ব বা তেজস্বিতা লাভ করেন। তাহাকে মনঃ অর্থাৎ চিন্তাবৃত্তিরূপে উপাসনা করিবে। তাহা দ্বারা উপাসক নিজেও মানবান্ ( চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ) হইয়া থাকেন ॥৩৫০॥

শাস্ত্রানুবাদ। যশোরূপেণ পশুঃ। জ্যোতীরূপেণ নক্ষত্রৈঃ।  
জাতিঃ অমৃতমমৃতপ্রাপ্তিঃ, পুত্রৈঃ ঋণবিমোক্ষদ্বারগাননঃ সুখমিত্যেতৎ সৰ্বম-  
পস্থনিমিত্তং ব্রহ্মৈব, অনেনাশ্বনা উপস্থে প্রতিষ্ঠিতমতু্যাপাসাম্। সৰ্বং হি আকাশে  
প্রতিষ্ঠিতম্; অতো যৎ সৰ্বমাকাশে, তদব্রহ্মৈবেতু্যাপাসাম্। তচ্চাকাশং ব্রহ্মৈব।  
তস্মাৎ তৎ সৰ্বম্য প্রতিষ্ঠেতু্যাপাসীত। প্রতিষ্ঠা গুণোপাসনাং প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি।  
এবং পূৰ্বেষপি। ১।

যদ্বাদ্বাদিগতং ফলং, তদব্রহ্মৈব, তদুপাসনাং তদান্ ভবতি, ইতি দষ্টব্যম্।  
প্রত্যক্ষরাক্ত “তৎ যথাযথোপাসতে, তদেব ভবতি” ইতি। তদ্বাদ্ব ইত্যু্যাপাসীত।  
মহঃ মহত্বগুণবৎ তদু্যাপাসীত। মহান্ ভবতি। তদ্বাদ্ব ইত্যু্যাপাসীত। মনসঃ মনঃ,  
মানবান্ ভবতি মননসমর্থো ভবতি ॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রমণ্ডলে জ্যোতিঃরূপে।  
[ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ]। প্রজাতি-অমৃত অর্থ—অমৃতত্ব প্রাপ্তি (তৃপ্তিলাভ)।  
আর পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পিতৃগণ পবিশোধ হওয়ার যে প্রথ হয়, তাহাষ্ট আনন্দ,  
উপস্থই ( জননেন্দ্রিয়ই ), এ সমস্তের নিদান; এ সমস্তই বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ;  
এইরূপে উপস্থে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। সমস্ত বস্তুই আকাশে  
অবস্থিত আছে; অতএব আকাশে যাটা কিছু বর্তমান আছে, সে সমস্ত বস্তুকে  
ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। সেই সর্বাধার আকাশও ব্রহ্মই, তদতিরিক্ত  
নহে ), অতএব আকাশকে ‘সর্বপ্রতিষ্ঠা’ বলিয়া উপাসনা করিবে। অজ্ঞ সংল  
স্থানেও এই প্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে।

যেখানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বস্তুতঃ তাহাও ব্রহ্মই, অতরাং তাদৃশ  
উপাসনার ফলে উপাসকও তাদৃশ ফলই লাভ করিয়া থাকেন, ইহা বুঝিতে  
হইবে। যেহেতু অপর শ্রুতি বলিতেছেন—‘ঐতাকে ( ব্রহ্মকে ) যেভাবে যে-  
ভাবে উপাসনা করে, উপাসক সেইরূপই হইয়া থাকেন।’ ঐতাকে ‘মহ’ এইরূপে  
উপাসনা করিবে। মহ অর্থ মহত্ব গুণসম্পন্ন, তাহার উপাসনা করিবে। তাহার

ফলে উপাসক মহান্ হন। তাঁহাকে 'মন' বলিয়া উপাসনা করিবে। মন অর্থ মনন (চিন্তাবৃত্তি)। মানবান্ হন অর্থ মনন করিতে সমর্থ হন ॥৩৫২॥

তন্নম ইতু্যপাসীত। নম্যন্তেহস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মে-  
তু্যপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইতু্য-  
পাসীত। পর্যোণং ত্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেহপ্রিয়া  
ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স  
একঃ ॥ ৪।৫৩ ॥

সংস্কৃতার্থঃ। তৎ (ব্রহ্ম) নম ইতি উপাসীত। [ তথোপাসনাং ]  
কামাঃ (ভোগ্যা বিষয়াঃ অস্মৈ ( উপাসকায় , নম্যন্তে ( উপনতা ভবন্তি )।  
তৎ (ব্রহ্ম) ব্রহ্মেতি ( প্রভুশক্তিমৎ ইতি ) উপাসীত। [ ততচ্ ] [ উপাসকঃ ]  
ব্রহ্মবান্ ( প্রভুশক্তিসম্পন্নঃ ) ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিসর ইতি উপাসীত ( পরিস্রি-  
রন্তে বিনশ্চন্তি অগ্নিন্ বিদ্যাং বৃষ্টিঃ চন্দ্রঃ আদিত্যঃ অগ্নিষ্-ইতি পরিমরঃ—বারুঃ,  
সচ আকাশেন মিলিত ইতি আকাশ এব ব্রহ্মণঃ পরিমরত্বেনোপান্তঃ )। এবং  
( উপাসকং ) দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ ( শত্রবঃ বাহাঃ আস্তরাঃ বা কামাদয়ঃ । পরিস্রিয়ন্তে  
, বিনশ্চন্তি )। [ তথা ] যে অন্য ( উপাসকঃ ) অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ শত্রবঃ,  
[ তে অদ্বিষন্তোহপি ত্রিয়ন্তে ইতি শেষঃ ]। [ ইদানীমুক্তার্থবৃৎসংহরতি ] যঃ চ  
অয়ং পুরুষে, যশ্চ অসৌ আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ পরমাত্মা, সঃ একঃ ( অভিন্নঃ )।  
ব্যাখ্যাতমন্তঃ ॥৪॥৩৫॥

মুনোন্মুদাদ। তাঁহাকে 'নমঃ' বলিয়া উপাসনা করিবে ;  
তাহার ফলে সমস্ত কাম্য বিষয় তাহার নিকট উপনত হয়। তাঁহাকে  
ব্রহ্ম—প্রভুশক্তিবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক  
ব্রহ্মবান্ হন। তাহাকে ব্রহ্ম-পরিমর আকাশরূপে উপাসনা করিবে ;  
তাহার ফলে উপাসকের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন শত্রুগণ মরিয়া যায়  
এবং বাহারা বিদ্বেষ না করিয়াও শত্রুদলভুক্ত, তাহারাও বিনষ্ট হয়।  
পুরুষের মধ্যেও সেই যে পরমাত্মা, এবং আদিত্যমণ্ডলেও যে  
পরমাত্মা, এই উভয়ই বস্তুতঃ এক—অভিন্ন ॥ ৪।৫৩ ॥

শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্। তৎ মহীতু্যপাসীত। নমনং নমনঃ নমনশ্চণৎ  
ততু্যপাসীত। নম্যন্তে প্রহীতবন্তি, অস্মৈ উপাসিত্রে কামাঃ—কাম্যন্ত ইতি

ভোগ্য। বিষয়া ইত্যর্থঃ । তদ্ব্রহ্মেতু্যপাসীত । ব্রহ্ম পরিবৃতমমিত্যুপাসীত । ব্রহ্মবান্ তদ্ব্রহ্মণো ভবতি । তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত । ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ— পরিমিত্রং হেহসিন্ পঞ্চ দেবতাঃ বিদ্যাদৃষ্টিশ্রুতমা আদিত্যোহগ্নিরিত্যেতাঃ । অতো বায়ুঃ পরিমরঃ, ঐত্যন্তরপ্রসিক্কেঃ । স এবায়ং বায়ুরাকাশেনানন্তঃ, ইত্যাকাশো ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ, তমাকাশং বায়ুদ্ব্যানং ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত । ১

এনমেবং বিদং প্রতিস্পদ্ধিনঃ দ্বিবন্তঃ অদ্বিবন্তোহপি সপত্তা যতো ভবন্তি, অতো বিশিষ্যন্তে দ্বিবন্তঃ সপত্তা ইতি । এনং দ্বিবন্তঃ সপত্তাঃ তে পরিমিত্রং প্রাপান্ জহতীত্যর্থঃ । কিঞ্চ, যে চাপ্রিয়া অস্ত্র ভাতৃবাঃ, অদ্বিবন্তোহপি তে চ পরিমিত্রং । “প্রাণো বা অন্নং শরীরমন্নাদম্” ইত্যারভ্য আকাশান্তত কার্যাস্তেব অন্নান্নাদম্মুক্তম্ । উক্তং নাম—কিং তেন ? তেনৈতৎ সিদ্ধং ভবতি— কার্য্যবিষয় এব ভোক্তাতোক্তৃকৃতঃ সংসারঃ, নত্যাশ্বনীতি ; আশ্বনি তু ভ্রাত্ত্যোপচর্য্যতে । নহু আশ্ব্যপি পরমাশ্বনঃ কার্য্যম্, ততো যুক্তস্ত সংসার ইতি । ন ; অসংসারিণ এব প্রবেশকৃতঃ । “তৎ সৃষ্টা তদেবাহুপ্রাবিশৎ” ইত্যাকাশাদি- কারণস্ত হি অসংসারিণ এব পরমাশ্বনঃ কার্য্যোম্মুপ্রবেশঃ শ্রয়তে । তস্মাৎ কার্য্যাহুপ্রবিষ্টো জীব আত্মা পর এবাসংসারী । সৃষ্টা অহুপ্রাবিশদ্বিতি সমান- কৰ্ত্তৃদ্বোপপত্তেচ্চ । সর্গপ্রবেশক্রিয়য়োষ্টৈক্যেচ্চ কৰ্ত্তা, ততঃ ক্ৰ্য্যপ্রত্যয়ো যুক্তঃ । ১ ।

প্রবিষ্টস্ত তু ভাবান্তরাপত্তিরিতি চেৎ ; ন, প্রবেশস্তাত্মার্থেইন প্রত্যাপন্নত্বাৎ । “অনেন জীবেন” ইতি বিশেষকৃতঃ । ধর্ম্মান্তরেণাহুপ্রবেশ ইতি চেৎ ; ন, “তৎ মসীতি পুনস্তদ্ব্যবোক্তেঃ । ভাবান্তরাপন্নত্বৈব তদপোহাখা সম্পদ্বিতি চেৎ ; ন, “তৎ সত্যং, স আত্মা, তদম্ অসি” ইতি সামান্যধিকরণ্যাৎ । দৃষ্টং জীবন্ত সংসারিণমিতি চেৎ ; ন, উপলব্ধরহুপলভ্যত্বাৎ । সংসারধর্ম্মবিগিষ্ট আত্মোপলভ্যত্ব- ইতি চেৎ ; ন, ধর্ম্মণাং ধর্ম্মিণোহব্যক্তিরেকাৎ কন্মদ্বাহুপপত্তেঃ । উক্তপ্রকা- শরোক্তাহু-প্রকান্তদ্বাহুপপত্তিবৎ । ২ ।

ত্রাসাদিধর্মনাদ্ধুঃ খিদ্ভাতমুমীষত ইতি চেৎ ; ন, ত্রাসাদেদুঃখস্ত চোপলভ্যমান- ত্রাসোপলব্ধধর্ম্মত্বত্বৎ । কাপিলকাণাদাদিতকণাশ্রবিরোধ ইতি চেৎ ; ন, তেষাং মূলভাবে বেদবিরোধে চ ভ্রাত্ত্বোপপত্তেঃ । প্রত্যাপত্তিত্যাক সিদ্ধমাহ্মনোহ- সংসারিণম্ । একত্বাচ্চ । কথমেকত্বমিতি ? উচ্যতে—স বশ্চারণ পূর্বে, বশ্চাসা- বাদিত্যে, স এক ইত্যেবমাদি পূর্ববৎ । ৩ ॥ ৫৩ ॥

ভাস্ম্যানুবাদ । তাঁহাকে ‘নম’ বলিয়া উপাসনা করিবে । নম

অর্থ নমন (নত হওয়া) । সেই নমনশূণ্যবৃত্ত বলিয়া তাহার উপাসনা করিবে । কাম সমূহ অর্থাৎ ভোগ্যরূপে প্রার্থনীয় বিষয় সমূহ সেই উপাসকের নিকট উপনত হয়, অর্থাৎ বর্ণীভূত থাকে । 'তদ্বন্ধ ইতি উপাসীত, এ কথার অর্থ—ব্রহ্মকে প্রধান বা প্রভু বলিয়া উপাসনা করিবে । তাহার ফলে উপাসক ব্রহ্মবান্ অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মশূণ্যসম্পন্ন হন । বিদ্যা, ব্রষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি, এই পাঁচটা দেবতা বাহার মধ্যে লীন হইয়া থাকে, তাহার নাম 'পরিমর' । উক্ত পঞ্চ দেবতা বায়ু মধ্যে এইরূপে থাকেন বলিয়া বায়ুর নাম পরিমর, অল্প ঋতিতেও বায়ুর পরিমরত্ব প্রসিদ্ধ আছে । সেই বায়ু আবার আকাশ হইতে অপৃথক্ ; এইজন্য আকাশ হইতেছে—ব্রহ্মের পরিমর । অতএব বায়ু হইতে অপৃথক্ভূত আকাশকে ব্রহ্মের পরিমর বলিয়া উপাসনা করিবে । >

এবং বিধ উদ্ধাসকের প্রতি স্পর্ধাকারী দেবসম্পন্ন শত্রুগণ প্রাণত্যাগ করে । শত্রুর মধ্যেও ষেবিহীন লোক থাকিতে পারে ; এইজন্য শত্রুর 'দ্বিষন্তঃ' (ষেবকারী) বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । আরও ; তাহার প্রতি যে সকল শত্রু ঘেব করে না, তাহারাও প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে ।

এ পর্য্যন্ত 'প্রাণই অন্ন, শরীর অন্নাদ' এই হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত বত কিছু কার্য্য বা সৃষ্ট বস্তু আছে, সে সমস্ত অন্ন ও 'অন্নাদ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ভাল, উক্ত হইয়াছে, তাহাতে কি হইল ? হাঁ, তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই যে, ভোগ্য-ভোক্তৃভাববহিত (একটি ভোগ্য, অপরটি তাহার ভোক্তা, এইরূপ ভাবে করিত) সংসার, তাহা কেবল কার্য্য জগতেই সীমাবদ্ধ ; কিন্তু আত্মাতে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই ; কেবল ভ্রান্তি বশত আত্মাতে সেই ভোগ্য-ভোক্তৃভাবের উপচার বা আরোপ হয় মাত্র । ভাল কথা, আত্মাও ত (জীবও ত) পরমাত্মারই কার্য্য অর্থাৎ জীবাত্মা ত পরমাত্মা হইতেই আসিয়াছে ; সুতরাং তাহাকে আকাশাদির দ্বারা পরমাত্মার কার্য্য বলা যাইতে পারে, অতএব তাহার পক্ষে সংসার সম্বন্ধ ত যুক্তিযুক্তই হয় । না, তাহা হয় না । কারণ, ঋতিতে অসংসারীবই প্রবেশের কথা আছে । 'তিনি আকাশাদি পদার্থ সৃষ্ট করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি বাক্যে আকাশাদি কার্য্য-প্রপঞ্চের কারণরূপ অসংসারী (ভোক্তৃভাববহিত) পরমাত্মারই কার্য্য মধ্যে প্রবেশ প্রত আছে । অতএব বলিতে হইবে যে, দেহাদি কার্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট জীবাত্মা বস্তুতঃ অসংসারী পরমাত্মাই ; নচেৎ 'সৃষ্ট করিয়া অল্পপ্রবিষ্ট হইলেন' এই বাক্যে সমানকর্তৃত্ব অর্থাৎ সৃষ্ট ও প্রবেশের এককর্তৃকত্ব উপপন্ন হইতে পারে না । যিনি সৃষ্টির কর্তা, তিনিই যদি প্রবেশের কর্তা হন, তাহা হইলেই 'জ্ঞা' প্রত্যয়

(স্থূপাদ) হইতে পারে, নচেৎ নহে। [ কারণ, এককর্তৃক অর্থেই 'জ্ঞা' প্রত্যয় বিহিত আছে ] ৩

যদি বল, প্রবেশের পরে, জীবের অবস্থান্তরও ঘটতে পারে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, প্রবেশের উদ্দেশ্য অন্তপ্রকার, (ভাবান্তর প্রাপ্তি নহে ; ) সুতরাং তাহা ঘাটাই এ আপত্তি বা আশঙ্কা গণিত হইয়া যায়। যদি বল, স্তূপ-বাক্যে 'অনেন জীবেন' এইরূপ বিশেষ অবস্থার উল্লেখ থাকায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-পূর্ব্বকই প্রবেশ বুঝা যাইতেছে ; না, তাহাও নহে ; কেন না, [ এই প্রকরণেই 'তিনি সত্যস্বরূপ' 'তিনিই আত্মা' এবং 'তুমি ( যেতকেতু ) তৎস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্যে জীব ও পরমান্বার সামান্যিকরণ বা অভেদোক্তি রহিয়াছে। [ কাজেই প্রবেশের পরেও ধর্ম্মান্তর প্রাপ্তি বলিতে পারা যায় না । যদি বল, জীবের সংসারভাবত প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; না ; সে কথাও সত্য নহে ; কারণ, জীব নিজেই যখন উপলব্ধির কর্তা ( জ্ঞাতা ), তখন সে নিজেই নিজকে উপলব্ধি করিতে পারে না। অতিপ্রায় এই যে, জীব উপলব্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে কখনও উপলভ্য— উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। ভাল, [ জীব স্বরূপতঃ উপলভ্য না হইলেও ] সংসারবিশিষ্ট রূপে ত উপলব্ধির বিষয় ( উপলভ্য ) হইতে পারে ? না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, ধর্ম্মমাত্রই ধর্ম্মী হইতে অনতিরিক্ত, অর্থাৎ সংসারিধর্ম্ম ধর্ম্মী ভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে ; সুতরাং তোমার মতে জীব সংসারধর্ম্মী ( সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট ), কিন্তু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী যখন পৃথক পদার্থ নহে, তখন সংসারধর্ম্ম কখনই ( জীবের পক্ষে ) উপলব্ধির কর্ম্ম উপলভ্য হইতে পারে না। উক্ত পদার্থ যেমন দাঙ্ক হয় না, এবং প্রকাশস্বভাব পদার্থও যেমন অপরের প্রকাশ্য হয় না, ইহাও তদ্রূপ । ৪

যদি বল, আত্মাতে যখন রাস ও ভব প্রকৃতির সম্ভাব দেখা যায়, তখন আত্মাতে সংসারধর্ম্ম ইত্যাদি থাকাও অস্বীকৃত হয় ; [ এবং আত্মাই তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকে ; সুতরাং আত্মধর্ম্মেরও উপলভ্য সিদ্ধ হইতেছে। ] না, তাহা নহে ; কারণ, রাস ভবাদি ও হুঃখ প্রকৃতির উপলব্ধি হয় বলিয়াই বুদ্ধিতে হইবে যে, উহার আত্মার ধর্ম্ম নহে ( ১ ) ।

(১) তাৎপর্য—আত্মার উপলভ্য বস পদ প্রকৃতি বিষয়সমূহ যেমন আত্মার ধর্ম্ম নহে—অনাত্মার ধর্ম্ম, তেমনি রাস ও হুঃখ প্রকৃতি বিষয়গুলিও আত্মার উপলভ্য বা অনুভবের বিষয় বলিয়াই বুদ্ধিতে হইবে যে, উহারও আত্মার ধর্ম্ম নহে, পবন অনাত্মা—বুদ্ধির ধর্ম্ম, কাজেই ইহা দ্বারা পূর্ব্ব কথার বাধা ঘটে না।

যদি বল, তথাপি কপিল ও কণাদ প্রভৃতির প্রণীত তর্কশাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, [ কারণ, তাঁহারা আত্মার স্থখ দুঃখাদি ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন । । না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যখন ছিন্নমূল বা অমৌলিক, এবং বেদবিরুদ্ধ, তখন তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলা অসঙ্গত হয় না । আত্মার অসংসারিত্বস্বভাব ক্রটি ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত, এবং একমাত্র দ্বারাও সমর্থিত । ভাল, আত্মার একমুখি বা সিদ্ধ হয় কিসে ? তদন্তরে বলিতেছেন—‘স বশ্চারণ পুরুষে, বশ্চাসৌ আদিত্যে, স একঃ’ এই ক্রটি দ্বারা এই সকল ক্রতির ব্যাখ্যা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ৫৩ ॥

স য এবংবিৎ । অশ্মাল্লোকাৎ প্রেত্য । এতমন্নময়-  
মাআনমুপসংক্রম্য । এতং প্রাণময়মাআনমুপসংক্রম্য । এতং  
মনোময়মাআনমুপসংক্রম্য । এতং বিজ্ঞানময়মাআনমুপ-  
সংক্রম্য । এতমানন্দময়মাআনমুপসংক্রম্য । ইমাল্লোকান্  
কামান্নী কামরূপানুসঞ্চরন্ । এতৎ সাম গায়ম্মাস্তে । হা ৩  
বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

সম্ভবল্যার্থঃ । সঃ যঃ এবংবিৎ ( যথোক্তবিজ্ঞান জানাতি), [ সঃ ] অশ্মাৎ  
লোকাৎ (পৃথিবী-লোকাৎ) প্রেত্য (বিরক্তো) ভূত্বা এবং ( অনন্তরোক্তম্ ) অন্নময়ং  
আত্মানং ( আত্মত্বেন কল্পিতং অন্নময়ং দেহং ) উপসংক্রম্য ( জ্ঞাত্বা ), [ ততশ্চ ]  
এতং প্রাণময়ং আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতং মনোময়ম্ আত্মানং উপসংক্রম্য, এতং  
বিজ্ঞানময়ং আত্মানং উপসংক্রম্য, এতং আনন্দময়ং আত্মানং উপসংক্রম্য, কামান্নী  
( কামতঃ অন্নং অস্ত — কামনামুসারেণান্নবান্ ), কামরূপী ( কামনামুসারেণ রূপাণি  
গৃহ্ণন্ ) ইমান্ ( তু প্রভৃতীন ) লোকান্ অনুসঞ্চরন্, তথা এতৎ সাম ( সর্বতঃ সমং  
ব্রহ্ম ) গায়ন্ ( কীর্তয়ন্ ) হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু, ( অহো ! অহো ! অহো ! ইতি  
পদত্রয়েণ লোকত্রয়ীস্থিতান্ প্রাণিনঃ সঞ্চোধয়ন্ ) আস্তে ( তিষ্ঠতি ) । ( বিশ্বয়া-  
ধিক্য জ্ঞাপনার্থং পদত্রয়েহপি প্লুতিঃ বিজ্ঞেয়া ) ॥৫৪৫৪॥

মূলানুবাদ । [ এখন পূর্বোক্ত বিষয়ের উপসংহার করা  
হইতেছে—] সেই যে, এবংবিধ বিভাসম্পন্ন লোক, তিনি ইহলোক  
হইতে প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দেহাদি সর্ববিষয়ের আসক্তি দূর করিয়া,  
প্রথমে এই অন্নময় আত্মাতে উপগত হন ; পরে এই প্রাণময়  
আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন , শেষে



বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া এই আনন্দময় আত্মাতে উপ-  
সংক্রান্ত হন, তাহার পর যথেষ্ট অন্নসম্পত্তি ও যথেষ্ট রূপ-সম্পত্তি  
প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবী প্রভৃতি লোকে বিচরণ করেন এবং ব্রহ্মসাম্য  
কীর্তন করত—হা-বু, হা-বু, হা-বু, এইশব্দ উচ্চারণ দ্বারা বিশ্বয়  
প্রকাশপূর্বক অবস্থান করেন ॥ ৫১৫৪ ॥

শাক্তব্রহ্মাশ্রম । সর্বং অন্নময়াদিক্রমেণানন্দময়মাখ্যানমুপসংক্রম্যে-  
তৎ সাম গায়ত্র্যন্তে । “সত্যং জ্ঞানম্” ইত্যন্তা অটোহথো ব্যাখ্যাতো বিস্তরেণ  
তদ্বিবরণভূতয়া আনন্দবল্লী । “সোহমুতে সর্কান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিভা”  
ইতি তন্ত ফলবচনন্ত অর্থবিস্তারো নোক্তঃ—ক তে, কিংবিষয়া বা সর্কো কামাঃ ?  
কথং বা ব্রহ্মণা সহ সমুতে ? ইত্যেতদ্বজ্জব্যমিতৌদমিণানৌমারভ্যতে । ১

তত্র পিতাপুত্রাধ্যায়িকার্যং পূর্ববিজ্ঞানশেষভূতায়ং তপো ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনমুক্তম্ ;  
প্রাণাদেরোকাশান্তত চ কার্য্যস্তান্নান্দধেন বিনিয়োগশ্চোক্তঃ ; ব্রহ্মবিষয়োগাস-  
নানি চ । যে চ সর্কো কামাঃ প্রতিনিয়তানেকসংযমসাধ্যা আকাশাদিকার্য্যভেদ-  
বিষয়াঃ, এতে দশিতাঃ । একেহে পুনঃ কাম-কামিভ্যামুপপত্তিঃ, তেদজাতন্ত  
সর্কস্তাশ্চভূতয়াং । তত্র কথং যুগপদ্বব্রহ্মরূপেণ সর্কান্ কামান্ এবংবিৎ সমুতে  
ইতি ? উচ্যতে—সর্কাস্বাশ্রোপপত্তেঃ । ২

কথং সর্কাস্বাশ্রোপপত্তিঃ ? ইত্যাহ—পুরুষাদিত্যস্তা ঐক্যবহির্জ্ঞানেনঅপোহোৎ-  
কর্ষাপকর্ষৌ অবন্নময়াদীন আত্মনোহবিজ্ঞানকল্পিতান্ ক্রমেণ সংক্রম্য আনন্দময়ান্তান্,  
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম অদৃষ্টাদিধর্ম্মকং স্বাভাবিকমানন্দমজমভূতমভ্রমমৈতৎ  
ফলভূতমাপন্ন ইমাজোকান্ ভ্রমাদীনমুসংকরগ্নিতি বাবহিভেদেন সম্বন্ধঃ । ৩ ।

কথমমুসংকরন্ ? কামাদৌ কামতোহন্নমন্তেতি কামাদৌ ; তপা কামতো  
রূপাণ্যন্তেতি কামরূপী ; অমুসংকরন্—সর্কাস্বানা ইমাজোকানাস্বেনোহুভবন্,  
কিম্ ? এতৎ সাম গায়ত্র্যন্তে । সমবাদ্ ব্রহ্মৈব সাম সর্কানন্তরূপং গায়ন্ শব্দয়ন্  
আঐক্যকথং প্রথ্যাপয়ন্ লোকানুগ্রহার্থং তদ্বিজ্ঞানফলং চ অতীত কৃতার্থকং  
গায়ত্র্যন্তে তিষ্ঠতি । কথম্ ? হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু । অটো ইত্যেতদ্বিস্তরেণ-  
ত্যন্ত বিশ্বরথ্যাপত্যন্ত নার্থম্ ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । [ এবংবিধ বিধান পুরুষ ] অন্নময়াদি পরম্পরাক্রমে  
ব্রহ্মানন্দময় আত্মাকে লাভ করিয়া এই সাম । সমতাব্যক্ত শব্দ, গান করত  
অবস্থান করেন, এইরূপ বাক্য বোঝনা করিতে চাইবে ।

প্রথমতঃ ‘সত্যং জ্ঞানম্’ ইত্যাদি মন্ত্রের বিবরণ বা ব্যাখ্যাস্বরূপ এই

আনন্দবদ্বী এই মন্দের অর্থ বিদ্যুত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মন্দেরই ফলপ্রকাশক “সঃ অশ্রুতে সর্সান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” এই বাক্যের অর্থ বিদ্যুতভাবে বর্ণিত হয় নাই যে, তাঁহারা কে? সমস্ত কাম ও কামের বিষয়ীভূত বিষয়সমূহ কি কি? এবং কিপ্রকারেই বা ব্রহ্মের সহিত ভোগ করেন? সে সমুদয় কথাও বলা আবশ্যক; এইজন্য, এখান এই বাক্য আরম্ভ হইতেছে। ১

প্রথমতঃ পূর্বোক্ত বিদ্বারই শেষ বা অংশরূপে কল্পিত পিতা-পুত্রদ্বয়টি উপাখ্যানে তপস্বীকে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন বলা হইয়াছে; এবং প্রাপ হইতে আকাশ পর্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন পদার্থকেই অন্ন ও অন্নাদিরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ উক্ত হইয়াছে, তাহার পর ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনাও কথিত হইয়াছে আর আকাশাদি বিভিন্ন জন্তু-বস্তুবিষয়ে যে সমস্ত কামনা নিয়মিতভাবে অনেক প্রকার সাধন-সাপেক্ষরূপে নির্দিষ্ট আছে, সে সমুদয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু একত্ব পক্ষে উক্ত কাম-কামি-ভাব অর্থাৎ একজন কাময়িতা, তত্ত্বিন্ন অগ্নরে তাহার কাম্য, এইরূপ পার্থক্য ব্যবহার সম্ভব হয় না; যেহেতু ভেদ-প্রপঞ্চ সমস্তই তাহার আচ্ছাদিত বা কাময়িতারই স্বরূপভূত। তাহা যদি হয়, তবে উক্ত প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ একই সময়ে ব্রহ্মস্বরূপ সমস্ত কাম্য বিষয় কিরূপে ভোগ করিতে পারেন? অভি-প্রায় এই যে, যে সময়ে একাত্মবোধ থাকে, ঠিক সেই সময়েই কি করিয়া তাঁহার ভেদবুদ্ধি-সাপেক্ষ সর্ব-কামভোক্তৃ স্ব-সম্ভবপর হয়? তদন্তরে বলিতেছেন—সর্সান্ভাব সম্ভবপর হয় বলিয়াই [ তাহার ভোক্তৃও সম্ভবপর হয়। ২

ভাল, তাঁহার সর্সান্ভাবই বা সম্ভবপর হয় কিপ্রকারে? তদন্তরে বলা হইতেছে—সেই বিদ্বান্ পুরুষ প্রথমে পুরুষ (জীবদেহ) ও আদিভূতমণ্ডলে আত্মার একত্ব অবগত হন; সেই একত্ব বিজ্ঞানের ফলে তদন্তরগত উৎকর্ষা-পকর্ষবিধ পরিভ্যাগ করেন, এবং ক্রমে ক্রমে স্বীয় অজ্ঞানবশে পরিকল্পিত অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্যন্ত পঞ্চ কোষে পর পর আচ্ছাদ্য স্থাপনপূর্বক অবশেষে সর্ববিজ্ঞানের ফলস্বরূপ এবং স্বাভাবিক (অকৃত্রিম) আনন্দস্বরূপ এবং অজ্ঞানরামরূপভরহিত ও সর্ববিধ তরয়ের অবসানভূমি সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করত এই ভূঃপ্রকৃতি লোকে (ত্রিলোকে) বিচরণ করত—। ‘বিচরণ’ শব্দটা ব্যবধানে থাকিলেও এখানে তাহার সহিত অবয়ব করিতে হইবে। ৩

তিনি কি ভাবে সঞ্চরণ করেন? কামায়ী ইচ্ছামুসারে অন্ন লাভ করিয়া এবং কামরূপী ইচ্ছামত নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া অন্নসঞ্চরণ করত

অর্থাৎ আশ্চর্যরূপে সমস্ত অগৎ অবলোকন করত—কি [ করেন ]? এই সামগান পূর্বক অবস্থান করেন । সাম, অর্থ ব্রহ্ম ; কেন না, তিনিই সর্বত্র সম ( সমান ) । লোকাত্মগ্রহণার্থ সেই সর্বসম আশ্চর্য্য প্রচার করিয়া, এবং আশ্চর্য্যকর বিজ্ঞানের কলরূপ আপনার নিরতিশয় কৃত্যর্থতা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া অবস্থান করেন । তাঁহার অবস্থানের প্রকার কিরূপ, তাহা বর্ণা বাইতেছে—হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু—এই প্রকারে (কীর্ত্তন করত অবস্থান করেন) । ‘হা বু.’ শব্দটি বিশ্বপ্রকাশক ‘অহো’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । বিশ্বের আধিকা হৃদনার নিমিত্ত পুত বা দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত —‘হা ৩ বু’ হইয়াছে ॥৫১॥

অহমমমহমমমহমমম । অহমমাদো ৩ হহমমাদো ৩ হহ-  
গম্নাদঃ । অহ ৩ শ্লোকরূদহ ৩ শ্লোকরূদহ ৩ শ্লোকরূৎ । অহমস্মি  
প্রথমজ্ঞা স্বতা ৩ সা । পূর্বং দেবেভ্যোহমুতস্য না ৩ ভায়ি ।  
যো মা দদাতি, স হুদেবম্মা ৩ বাঃ । অহমমমমমদন্তমা ৩ দ্মি ।  
অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা ৩ ম । স্ববন’ জ্যোতীঃ । য এবং  
বেদ । ইতুপানিসং ॥৬॥৫৫॥

ইতি ভূগুবল্ল্যাঃ দশগোহনুবাচঃ ॥ ১০ ॥

[ভূগুস্তম্বে যতো বিশান্তি তদ্বিজ্ঞানস্য ত্রয়োদশাঙ্গঃ প্রাচ্যেণ  
মনো বিজ্ঞানঃ দ্বাদশ দ্বাদশানন্দো দশাঙ্গঃ ন নিন্দ্যাদ্ ন পরি-  
চক্ষীতাম্ং বহু কুর্বাণীতকাদশৈকাদশ । ন ককনৈকমষ্টি-  
দশ ॥০॥ (অয়মংগঃ কচিৎকথিকঃ পঠিতঃ ।)

সঙ্গলার্থঃ । [ অথ তত্র বিশ্বপ্রকার প্রদর্শ্যতে—অহমিত্যা-  
দিভিঃ ] । অহং (তদুপবিধান) অহম্ অহমমম্ অহম্—অহম্ । বিশ্বপ্রাধিক্যপ্রদর্শনার  
ত্রিক্রিষ্টিঃ, এবং অন্যত্রাপি ] । অহম্ অন্নাদঃ ৩—অহম্ অন্নাদঃ ৩, অহম্ অন্নাদঃ  
০ । তথা, অহং শ্লোকরূৎ । অহং শ্লোকরূৎ, অহং শ্লোকরূৎ ; (শ্লোকঃ  
অন্নাদান্দ্যোঃ সংঘাতঃ চেতনাবান্ জীবদেহঃ, তস্য কৰ্ত্তা ) । অহং প্রথমজ্ঞা  
( প্রথমজ্ঞঃ—সর্বোভ্যঃ পূর্বমুৎপন্নঃ ), স্বতা তস্য ( স্বতস্য পুত্ৰত্বাৎ দীর্ঘঃ, স্বতত  
সত্যস্যোত্যাৎ, [ মৃত্যুমুৰ্ত্তরূপস্য জগতঃ ] দেবেভ্যঃ [ চ ] পূর্বং ( পূর্ববর্তী ),  
অমুতস্য ( অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য ) নাতিঃ ( যথাঃ মুক্তাবিষ্টানম্ ) অস্মি  
( ভবামি ) । [ ইদানীং দানকলমুচ্যতে— ] যঃ ( জনঃ ) মাং ( অন্ন-

রূপিণং ) দদাতি ( অন্নার্থিতাঃ প্রযচ্ছতি ), সঃ [ দাতা ] ইৎ ( ইৎ ) এব ( নিশ্চয়ে ) মা ঃ ( মাৎ ) অবাঃ ( অবতি যথাত্ত্বং রক্ষতীত্যর্থঃ ) । যঃ [ পুনঃ ] অন্নং মাৎ অদদা অতি ( ভক্ষয়তি ), অন্নম্ অদত্তং : ভক্ষয়ন্তং ) তৎ ( জনং ) অহং অগ্নি ( ভক্ষয়ামি ) । তথা সূৰ্যঃ ( আদিত্যঃ ) 'ন' ( ইব ) জ্যোতীঃ ( জ্যোতিঃ-স্বরূপঃ ) অহং বিশ্বং ( সমস্তং ) ভুবনং ( জগৎ—জগদাশ্রয়না , অভ্যন্তবাম্ (অতি - সম্যক্, ভবামি ) । ইতি ( ইৎ বদীভ্যবহিতা ) উপনিষদ্ ( ব্রহ্মবিজ্ঞা উক্তা ) ; যঃ এবং ( যথোক্তরূপাম্ উপনিষদং ) বেদ ( সম্যক্ জ্ঞানাতি ), ( তস্যা মোক্ষঃ ফলং সিধ্যতীতিশেষঃ ) ॥ ৩।৫৫ ॥

এবা তৈত্তিরীয়ব্যাখ্যা ত্রিশঙ্করমতে হিঃ ।

ঐহুর্গাচরণোদোঁর্গা সরলা স্যাৎ সভাৎ মুদে ॥ ।

মূলানুবাদ - [ অতঃপর সেই বিজ্ঞানের বিস্ময়প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে—[তিনি] অনুভব করেন যে, ] আমিই পূর্বকথিত অন্ন, ( বিস্ময়সূচনার্থ তিনবার উক্তি ), আমিই পূর্বোক্ত অন্নাদ; আমিই শ্লোককৃত অর্থাৎ অন্ন ও অন্নাদের সমবায়ে যে, চেতন দেহসংঘাত রচিত হইয়াছে, আমিই তাহার কর্তা এবং আমিই প্রথমোৎপন্ন স্থূল সূক্ষ্ম জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ববর্তী, এবং আমিই অমৃতত্বের নাতিস্বরূপ অর্থাৎ অমৃতত্বনামক মোক্ষ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত ।

যে লোক অন্নরূপী আমাকে অন্নার্থীগণের উদ্দেশ্যে দান করেন, তিনি এই ভাবেই—অন্নার্থীতে আমার সম্প্রদান দ্বারাই আমাকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ আশ্বার সর্বাক্সভাব পোষণ করেন, আর যিনি অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া অন্ন ভক্ষণ করেন, আমি তাহাকে ভক্ষণ করি । আদিত্যের দ্বায় জ্যোতিঃস্বরূপ আমিই সমস্ত জগদাকারে অস্তিত্ব্যক্ত আছি । ইহাই উপনিষৎ, অর্থাৎ অতীত দুইটা বদীর সারকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞা । যিনি এই উপনিষদ জানেন, তাহার মুক্তিফল লাভ হয় । ৬।৫৫ ॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যাং দশমোহুবাংব্যাখ্যা ॥ ১০ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শাক্তভাষ্যম্ । কঃ পুনরগৌ বিশ্ব ইতি, উচ্যতে—অথৈত আশ্বা নিরঞ্জনোহপি সন্ অহমেবান্নমদ্যাদৃচ । কিঞ্চ, অহমেব শ্লোককৃতং । শ্লোকো

নাম আশ্রয়দায়কঃ সজ্জাতঃ, তত্ত্ব কৰ্ত্তা চেতনাবান্ । অগ্নস্তেব বা পরার্থজ্ঞানাদাৰ্হত  
সতোহ নেকান্তকৃত্ত পারার্থ্যেন হতুনা সজ্জাতকৃত্ত । ত্রিকৃষ্ণিক্ষিপ্তব্যাপনাথা । ।

অহমস্মি ভবামি । প্রথমজাঃ প্রথমজঃ প্রথমোৎপন্নঃ । ততস্ত সত্যস্য মূর্ত্তা-  
মূর্ত্তস্তাত্ত্ব জগতঃ দেবেভ্যশ্চ পূৰ্ণম্, অমৃতত্বস্ত নাভিঃ অমৃতস্ত নাভিঃ মধ্যাং  
মৎসংস্থমমৃতত্বং প্রাণিনামিত্যর্থঃ । যঃ কশ্চিৎ ২। মাম্ অন্নমন্নানিভ্যো দদাতি-  
প্রবচ্ছতি—অন্নান্ননা ত্রবৌতি, স ইৎ ইথমেব ইত্যর্থঃ, এবমবিনষ্টং যথাকৃত্ত  
মাং আবাঃ অবতীত্যর্থঃ । যঃ পুনরজ্ঞো মামদত্তা আখিভ্যঃ কালে প্রাপ্তেহন্নমন্তি,  
তন্নন্নমদত্তম্ ভক্ষয়ন্তং পুৰুষং অহমন্নমেব সংপ্রত্যঙ্গ ভক্ষয়ামি । ২

অত্রাহ—এবং তঃ বিভেদমি সৰ্গাঙ্গপ্রাপ্তেশ্চোক্ষাৎ ; অস্ত সংসার এব, যতো  
মুক্তোহপ্যহমন্নভূতঃ অস্তঃ শ্রামন্যস্তেব । এতৎ মা ভৈষীঃ, সংব্যবহারবিষয়ত্বাৎ  
সৰ্গকামাশ্রয়নশ্চ । অতীত্যায়ং সংব্যবহারবিষয়মন্নাদাদিলক্ষণম্ বিভাকৃত্তং বিভাক্তা  
ব্রহ্মত্বমাপন্নো বিভান্ ; তত্ত্ব নৈব দ্বিতীয়ং বস্তুত্বমন্তি, যতো বিভেদতি ; অতো ন  
ভেদব্যং চোক্ষাৎ । এবুং তহিঁ কিমদমাহ—অহমন্নমহমন্নাদ ইতি ? উচ্যতে—  
বৌহমন্নাদাদিলক্ষণঃ সংব্যবহারঃ কার্যভূতঃ স সংব্যবহারমাদমেব, ন  
পরমার্থবস্ত । স এবভূতোহপি ব্রহ্মনিমিত্তো ব্রহ্মবাতিরেকেশাসন্নিত্তি কৃষা  
ব্রহ্মবিদ্যাকার্যাস্ত সৰ্গভাবস্ত ত্বত্বার্থমুচ্যতে অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্ । ‘অহমন্নাদোহহ-  
মন্নাদোহহমন্নাদঃ’ ইত্যাদি ৯তে ৩য়াদিদোষগন্ধোহপ্যবিধানিমিত্তেঃ,  
অবিজ্ঞোচ্ছেদাৎ ব্রহ্মভূতস্ত নাস্তীতি । ১

অহং বিশ্বং সমস্তং ভুবনং ভূতৈঃ সন্তজানীয়ং ব্রহ্মান্বিতঃ, ৩১৪।  
বা অগ্নিন্ ভূতানীতি ভুবনম্ অভ্যভবাম্ অভিতবামি পরেণেশ্বরেণ স্বরূপেণ ।  
সুবর্ণ জ্যোতীঃ, সুবঃ আদিতাঃ, নকর উপমার্থে, আদিত্য ইব সুর্য্যবত-  
মন্দীয় জ্যোতীঃ জ্যোতিঃ প্রকাশ ইত্যর্থঃ । ইতি ব্রহ্মব্রহ্মবিহিতোপনিষৎ  
পরমাত্মজ্ঞানম্ । তামেতাং যথোক্তানুপনিষদং শাস্ত্রো দান্ত উপরত্ভূতিত্ব-  
সমাহিতো ভূত্বা ভূগবৎ তপো মহদাহার য এবং বেদ তত্ত্বদং কলং  
যথোক্তমোক্ষ ইতি ॥ ১ ॥ ৫৫ ॥

০ ইতি ভূগবল্যাং দশমাস্ত্রবাক্যভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥

ইতি ত্রিমংপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য ত্রিগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য  
ত্রিমহাভগবতঃ কৃতো তৈত্তির্য্যৈরোপনিষদভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শাস্ত্রানুবাদ । এই বিশ্ব আবার কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—

অবৈত আত্মা স্বরূপতঃ নিরঞ্জন বা নির্লেপ হইলেও এবং আমি তৎস্বরূপ হইলেও, আমিই অন্ন ও অন্নাদ । অধিকন্তু আমিই শ্লোককৃত্যং । শ্লোক-অর্থ—অন্ন ও অন্নাদেয় সংঘাত বা সঙ্গিলিভাবহা, তাহার কর্তা—চেতনাসম্পন্ন । অথবা, অন্ন স্বভাবতই পরার্থ--অন্নভক্ষকের অন্তঃস্থ বসিরাই অনেকাংশক—অনেক অংশ-যুক্ত; এইজন্যই পরার্থ; পরার্থে নিবন্ধনই দেহসংঘাতের রাসিতা । মূল-প্রতিতে যে, এই কথার তিনবার উক্তি, তাহার উদ্দেশ্য বিষয়বাহিক্য প্রকাশন । ১

‘অহম্ অস্মি’ ‘অহং’ অর্থ—আমি, ‘অস্মি’ অর্থ হই।—প্রথমজ্ঞা ( প্রথমজ ) প্রথমেতৎপন্ন, ও ‘ঋত’ শব্দবাচ্য মূর্ত্যামূর্ত্ত ( মূলমূর্ত্ত ) অগতের এবং দেবগণেরও পূর্ববর্তী, আর অমৃতত্বের বা মোক্ষের নাভি—মধ্যস্থল অর্থাৎ প্রাণিগণের যে, অমৃতত্ব, তাহা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে । যে কোন লোক অন্নরূপী আমাকে অন্ন-প্রার্থী লোকের উদ্দেশ্যে প্রদান করে, অর্থাৎ আপনার অন্নান্ধতাব প্রকাশ করে, সেই দাতা এই তবুই অন্নকে অবিনষ্ট ও বণায়গরূপে রক্ষা করিয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, অন্নের অন্ত প্রার্থী লোককে অন্নদান করিলেই বস্তুতঃ অন্নরূপী আমাকে রক্ষা করা হয় । পক্ষান্তরে, অন্ন যে লোক অর্থাগণের উদ্দেশ্যে অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া উপযুক্ত সময়ে অন্নভক্ষণ করে, সেই অন্নভক্ষককে অন্নরূপী সেই আমিই এখানে ভক্ষণ করিয়া থাকি । ২

মুমুক্ পুরুষ এখানে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—ভাল, এইরূপই যদি হয়, তবে সর্বাঙ্গতাব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে আমি ভয় পাইতেছি; মোক্ষের প্রয়োজন নাই, সংসারই আমার থাকুক, যেহেতু মুক্ত হইয়াও আমি অন্নরূপে অস্ত্রের ভক্ষণীয় হইব ! না, এক্ষণে ভয় পাইও না; কারণ, ভোগমাত্রই সাংব্যবহারিক অজ্ঞানমূলক ব্যবহার-কল্পিত, উহা পারমার্থিক নহে । উক্ত বিধান পুরুষ ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রভাবে অবিকাকৃত অন্ন ও অন্নভক্ষক ইত্যাদি ব্যবহার-ধিকার অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার আর দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই, বাহ্য হইতে ভয় হইবে; অভ্যেব মোক্ষ হইতে ভয় করিতে নাই । ভাল, এইরূপ অভিপ্রায় হইলে ‘আমি অন্ন, আমি অন্নাদ’ ইত্যাদি বলা হয় কেন ? ইহার উত্তর বলা হইতেছে—এই যে, অন্ন ও অন্নাদ প্রকৃতিরূপ অর্থাৎ এই যে, তক্ষ্য তক্ষকাদি কাণ্য ব্যবহার, ইহা কেবল ব্যবহারই মাত্র, বস্তুতঃ ইহা পরমার্থ বা প্রকৃত সত্য বস্তু নহে । সেই ব্যবহার অপারামার্থিক হইলেও ব্রহ্মনিমিত্ত অর্থাৎ মূলতঃ ব্রহ্মই এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্তক; ব্রহ্মব্যতিরেকে এই ব্যবহারের অস্তিত্বই নাই, এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মতাব বা ব্রহ্ম প্রাপ্তির মহিমা কীর্তনের জন্য বলা হইতেছে—‘অহমন্নমহন্নরমহমন্নম্’ এবং ‘অহমন্নাদঃ, অহমন্নাদঃ,

অহমরাদঃ' ইত্যাদি । অতএব ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষের অবিজ্ঞান-সমুচ্ছেদ হওয়ার অবিজ্ঞানমূলক ভয়াদি দোষের গন্ধমাত্রও থাকে না । ৩

অগ্নিই পরমেশ্বররূপে সমস্ত ভূবন—ব্রহ্মাদি, প্রাণিগণের ভজনার (আরাধ্য), অথবা ভূতগণ যেখানে প্রার্জিত হয়, সেই অগ্নিকারে অভিযুক্ত আছি । আদিত্যের জ্ঞান আমাদের জ্যোতিঃপ্রকাশও সঙ্ঘটিত অর্থাৎ নিত্য প্রকাশমান । 'স্বঃ ন' (স্বর্ন) এই 'ন' অক্ষরটা উপমার্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহাই অতীত দুইটা বল্লীর সারভূত উপনিষৎ—পরমাত্ম-জ্ঞান । যিনি শান্ত, দাম্ভ, উপরত, তিতিক্ষু ও দন্দসহিষ্ণু হইয়া (১) এবং ভগুবল্লীর জ্ঞান পরম তপস্তা অবলম্বন করিয়া এই উপনিষদ অবগত হন, তাঁহার ফল হয়—যেপোক্তপ্রকার মোক্ষলাভ ইতি ॥৬॥৫৫॥

ইতি ভগুবল্লীর দশমাস্ত্রবাক্যেব ভাষ্যান্তবাদ ॥১০

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদের শাকরভাষ্যান্তবাদ সমাপ্ত ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥১০॥

সহ নাববতু । সহ নো ভুনক্তু । সহ বীৰ্য্যং করবাবহে ।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু । মা বিদ্বিমাবহে ॥ \*

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবইর্গামা ।

শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ । শং নো বিশ্বরূরুক্রমঃ ॥

নমো ব্রহ্মাণে । নমস্তে বায়ো । হমেন প্রতাক্ষং ব্রহ্মাসি ॥

হামেব প্রতাক্ষাঃ ব্রহ্মাবাদিষম্ । ঋতমবাদিষম্ ।

সত্যমবাদিষম্ । তন্মামাবীৎ । তদ্বক্তারামাবীৎ ॥

অবীণ্যাম্ । অবীদ্বক্তারম্ ॥

॥ ওম্ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ওম্ ॥

॥ \* ॥ ওম্ হরিঃ ওম্ ॥ \*

ইতি ভগুবল্লী তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—যাহ অর্থ অস্তিত্ববিহীনবল্লী, যাহ অর্থ বহিঃস্থিতবল্লী, উপরত অর্থ দাম্ভবল্লী, অথবা, যিনি অহমকারে কর্তৃত্বান্বিত, তিতিক্ষু অর্থ—দীর্ঘকাল স্থপিত্ত্ববাদি বদন্তিত্ব, দন্দসহিষ্ণু অর্থ—যোগাঙ্গ সমাধিবৃত্ত ।

\* উপনিষদের প্রাবন্ধে এই দুইটা শাস্তিমাধেব অর্প দেওয়া চটয়াছে ।